বৈশেষিকদর্শনম্।

বিশুদ্ধ মূল ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।

বায়ুরায়ুঃ বলং বায়ুঃ বায়ুর্ধাতা শরীরিণাম্।
বায়ু সর্ব্বমিদং বিশ্বং বায়ু প্রত্যক্ষদেবতা॥

পরমপারৎপর পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণ প্রসাদাৎ তদনুগত শিষ্য
শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য দ্বারা
প্রকাশিত।

১১ নং, বাবুরাম ঘোষের লেন।

কলিকাতা।
১২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বরাট প্রেসে
শ্রীকিশোরীমোহন সেন দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৫ সাল।
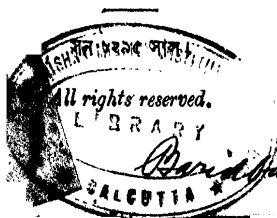
বিজ্ঞাপন।

বৈশেষিকদর্শনের মূল ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইল। ইহা এককালে মহাত্মা কণাদ্ ঋষির দ্বারা আর্য্যাবর্ত্তে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু কালবশে ক্রমশঃ মনুষ্যগণ অধোগতি প্রাপ্ত হওয়ায় ঋষিদিগের রচিত গ্রন্থাদির সম্যক্ ভাবার্থ অবগত না হইয়া যথেচ্ছা মতামত প্রকাশ করিতেছেন। কেবলমাত্র ব্যাকরণাদির সাহায্যে ঋষিবিরচিত শাস্ত্র সমূহের অর্থ বোধ করা এক প্রকার বিড়ম্বনা মাত্র। যাঁহাদিগের বর্ণ পরিচয়ই হয় নাই তাঁহারা কি প্রকারে তাহা বুঝিতে সক্ষম হইবেন। বর্ণ পরিচয় বোধ হয় অনেকেরই হয় নাই, তাহা গ্রন্থ পাঠে পাঠকমাত্রেই অবগত হইতে পারিবেন। বর্ণমালার মধ্যে উনপঞ্চাশটী বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়—বর্ণ শব্দের অর্থ রূপ—আমাদিগের দেহেতে যে উনপঞ্চাশ বায়ু আছে তাহাই এই উনপঞ্চাশ বর্ণ। এরূপ বর্ণজ্ঞান হওয়া দূরে থাকুক বোধ হয় অনেকেই না'ও শ্রুত হন নাই। বর্ণজ্ঞান সাধন সাপেক্ষ, সাধন সদ্গু[illegible] সাপেক্ষ, সদ্গুরু লাভ না হইলে শাস্ত্রাদির প্রকৃত মর্ম্ম [illegible]বগত হওয়া যায় না ইহা নিশ্চয়। এক্ষণে বৈশেষিকদর্শ[illegible] আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শ্রীশ্রীপূজ্যপাদ গুরুদেবের শ্রীচ[illegible]সাদাৎ যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি অবিকল তাহাই [illegible]দ্রিত হইল[illegible] [illegible]হার যদি কোন অংশ আমার ভ্রমক্রমে পতিত

হইয়া থাকে তাহা আমারই দোষ, সহৃদয় পাঠক মাত্রেই নিজ গুণে মার্জ্জনা করিয়া যথাস্থানে সংশোধন করিয়া লইবেন। কলি-কাতানিবাসী কোন উচ্চ বংশীয় মহাত্মা এই পুস্তক প্রকাশের সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন। এইরূপ সৎকার্য্যে নিঃস্বার্থভাবে দান অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়, ঈশ্বর ইচ্ছায় তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া এরূপ সৎ-কার্য্যে রত থাকেন।

কলিকাতা,
২১ নং বাবুরাম ঘোষের লেন,
৫ ফাল্গুন সন ১২৯৫ সাল।

প্রকাশক,
শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য।

বৈশেষিকদর্শনম্।

প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমাহ্নিকম্।

অথাতোধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামি ॥১॥

অথ=অনন্তর, অর্থাৎ এক্ষণে। অতঃ=এই। ধর্ম্ম=ফলাকাঙ্ক্ষারহিত কর্ম্ম।

এক্ষণে এই ধর্ম্মকথা দ্বারা যতদূর বলা যাইতে পারে, তাহা বলিতেছি, কারণ কার্য্য কার্য্যে পরিণত না করিয়া কথায় বলিলে হয় না, যেমন মুখে রুটি প্রস্তুত করিতে শিখিলে পেট ভরে না। সমস্ত দর্শনই কাযের দ্বারায় অনুভবে দর্শন হয়, কেবল পাঠে হয় না, তাহা পরে বলিতেছেন।

অনুভব কি ও কেমন করিয়া হয়, যেমন স্পর্শের দ্বারায় অনুভব বাহ্যবস্তুর, বায়ু দ্বারায় ত্বচাতে, তেমনি ব্রহ্মের শক্তি দ্বারা ব্রহ্মে, ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তি উভয়ই অনির্ব্বচনীয়। ভিতরে বায়ু স্থির হইলেই শূন্য, শূন্য ব্রহ্মেতে লীন হয়। ব্রহ্মের অসাধারণ শক্তি দ্বারায় সমুদয় পদার্থের ভূত, ভবিষ্যৎ

ও বর্ত্তমান কালের গতি দ্বারায় হঠাৎ অনুভব সকল হয়, এই প্রকার রূপ, রস, গন্ধ ও শব্দের জানিবে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এ তিনই মিথ্যা, কারণ ভূত যাহা হইয়া গিয়াছে, তবেই কোন কালেতে, তবেই কাল মিথ্যা কারণ, গতিবিশিষ্ট বস্তুমাত্রেই চলায়মান, তবেই চলায়মানের বিপরীত স্থিতি, এই স্থিতিই ব্রহ্ম, এই প্রকার ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান তো সূক্ষ্ম হেতু নাই বলিলেই হয়। যদি বাঁচিতে ইচ্ছা কর, তবে কালস্বরূপ যে গতি তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার স্থান যে স্থিতি-পদ ক্রিয়ার পর অবস্থায় (সমাধি) তাহাতে সর্ব্বদা থাক।

যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ সধর্ম্মঃ ॥২॥

যত=যাহার দ্বারায়, যাহা অর্থাৎ ক্রিয়া করা, যাহা করিলে সংযত চিত্ত হয়, চিত্ত ও মন এক হইলে বুদ্ধি স্থির হয়, বুদ্ধি স্থির হইলেই মন পরাবুদ্ধিতে যায়, তখন সুখেতে ব্রহ্মকে সম্যক্ প্রকারে স্পর্শ করায় অভ্যুদয় হয়, অভি=অধিক, উদয়=উৎপন্ন, সাধারণ বস্তু দ্বারায় যেমন সাধারণ বস্তুর উৎপত্তি হয়, এ তদ্রূপ নহে, ইহাপেক্ষা অধিক অর্থাৎ কোন বস্তুর সংযোগে কোন বস্তুর উৎপত্তির ন্যায় নহে, উহা অলৌকিক অনির্ব্বচনীয়, অর্থাৎ অনুভব, এই অনুভব দ্বারায় নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ নিঃশেষরূপে শ্রেয় (কল্যাণ) সকল কল্যাণেরই অন্ত আছে, নিঃশেষরূপে অনন্ত কল্যাণ কেবল ব্রহ্মে থাকায়, কারণ তখন "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" হওয়াতে সকলেরই সিদ্ধি অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা এই সধর্ম্ম।

তদ্বচনাদাম্নায়স্থ প্রামাণ্যম্ ॥৩॥

তদ্বচনাৎ=তৎ শব্দে ব্রহ্ম হইলে দোষ হয়, কারণ ব্রহ্মেতে কোন কথা নাই, এখানে তৎ শব্দে যাঁহারা ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকেন, তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন।

আম্না=ষড়াম্না, যাহা সমুদয় তন্ত্রের সারভাগ, যাহাতে সমুদয় দেবতার মন্ত্র আছে। মন্ত্র=মনকে ত্রাণ করে যে, অর্থাৎ চঞ্চল মন স্থির হইলেই মনের ত্রাণ হইল, ক্রিয়া ব্যতীত এই স্থিতি অন্য কোন প্রকারে পাইবার উপায় নাই, তন্নিমিত্ত সর্ব্বদা ক্রিয়া করিয়া স্থিতি হইলে সেই স্থিরের গতি দ্বারায় আম্না-লিখিত মন্ত্র সকলের লিখিত নির্দ্দিষ্ট স্থানে গতি পূর্ব্বক স্থিতি হইলে অনুভব পদ হইবে, যাহা অলৌকিক জানা যায়, বলা যায় না, আর কি প্রকারে জানা যায়, তাহাও বলা যায় না; যখন নিজে জানিতে পারিলে তখন প্রত্যক্ষ হইল, প্রমাণ ষড়াম্না—

ষড়াম্নার নাম।

পূর্ব্বাম্না	...	...	ঋকৃবেদ।
দক্ষিণাম্না	...	...	যজুঃ।
পশ্চিমাম্না	...	...	সাম।
উত্তরাম্না	...	...	অথর্ব্ব।
উর্দ্ধাম্না অনুত্তরাম্না	} এই দুই এক শিবলিঙ্গ প্রণব স্বরূপ।		

ষড়াম্নায়শ্রুতির্জ্ঞেয়া শ্রুতিশ্চ বেদউচ্যতে।

বেদ=ওঁকার ধ্বনি।

ধর্ম্মবিশেষপ্রসূতাদ্ দ্রব্যগুণকর্ম্ম সামান্য-
বিশেষ সমবায়ানাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং
তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্ ॥৪॥

ধর্ম্ম অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত কর্ম্ম, অর্থাৎ ক্রিয়া, এই ধর্ম্ম করিতে করিতে প্রকৃষ্ট প্রকারে জন্মে যে ক্রিয়ার পর, অর্থাৎ মূলাধার হইতে বিশুদ্ধাক্ষ পর্য্যন্ত যে নিত্য টান যাহা উপরের লিখিত প্রণবস্বরূপ শিবলিঙ্গ।

দ্রব্য=ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোম, এই ব্যোম ব্রহ্মেতে লীন।

গুণ=হরিদ্রা, সবুজ, রক্ত, জাঙ্গালি, নীল, এই নীল ব্রহ্মেতে অর্থাৎ কূটস্থে লীন।

কর্ম্ম=প্রকৃতি পুরুষেতে লীন, ব্রহ্ম অর্থাৎ ক্রিয়া করিতে করিতে প্রকৃতি পুরুষেতে লীন হইয়া ব্রহ্ম অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা।

প্রত্যেক চক্রে ক্রিয়ার বলের পরিমাণ।

ক্ষিতি	মূলাধার	... ॥০	সাধিষ্ঠান	... ॥০	মণিপূর	... ॥০	অনাহত	...	বিশুদ্ধাক্ষ	... ॥০
অপ	সাধিষ্ঠান	... ৵০	মূলাধার	... ৵০	সাধিষ্ঠান	... ৵০	মণিপূর	... ৵০	অনাহত	... ৵০
তেজ	মণিপূর	... ৵০	মণিপূর	... ৵০	মুলাধার	... ৵০	সাধিষ্ঠান	... ৵০	মণিপূর	... ৵০
মরুত	অনাহত	... ৵০	অনাহত	... ৵০	অনাহত	... ৵০	মূলাধার	... ৵০	সাধিষ্ঠান	... ৵০
ব্যোম	বিশুদ্ধাক্ষ	... ৵০	বিশুদ্ধাক্ষ	... ৵০	বিশুদ্ধাক্ষ	... ৵০	বিশুদ্ধাক্ষ	... ৵০	মুলাধার	... ৵০

এইরূপ করিতে করিতে গলাইতে মূলাধার পর্য্যন্ত আপনাপনি নিত্য টান থাকিবে তিনিই শিবলিঙ্গ যাহা লেখা হইয়াছে এই পরমানন্দ ক্রিয়ার পর অবস্থা। বিশুদ্ধাক্ষ ॥০ বল হইলে উত্তম প্রাণায়াম ও স্থান চালন হয়।

ক্ষিতি।	অপ।	তেজ।	মরুত।	ব্যোম।
কূটস্থ ব্রহ্ম পৃথিবীস্থ সমস্ত দ্রব্য দেখিতেছেন, এই শরীর মৃত্তিকার, তন্নিমিত্ত বাহিরেও দেখিতেছেন। শরীরে মরুত, তন্নিমিত্ত সকল বস্তু চলায়মান, এই জগৎ।	সকল দ্রব্যই দুই যোনি। পুরুষ=মরুত, প্রকৃতি ক্ষিতি, পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ দুই যোনিতেই লিঙ্গ আছে, প্রমাণ আয়ুর্ব্বেদ চরক। জল জীবন, অর্থাৎ স্থিতি পূর্ব্বক জগতের গতি।	তেজের উর্দ্ধ গতি দ্বারায় বর্দ্ধমান সমুদয় দ্রব্য যোনিতে থাকিয়া মরুতের সহায়তাতে বৃদ্ধি হয়, ঐ তেজেতে বর্দ্ধমান যত বস্তু জগতের গতি। এই ক্ষিতি দেখা যাইতেছে।	মরুত না থাকিলে জগতের গতি অণুতেও থাকিত না, ঐ গতি থাকায় জগতের নাশ দেখা যাইতেছে।	ব্যোমাধার না থাকিলে জগতের স্থিতি এই ক্ষিতিতে দেখা যাইত না। ব্যোমেতে গতির জন্য মূর্ত্তিরও গতি দেখা যায়, কিন্তু পরব্যোমের অর্থাৎ ব্রহ্মের তাহা বোধ হয় না, কারণ তখন কোন দ্রব্য নাই ও নিজে থাকিয়াও

সামান্য।

পৃথিবীতে আট অংশ ক্ষিতি; আর অপ, তেজ, মরুত ও ব্যোম, দুই অংশ করিয়া।

অপেতে=অপের আট অংশ; আর ক্ষিতি, তেজ, মরুত, ব্যোম, প্রত্যেক দুই অংশ করিয়া।

তেজেতে=তেজের আট অশং; আর ক্ষিতি, অপ, মরুত, ব্যোম, প্রত্যেক দুই অংশ করিয়া।

মরুত=মরুতের আট অংশ; আর ক্ষিতি, অপ, তেজ ও ব্যোমের দুই অংশ করিয়া।

ব্যোম=ব্যোম আট অংশ আর ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, দুই অংশ করিয়া এই সামান্য।

পঞ্চ মহাভূতে ব্রহ্মের অণু সমানভাবে আছে, আর স্থূলেতে গুণবিশিষ্ট অর্থাৎ ভাগবিশিষ্ট, যেমন হরিদ্রা ১ গুণ ও নীল ৩ গুণ মিশ্রিত হইয়া সবুজ, তবে কর্ম্মানুসারে ইতর বিশেষ, ক্রিয়ার পর অবস্থার পর যখন, তখন নেশা ও কর্ম্ম উভয়ই এক সঙ্গে হইতেছে।

বিশেষ=বিগত শেষ, অনন্ত অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা।

সমবায়=ক্রিয়ার পর অবস্থা কারণ তখন সকলি সমান।

সাধর্ম্ম্য=ক্রিয়া।

বৈধর্ম্ম্য=ক্রিয়ার বিপরীত, অর্থাৎ না করা।

উপরের লিখিত সকল প্রকার তত্ত্বের জ্ঞান হইলেই (ব্রহ্ম অর্থাৎ তত্ত্বাতীত নিরঞ্জন অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা), যাহাতে

থাকিলে আপনি থাকে না অর্থাৎ সেখানে সাধর্ম্ম ও বৈধর্ম্ম্য কিছুই নাই অর্থাৎ অমর পদ) ব্রহ্মে লীন হইল।

পৃথিব্যাপস্তেজোবায়ুরাকাশং কালো দিগা-
ত্মামনইতি দ্রব্যানি ॥৫॥

পৃথিবী	অপ	তেজ	বায়ু	আকাশ
ব্রহ্ম	সাধিষ্ঠান	মণিপুর	অনাহত	বিশুদ্ধাক্ষ
মূলাধার	গুণবিশিষ্ট	অগ্নি	সামান্যরূপে কণ্ঠে থাকিলে।	
সমুদয়দ্রব্য।	হইয়া স্থিতি।	বাক্য	সকলেরই।	
		যাহাদ্বারা হৃদয়স্থ আছে।		
		সমুদয় কর্ম্ম।		

বিশেষরূপে বোধ হয় ব্রহ্মেতে, ইনিই কাল, কাল অর্থাৎ সময় যাহা চলিতেছে, এই কাল স্থির হইলে ধরা যায়; এই কালকে স্থির করিয়া কণ্ঠেতে ধরিয়া রাখিতে পারিলেই অজর ও অমর হওয়া যায়। দিক শব্দে লক্ষ্য, কারণ যাহা কিছু মনে কর তাহাকেই লক্ষ্য কর। সূত্র লিখিত দিক্ বাহিরের নহে কারণ বাহিরের দিকের নির্ণয় নাই, যেমন একজন পশ্চিম আর একজন দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া বসিয়া থাকায় উভয়ের এক দিকে মুখ করিয়া বসা হইল না, আর ভিতরে সকলেরই এক দিক অর্থাৎ সমানরূপ লক্ষ্য, সেই ধর্ম্ম, অর্থাৎ আত্মার ক্রিয়া। যাঁহারা ক্রিয়া করেন তাঁহারাই আত্মা কি তাহা জানেন, এই আত্মা ক্রিয়ার পর অবস্থা উহাই মন, অর্থাৎ স্থির মন, যখন নিত্য স্থির হইল তখন আর কর্ম্ম নাই।

রূপরসগন্ধস্পর্শাঃ সঙ্খ্যাঃ পরিমাণানি পৃথকং
সংযোগ বিভাগৌ পরত্বা পরত্বে বুদ্ধয়ঃ
সুখদুঃখে ইচ্ছাদ্বেষৌ প্রযত্নশ্চগুণাঃ ॥৬॥

ক্রিয়া করিতে করিতে স্বরূপ দর্শন হইল, পরে অমর পদ। অমৃতরূপ রসাস্বাদন বায়ু দ্বারা গলাতে হইল, পরে ব্রহ্মের অণু দ্বারা গন্ধের অণু সকল দূর হইতে গ্রহণ করিতে লাগিল, অর্থাৎ অতি দূরের গন্ধ অনুভব করিতে লাগিল, পরে আত্মা পরমাত্মাতে যাইয়া ব্রহ্ম স্পর্শ করিতে লাগিল। যাহার যত বার নেশা ছাড়িয়া হয়, তত সঙ্খ্যা, আর ঐ নেশা যে সময় পর্য্যন্ত থাকে ও যত গাঢ় হয়, তাহারি নাম পরিমাণ। অধিক পরিমাণে নেশা হওয়াতে ক্রিয়ার পর অবস্থা তখন বোধ হয়, সকল হইতে আমি পৃথক্, এই পৃথকত্ব অধিক পরিমাণে হইতে হইতে ব্রহ্মেতে সম্যক্ প্রকারে যোগ, যাহার যোগ তাহারি বিয়োগ আছে, যতক্ষণ নেশার আধিক্যতা ততক্ষণ যোগ, আর নেশার ঝোঁক কম হইলেই বিয়োগ, তাহার পর ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থা, অর্থাৎ নেশা ছাড়িতে আরম্ভ হইল, এই পরত্ব, তাহার পর নেশা ছাড়িতেছে ও এ দিকের জ্ঞান অল্প অল্প হইতে লাগিল, তখন নেশা ও এ দিকের জ্ঞান, এই দুই এক সঙ্গে ও সময়ে হওয়াতে অপরত্ব, যতই এ দিকের জ্ঞান হইতে লাগিল ততই নেশা ছাড়িতে লাগিল। কোন সাংসারিক কার্য্য মনে হইল অথচ উঠিতে ইচ্ছা হইতেছে না, ক্রমে নেশা ছাড়িতে লাগিল ও সাংসারিক জ্ঞান বুদ্ধি বৃদ্ধি

হইতে লাগিল তখন মনে হয় যে আর বসিয়া থাকা হইবে না কাযটা করা আবশ্যক এই বুদ্ধি। সাংসারিক কার্য্য করিতে করিতে, নেশা ও ক্রিয়ার পর অবস্থা মনে হওয়ায় যে আনন্দ, সেই সুখ। ঐ সুখের অবস্থা এখন তো নাই মনে হওয়ায় দুঃখ। এই দুঃখের পর মনে হয় যে কি করিতেছি যাহাতে ঐ অবস্থা হয় তাহার চেষ্টা করি এই ইচ্ছা। ক্রিয়ার পর অবস্থা, সুখের অবস্থা, ঐ অবস্থায় থাকিবার ইচ্ছা হওয়ায় সাংসারিক কার্য্যের উপর যে বিরক্তি সেই দ্বেষ। তাহার পর প্রাণপণে ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করিল এই প্রযত্ন।

উৎক্ষেপণমবক্ষেপণমাকুঞ্চনং প্রসারণং গমন-
মিতি কর্ম্মানি ॥৭॥

উৎক্ষেপণ=উর্দ্ধে ফেলিয়া দেওয়া (ক্রিয়া)।

অবক্ষেপণ=আট্‌কাইয়া থাকিয়া নিক্ষেপ (ওঁকার ক্রিয়া)।

আকুঞ্চন=মূলাধার আকুঞ্চন পূর্ব্বক যে উত্তম ক্রিয়া, এই ক্রিয়া করিতে করিতে স্থান চালন হয়।

প্রসারণ=প্রকৃষ্টরূপে সরণ অর্থাৎ জলের ন্যায় সরিয়া যাওয়া।

গমন=দক্ষিণ পা উঠাইয়া আগে ফেলা তাহার পর বাম পা উঠাইয়া আগে ফেলা এই প্রকার বারম্বার করিলে যে কার্য্য হয় তাহাকে গমন কহে।

এই সকল ক্রিয়াবানেরা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন ইহাপেক্ষা প্রকাশ আর কি প্রকারে সম্ভবে।

সদনিত্যং দ্রব্যবৎ কার্য্যং কারণং সামান্য-
বিশেষবদিতি দ্রব্যগুণ কর্ম্মনামবিশেষঃ ॥৮॥

সৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম, অনিত্যং দ্রব্যবৎ কার্য্যং কারণং দেখার নাম সামান্য অর্থাৎ সমস্ত বস্তুতে যে ব্রহ্ম আছেন তাহা সূক্ষ্মবুদ্ধির দ্বারায় না দেখিয়া উপর উপর দেখার নাম সামান্য। কার্য্য=যাহা করা যায়। কারণ=যাহার নিমিত্ত করা যায়। গুণ=নানা প্রকারের ক্রিয়া। কর্ম্ম=ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত ক্রিয়া যে সমস্ত উপরের সূত্রে লেখা আছে ঐ সকল গুণ কর্ম্ম দ্বারায় প্রকৃত দ্রব্য দেখার নাম বিশেষ অর্থাৎ সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে ব্রহ্ম দর্শন করিয়া সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ অনুভব করার নাম বিশেষবৎ। সমস্তই ক্রিয়াবানদিগের নিমিত্ত ইঙ্গিতে বলা হইল, গুরুবাক্যের দ্বারায় না জানিলে ও না দেখিলে কোন প্রকারে ইহার মধ্যে কাহারো প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই।

দ্রব্যগুণয়োঃ স্বজাতীয়ারম্ভকত্বং সাধর্ম্ম্যম্ ॥৯॥

দ্রব্য=মূলাধার ব্রহ্ম।

গুণ=উপরের লিখিত ক্রিয়াসমূহ।

স্বজাতি=স্ব শব্দে নিজ। আমি কে=ব্রহ্ম। সমষ্টিভাবে জাতিতে এক হইয়া মিশিয়া যাওয়া অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ, এই এক হইয়া মিশিয়া যাইবার আরম্ভক যে ক্রিয়া তাহাই সাধর্ম্ম্য।

দ্রব্যাণি দ্রব্যান্তরমারভ্যন্তে গুণাশ্চগুণা-
ন্তরম্ ॥১০॥

দ্রব্যাণি অর্থাৎ সমস্ত বস্তুতেই ব্রহ্ম এই লক্ষ্য থাকে না যখন আমি নাই অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা, আর ক্রিয়ার পর অবস্থায় গুণ সকলের গুণান্তর অর্থাৎ ক্রিয়া সকলের যে ফল তাহাও অনুভব হয় না, আমিত্ব না থাকায় এই বৈধর্ম্ম্য।

কর্ম্মকর্ম্মসাধ্য ন বিদ্যতে ॥১১॥

ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার সাধ্য যে ব্রহ্ম তাহা বিদ্যমান থাকে না।

ন দ্রব্যং কার্য্যং কারণং চ বধতি ॥১২॥

দ্রব্য=ব্রহ্ম।

কার্য্য=ফলাকাঙ্ক্ষারহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম দ্বারা যাহা হয়।

কারণ=ব্রহ্মেতে লীন হওয়ার নিমিত্ত। ব্রহ্মে লীন হইবার নিমিত্ত ব্রহ্ম কার্য্য করায় ব্রহ্মের কোন বাধা নাই, কারণ ক্রিয়া সর্ব্বদাই হইতেছে।

উভয়থা গুণাঃ ॥১৩॥

উভয় অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ অর্থাৎ ক্রিয়া ও ক্রিয়ার পর অবস্থা, এই উভয়েতেই গুণ সকল আছে।

কার্য্যবিরোধী কর্ম্ম ॥১৪॥

কর্ম্ম যাহা সপ্তম সূত্রে লেখা আছে। কার্য্য=কর্ম্ম দ্বারা যাহা হয় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা।

বি=বিশেষ প্রকারে রোধ অর্থাৎ আট্‌কাইয়া থাকে, ফলা-কাঙ্ক্ষা রহিত কর্ম্ম ক্রিয়ার পর অবস্থাকে বিশেষরূপে আট্‌কা-ইয়া রাকে।

ক্রিয়াগুণবৎ সমবায়িকারণমিতি দ্রব্য-
লক্ষণম্ ॥১৫॥

গুণ=যাহা ষষ্ঠ সূত্রে লেখা আছে।

গুণবৎ=ক্রিয়াসমুহ।

সমবায়=ক্রিয়ার পর অবস্থা ব্রহ্ম।

গুণবৎ ক্রিয়াসমুহ করায় যে সমবায়ী কারণ হয় তাহাই দ্রব্যের লক্ষণ অর্থাৎ ক্রিয়াসমুহের দ্বারায় যে ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্মে লীন হওয়া এই দ্রব্যের লক্ষণ।

দ্রব্যাশ্রয্যগুণবান্ সংযোগ বিভাগেষ্বকারণ
মনপেক্ষ ইতি গুণলক্ষণম্ ॥১৬॥

দ্রব্য=ব্রহ্ম। ব্রহ্মের আশ্রয় অর্থাৎ যাহা হইতে যে হইয়াছে। অগুণ ক্রিয়া রহিত হইয়া স্বভাবত, আট্‌কাইয়া থাকা। সংযোগ=ক্রিয়ার পর অবস্থা অর্থাৎ গাঢ়রূপে আট্‌কা-ইয়া থাকা। বিভাগ=ঐ উভয়ের পর যে নেশা। অকারণ=অলক্ষ্য। অনপেক্ষ=উপেক্ষা নাই। গুণ=ক্রিয়াসমুহ যাহা ষষ্ঠ সূত্রে লেখা আছে। ব্রহ্মের আশ্রয়ি সে অগুণবান্, সংযোগ ও বিভাগেতে অলক্ষ্য অর্থাৎ উপরোক্ত তিন অবস্থায় নিজে না থাকায়, কারণ মন তখন ব্রহ্মেতে লয় হয়, যখন মন নাই

তখন লক্ষ্য ও উপেক্ষা করে কে ? এই গুণের লক্ষণ, অর্থাৎ আরুরুক্ষযোগে ক্রিয়ার এই ফল।

এক দ্রব্যমগুণং সংযোগেবিভাগেষ্বনপেক্ষ-কারণমিতি কর্ম্মলক্ষণম্ ॥১৭॥

এক ব্রহ্মই ক্রিয়াবাহিত ; আর সংযোগ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা এবং বিভাগ অর্থাৎ নেশা এ সকল অনপেক্ষ অর্থাৎ যখন হয় তখন আপনাপনি হয়, ইহার কারণ ব্রহ্ম এই কর্ম্ম ক্রিয়া করিতে করিতে নিষ্ক্রিয় অবস্থা অর্থাৎ রাজযোগাবস্থা প্রাপ্ত হয়, ঐ অবস্থার নাম অগুণাবস্থা, এই অবস্থা ব্যতীত সকলি ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নাযুক্ত। ক্রিয়া করিতে করিতে ক্রিয়ার পর অবস্থা ও নেশা হয়, উহারা কাহারো অপেক্ষা করে না যখন হয় আপনাপনি হয়, ঐ সকল অবস্থায় ইচ্ছা করিয়া যাইবার উপায় নাই, আর ক্রিয়া করিলেই যে ঐ সকল অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা নহে। এই সকল অবস্থা ব্রহ্মেতে যাইবার কারণ, এই কর্ম্মের লক্ষণ হইতেছে। যোগারূঢ় ও গুণের সহিত এই প্রভেদ।

দ্রব্যগুণ কর্ম্মনাম্ দ্রব্যং কারণং সামান্যম্ ॥১৮॥

দ্রব্য = ব্রহ্ম। গুণ = ক্রিয়াসমূহ।

কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষারহিত কর্ম্ম। এই সমস্ততেই একমাত্র ব্রহ্মই সমান কারণ হইতেছেন।

তথাগুণঃ ॥১৯॥

আর গুণেতেও ব্রহ্ম সামান্য কারণ, উপরে গুণ আছে, পুনর্ব্বার লিখিবার তাৎপর্য্য যে গুণই ব্রহ্ম হইতেছেন। দ্রব্য=দ শব্দে যোনি, র শব্দে বহ্নিবীজ কূটস্থ, ব শব্দে কণ্ঠ, য শব্দে যোনি, এই কয় স্থানে থাকার নামই ব্রহ্ম এই নামই নাম আর সকল নাম বাতাসে উড়িয়া যায়। যদি বল মনে মনে নাম করিলে কি প্রকারে উড়িয়া যাইবে? উত্তর, যখন মনে মনে স্থির হইয়া রাম রাম বলিতেছ, তখন লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবে যে ঐ রাম রাম উড়িয়া যাইয়া নিত্য রামের উপর লক্ষ্য করাইতেছে অর্থাৎ ঐ বায়ু ব্রহ্মেতে যাইয়া মিলিতেছে, তখন মনে মনে রাম রাম করাও বৃথা। দ্রব্য ত্রিগুণাত্মক (সত্ত্ব রজো তমঃ), এই তিন গুণেতেই দ্রব্য লক্ষ, হইতেছে, ব্রহ্মই দেখিবার কারণ, যদি বল ব্রহ্ম ব্যতীত কিছুই নাই, তবে ব্রহ্মও ত্রিগুণাত্মক, তাহা হইলে মৃত্তিকাতে ব্রহ্ম নাই কারণ মৃত্তিকাতে তিন গুণ নাই? উত্তর, ত্রিগুণাত্মক জীব না থাকিলে দেখে কে এই নিমিত্ত জীব ও শিব একই, আর মৃত্তিকাতেও তিন গুণ সূক্ষ্মরূপে আছে, সকলে ষণ্ডের মত ফোঁস ফোঁস করিতেছে দৃক্ষ্ম স্থষ্টি নাই এই নিমিত্ত দেখিতে পাইতেছে না, কারণ সূক্ষ্ম বস্তু স্থূল বস্তুর মধ্যে অনায়াসেই প্রবেশ করিতে পারে, সূক্ষ্মের মধ্যে স্থূল যাইতে পারে না, সূক্ষ্ম বুদ্ধি হইলে ব্রহ্ম যে সমস্ত বস্তুতে সমানভাবে আছেন তাহা দেখিতে পায় অর্থাৎ যখন সুষুম্নার মধ্যে সূক্ষ্মরূপে

গতি হয়। এই বিশ্বসংসারকে সেই সুষুম্না জগদ্ধাত্রীরূপে ধারণ করিয়া আছেন সে যে করে তাহারি সেই ত্রিগুণা স্বরূপিণী দ্রব্যরূপে ব্রহ্ম সর্ব্বত্রেতে বিরাজ করিতেছেন, অতএব ব্রহ্মই কারণ।

সংযোগবিভাগবেগানাং কর্ম্মসমানম্ ॥২০॥

সংযোগ=সম্যক্ প্রকারে যোগ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা।
বিভাগ=অর্থাৎ নেশা।

ক্রিয়ার পর অবস্থা আর নেশার বেগ সম্বন্ধে কর্ম্ম সমান অর্থাৎ অধিক বলের সহিত ক্রিয়ার পর অবস্থায় যাইয়া আবার বলের সহিত ফিরিয়া আসা আর এই প্রকার নেশাতেও, কিন্তু ব্রহ্মেতে যাওয়া ও আসা দুয়েতেই সমান, তবে আস্তে ও বেগে।

ন দ্রব্যাণাং কর্ম্মব্যতিরেকাৎ ॥২১॥ ২২॥

ব্রহ্মের কর্ম্ম ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই অর্থাৎ যেখানে ব্রহ্ম সেইখানেই কর্ম্ম। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী জীবও সর্ব্বব্যাপী জীবই শিব সূক্ষ্মহেতু দেখিতে পাওয়া যায় না, ব্রহ্মের ন্যায় সূক্ষ্ম হইলে অণু স্বরূপে সর্ব্বত্রেই জীব দর্শন হইতে পারে, আর এই জীবে যে ফলাকাঙ্ক্ষারহিত কর্ম্ম আছে তিনিই ব্রহ্ম। সূত্রে দ্রব্যাণাং বলিবার তাৎপর্য্য যে একটী মৃত্তিকার অণুতে এক লক্ষ ব্রহ্মের অণুতে গঠিত ঐ ব্রহ্মের প্রত্যেক

অণুতেই সমস্ত জগৎ, এই জগতে কত জীবসমূহ আছে যে যাহার বিষয় মনে ধারণা করা যায় না, সূত্রে ব্রহ্মের অণুকে লক্ষ্য করায় বহুবচনান্ত পদ। উপরোক্ত কর্ম্মটী প্রাণায়াম যাহা গুরুগম্য পুস্তক পাঠে পাওয়া যায় না। প্রাণায়ামঃ পরব্রহ্ম ইত্যাদি। আর গীতাতে কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ইত্যাদি।

দ্রব্যাণাং দ্রব্যং কার্য্যং সামান্যম্ ॥২৩॥

ব্রহ্মের ব্রহ্ম কার্য্য অর্থাৎ স্থিতি তাহা সামান্য। ব্রহ্মের একটী অণুর মধ্যে তিন লোক, আর ঐ তিন লোকের মধ্যে ব্রহ্মের অণু, আবার ঐ অণুর মধ্যে ত্রিলোক এই নিমিত্ত ব্রহ্ম অনন্ত। যোগীরা যখন উক্ত প্রকার অণু প্রবেশ করেন তখন তাঁহারা মৌনাবলম্বন করেন, কারণ তখন কথা কহিতে ইচ্ছা হয় না, ব্রহ্মের এই সর্ব্বত্র স্থিতি তাহা সামান্য অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্ব্বত্রেই সমান ভাবে আছেন এই স্থিতি হইতে জগতের গতি হইতেছে এই অগতির গতি যে ব্রহ্ম তিনি অব্যক্ত।

গুণবৈধর্ম্ম্যান্ন কর্ম্মণাং কর্ম্মঃ ॥ ২৪ ॥

গুণ=ক্রিয়াসমূহ। ধর্ম্ম=আট্‌কাইয়া থাকা। এই আট্‌-কাইয়া থাকাবস্থায় বৈধর্ম্ম্য হেতু (অর্থাৎ অন্যদিকে মন যাইয়া যে কর্ম্ম সকল হয় তাহা কর্ম্ম নহে, আর ঐ সকল কর্ম্ম করিলেও না করার মধ্যে গণ্য কারণ নেশা ছাড়িলে যে কর্ম্ম সে ফলা-কাঙ্ক্ষার সহিত) কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষারহিত কর্ম্মই কর্ম্ম আর সমস্ত অকর্ম্ম।

দ্বিত্ব প্রভৃতয়ঃ সংখ্যাঃ পৃথক্তসংযোগ
বিভাগশ্চ ॥ ২৫ ॥

দুই প্রভৃতি সংখ্যাও পৃথক্ত, সংযোগ বিভাগ হইতে হই-তেছে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় কিছুই নাই, ঐ গাঢ় নেশা যখন ছাড়িয়া আইসে তখন আমি আছি জ্ঞান হয়, এই দ্বিত্ব প্রভৃতি হইতে অর্থাৎ তাহার পর ক্রমে নানারূপ মনের ভাব ও সংখ্যা হয় অর্থাৎ বড় আনন্দ ছিলাম, ব্রহ্মেতে সংযোগ ও বিভাগ হেতু এই সকল পৃথক্ ভাবের উদয় হইতেছে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় যাওয়া ও ফিরিয়া আইসায় নিমিত্ত হইতেছে।

অসমবায়াৎ সামান্য কার্য্যং কর্ম্ম ন
বিদ্যতে ॥ ২৬ ॥

সামান্য অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্ব্বত্রে সমান ভাবে, অসমবায়াৎ— ক্রিয়ার পর অবস্থার অন্য অবস্থা।

ক্রিয়ার পর অবস্থা ভিন্ন (ব্রহ্ম যে সর্ব্বত্রে সমানভাবে আছেন) ইহা কোন প্রকারে বোধ করিতে পারা যায় না এই কার্য্য। অন্য দিকে মন যাওয়ায় ক্রিয়ার পর অবস্থা ও ক্রিয়া কিছুই থাকে না।

সংযোগানাম্ দ্রব্যং ॥ ২৭ ॥

সম্যক্ প্রকারে আট্কাইয়া থাকাই ব্রহ্ম।

রূপাণাম্ রূপম্॥ ২৮॥

রূপ সকলের রূপ ব্রহ্ম, অর্থাৎ ক্রিয়াতে যত রূপ দেখা যায় সকলই ব্রহ্ম। কারণ ঐ সকল রূপ দেখে কে? ব্রহ্ম। আর ঐ সকল রূপ স্থায়ী হয় কোথায়? ব্রহ্মে, কারণ সকলেরই আধার ব্রহ্ম, এই নিমিত্ত সকল রূপের রূপ ব্রহ্ম, যেমন স্থূলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্থূল কার্য্য নিষ্পন্ন হয় সেই প্রকার সূক্ষ্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সূক্ষ্ম কার্য্য সকল নিষ্পন্ন হয়। যেমন বসিয়া থাকিতে থাকিতে মন কলিকাতা ইত্যাদি নানা স্থানে গমন করে সেই প্রকার মন ব্রহ্মের অণুতে থাকিতে থাকিতে সেই অণুর মধ্যে সমস্ত সূক্ষ্ম স্থানে গমন করে। যদি বল কলিকাতা যে দেখে নাই তাহার মন কি প্রকারে যাইবে? যে উপদেশ পায় নাই ও ব্রহ্মের সূক্ষ্ম অণু দেখে নাই সে কি প্রকারে সূক্ষ্মে প্রবেশ করিবে।

গুরুত্বপ্রযত্ন সংযোগানামুৎক্ষেপণম্॥ ২৯॥

গুরুত্ব=ভারত্ব, যাহা গুহ্যদ্বার হইতে লম্বমান রহিয়াছে ইহাকে প্রকৃষ্ট প্রকারে যত্নের সহিত সম্যক্ প্রকারে ব্রহ্মেতে যোগের নাম উৎক্ষেপণ অর্থাৎ বলপূর্ব্বক ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় উপরে থাকার নাম।

সংযোগবিভাগাশ্চ কর্ম্মণাম্॥ ৩০ ॥

কর্ম্ম সকল করায় একবার ক্রিয়ার পর অবস্থায় আবার নেশাতে থাকে।

কারণসামান্যে দ্রব্যকর্ম্মণাম্ কর্ম্মাকারণ-
মুক্তম্ ॥ ৩১ ॥

অকারণম্ কর্ম্ম=ইচ্ছা রহিত হইয়া ক্রিয়া করা।

দ্রব্যকর্ম্মণাম্=কর্ম্ম সকলের ব্রহ্ম অর্থাৎ ক্রিয়া সকলের দ্বারায় ক্রিয়ার পর অবস্থা। ইচ্ছা রহিত হইয়া ক্রিয়া করায় ক্রিয়ার দ্রব্য অর্থাৎ ব্রহ্ম যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তিনিই কারণ অর্থাৎ ব্রহ্ম (সামান্যে) সর্ব্বত্র ইহা উক্ত।

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত।

বৈশেষিকদর্শনম্।

প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়আহ্নিকম্।

কারণাভাবাৎ কার্য্যাভাবঃ ॥১॥

কারণ=ব্রহ্ম। কার্য্য=ক্রিয়ার পর অবস্থা অর্থাৎ ব্রহ্মে লয় হওয়া ব্রহ্মের অভাবে অর্থাৎ ব্রহ্ম যদি না থাকিতেন তবে ব্রহ্মে লয় হওয়া যে কর্ম্ম তাহারো অভাব হইত।

ন তু কার্য্যাভাবাৎ কারণাভাবঃ ॥২॥

ক্রিয়ার পর অবস্থা যে কার্য্য তাহার অভাবে কারণ যে ব্রহ্ম তাঁহার অভাব হয় না অর্থাৎ ক্রিয়া না করার ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হইলে না বলিয়া যে ব্রহ্ম নাই তাহা নহে। ব্রহ্ম সর্ব্বত্রে সমান ভাবে রহিয়াছেন, তুমি ক্রিয়া করিলে না তোমার ব্রহ্ম প্রাপ্ত অর্থাৎ ব্রহ্মে লয় হওয়া হইল না।

সামান্যং বিশেষইতি বুদ্ধ্যপেক্ষম্ ॥৩॥

সামান্য আর বিশেষে বুদ্ধির অপেক্ষা করে, অর্থাৎ মন স্থির হইলেই বুদ্ধি এই বুদ্ধি ক্রিয়ার পর অবস্থা ব্যতীত হয় না।

সামান্য ও বিশেষ এ উভয় অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইলে ক্রিয়ার পর অবস্থায় যাওয়া চাহি, ক্রিয়ার পর অবস্থা না পাইলে বুদ্ধি স্থির হয় না আর বুদ্ধি স্থির না হইলে ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থা ও সমাধি হয় না অর্থাৎ সামান্য ও বিশেষ। বৈশয়িক বুদ্ধিও বুদ্ধি তবে চঞ্চল।

ভাবোঽণুবৃত্তেরেব হেতুত্বাৎ সামান্যমেব ॥৪॥

ভাব=ক্রিয়ার পর অবস্থা, ভাবের অনুবৃত্তি হেতু সামান্য। ক্রিয়ার পর অবস্থার অনুবৃত্তি=নেশায় থাকা অর্থাৎ গাঢ় নেশা ছাড়িতেছে ও এদিকের কর্ম্মসকলও হইতেছে, এই অবস্থায় মনের সামান্যাবস্থা কারণ মন তখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় ও বিষয় কার্য্যে সমানভাবে রহিয়াছে এই সামান্য।

দ্রব্যত্বং গুণত্বং কর্ম্মত্বং চ সামান্যানি
বিশেষাশ্চ ॥৫॥

দ্রব্যত্বং=বস্তুমাত্রেতেই ব্রহ্ম দেখা অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হওয়া দ্রব্যত্ব ইহা অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্ম।

গুণ=ক্রিয়াসমূহ (উপরোক্ত)।

কর্ম্ম=ক্রিয়ার পর অবস্থা তখন সূক্ষ্মরূপে আসা ও যাওয়া রূপ কর্ম্ম হইতেছে (উপরোক্ত)

এই তিনেতেই ব্রহ্ম সামান্য অর্থাৎ সমভাব, আর ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন আমি নাই তখন বিশেষ অর্থাৎ বিগত শেষ কারণ আমি নাই শেষ দেখে কে?

অন্যত্রান্ত্যেভ্যো বিশেষেভ্যঃ ॥৬॥

উপরের সূত্রের অন্যত্র কিছুই নাই যদি থাকে সেও বিশেষের মধ্যে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায়। সর্ব্বদা ক্রিয়ার পর অবস্থায় আট্‌কাইয়া থাকাই উদ্দেশ্য।

সদিতি যতো দ্রব্যগুণকর্ম্ম সা সত্ত্বা ॥৭॥

দ্রব্য=ব্রহ্ম, ওঁকার এই শরীর। গুণ=ক্রিয়া সমূহের দ্বারায় ক্রিয়ার পর অবস্থায় যাওয়া ও আসা কর্ম্ম। এই সকলেতে যিনি আছেন তিনি সৎ (ব্রহ্ম) এই ব্রহ্মস্বরূপা যে প্রকৃতি তিনি সত্ত্বা অর্থাৎ গন্ধ, স্পর্শ, রূপ, রস, যিনি অনুভব করিতেছেন এই সত্ত্বা ক্রিয়ার পর অবস্থায় হয় অর্থাৎ তখন কিছু করিবার ক্ষমতা জন্মে, ঐ অবস্থা ভিন্ন সমস্তই নিঃসত্ত্ব কারণ আপন ইচ্ছায় কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই যাহা হইবার তাহাই হয়।

দ্রব্যগুণকর্ম্মেভ্যো অর্থান্তরং সত্ত্বা ॥৮॥

দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম ইহাদিগের রূপের অন্তর অর্থাৎ অন্যরূপ যে ক্রিয়ার পর অবস্থার পর যে সমাধি সেই সত্ত্বা, সত্ত্বা=মর্জ্জা, যাহাকে মাজ বলে যাহা অতি কোমল, সমস্ত বস্তুর মধ্যস্থলে থাকে ও ইহার অণু সকলও সূক্ষ্ম (ব্রহ্ম)। সত্ত্বা অর্থাৎ মর্জ্জা যাহা দ্বারায় বৃক্ষের রস টানে ও বৃদ্ধি করায়, সে বৃক্ষের মাজ ও সেই সত্ত্বা। একটী ফুয়ারা হইতে জল উঠিতেছে, যাহার

বেগে উঠিতেছে সেই ফুয়ারার সত্ত্বা। শরীরের সত্ত্বায় বল নাই কারণ ইহা সর্ব্বদা চলিতেছে। যেমন ফুয়ারা বন্ধ রাখিলে তাহার বেগ আট্‌কান থাকিল আবার খুলিয়া দিলে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বেগে বাহির হয় ভিতরে জলের বেগ অধিক হওয়াতে, সেই প্রকার তোমার যে সত্ত্বা সে নিয়ত চলিতেছে সেই নিমিত্ত বল কম, আর ফুয়ারার মত ক্রিয়ার দ্বারায় স্থির করিয়া যদি সহজে আট্‌কাইয়া রাখিতে পারিলে তবে তোমার সত্ত্বার বল অধিক হইল তখন তুমি ঐ আট্‌কান বেগকে সর্ব্বত্রে লইয়া যাইতে পার কারণ ঐ সত্ত্বা সর্ব্বত্রে রহিয়াছে, স্থির করিতে না পারায় তোমার পক্ষে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে।

গুণকর্ম্মসু চ ভাবান্ন কর্ম্ম ন গুণঃ ॥৯॥

ক্রিয়াসমূহ ও ক্রিয়ার পর অবস্থাতে ভাবহেতু অর্থাৎ আট্‌কাইয়া থাকায় তখন কর্ম্ম ও গুণ কিছুই নাই অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থা ও ক্রিয়ার পর অবস্থার মধ্যাবস্থা।

সামান্যবিশেষাভাবেন চ ॥১০॥

সামান্য ও বিশেষের অভাব দ্বারায় উপরোক্ত অবস্থা হয়। সামান্য=ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থা। বিশেষ=ক্রিয়ার পর অবস্থা। এ দুয়ের অভাব নিমিত্ত উপরোক্তাবস্থা হয়, ঐ অবস্থায় যোগীরা সর্ব্বদা থাকেন। যেমন এক বাটী জল রহিয়াছে তাহার উপর যত জল ঢালা যাউক না কেন সমস্তই বহিয়া যায় বাটীটী জলপূর্ণ থাকা হেতু, সেই প্রকার উপরোক্তা-

বস্থায় থাকায়, যোগীরা সমস্ত করিয়াও কিছু করেন না জলপূর্ণ বাটীর ন্যায় পূর্ণ থাকায় যাহা কিছু করিতেছেন জলপূর্ণ বাটীতে জল ঢালার ন্যায় উপর উপর চলিয়া যাইতেছে।

অনেক দ্রব্যসত্বেন দ্রব্যত্বমুক্তম্ ॥১১॥

অনেক=ন এক। অনেক দ্রব্য সত্ত্ব নিমিত্ত দ্রব্যত্ব কথিত আছে অর্থাৎ এক না হওয়ায় সমস্ত দ্রব্যে সত্ত্ব আছে দেখ। এই দ্রব্যত্ব অর্থাৎ সমস্ত বস্তুতে ব্রহ্ম দেখিতেছে এক না হওয়ার নিমিত্ত, এক হইলেই মিশিয়া যায় যেমন সমুদ্রে এক কলসি নদীর জল ঢালিয়া দিলেই এক হইয়া গেল কিন্তু যে ঢালিল সে পৃথক্ রহিল আর ব্রহ্মে লীন হইলে মিশিয়া যাওয়া দেখার কর্ত্তা থাকে না।

সামান্যবিশেষাভাবেন চ ॥১২॥

সামান্য ও বিশেষের অভাব দ্বারায় সত্ত্বা হয়, ঐ অবস্থায় যাহা মনে হয় তাহা করিবার ক্ষমতা হয়, এ ইচ্ছা অনিচ্ছার ইচ্ছা (অনির্ব্বচনীয়)।

তথাগুণেষুভাবাৎ গুণত্বমুক্তম্ ।।১৩।।

গুণেতে ভাব হইলেই গুণত্ব, অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া আট-কাইয়া থাকিলেই গুণত্ব (সত্ত্বা)।

সামান্যবিশেষাভাবেন চ ।।১৪।।

সামান্য ও বিশেষের অভাব দ্বারায় সত্ত্বা হয়।

কর্ম্মষু ভাবাৎ কর্ম্মত্বমুক্তম্ ॥ ১৫॥

কর্ম্ম সমূহেতে ভাব নিমিত্ত কর্ম্মত্ব অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে আট্কান তাহাতে লাগিয়া থাকায় কর্ম্মত্ব।

সামান্যবিশেষাভাবেন চ ॥ ১৬॥

সামান্য ও বিশেষের অভাব দ্বারায় সত্তা হয়।

সদিতি লিঙ্গবিশেষাৎ বিশেষলিঙ্গাভা-
বাচ্চৈকোভাবঃ ॥১৭॥

সৎ=ব্রহ্ম। ইতি=এই। লিঙ্গ=চিহ্ন।

ক্রিয়ার পর অবস্থার চিহ্ন না থাকায় বিগত শেষ হইয়াছে, এমন যে লিঙ্গ তাহার অভাবে একোভাব (ব্রহ্ম)।

প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় আহ্নিক সমাপ্ত।

বৈশেষিকদর্শনম্।

দ্বিতীয়োধ্যায়স্য প্রথমাহ্নিকম্।

এক্ষণে স্থূল দ্রব্যের বিষয় বলিতেছেন।

রূপরসগন্ধস্পর্শবতী পৃথিবী ॥১॥

পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শগুণ আছে।

রূপরসস্পর্শবত্য আপো দ্রবাঃ স্নিগ্ধাঃ ॥২॥

জলের রূপ, রস, স্পর্শ, তরল ও স্নিগ্ধগুণ আছে।

তেজোরূপ স্পর্শবৎ ॥৩॥

তেজের রূপ ও স্পর্শগুণ আছে।

স্পর্শবান্ বায়ু ॥৪॥

বায়ুর স্পর্শগুণ আছে।

ত আকাশে বিদ্যন্তে ॥৫॥

ত অর্থাৎ উপরের সকল, আকাশে আছে।

সর্ব্বাধারত্বৈবদিক্কালয়োঃ ॥৬॥

এই সকলের আধার দিক্ ও কাল। দিক্=দশ দিক্, এই দিক্ অনন্ত, যে যতদূর লক্ষ্য কর ততদূরই দেখিবে, যত

যাইবে তত দিক্ চলিবে, দিকের অন্ত পাইবে না, অন্ত নাই বলিয়া দেখিতে পাইবে না, অন্য বস্তুর দ্বারায় আবরিত বা বেষ্টিত থাকিত। কাল=যতক্ষণ কোন বস্তুতে লক্ষ্য করিয়া থাক সেই নির্দ্দিষ্ট কাল, আর যে কালে কোন লক্ষ্য করিবার উপায় নাই সেই অনন্ত ব্রহ্ম, এই সমস্ত যাহা দেখিতেছ এই সমস্তের আদি ব্রহ্ম যিনি অনন্ত।

সর্পির্জতু মধূচ্ছিষ্টানামগ্নিসংযোগাদ্দ্রবতাদিব সামান্যম্ ।।৭॥

ঘৃত, লা, মম অগ্নি সংযোগে দ্রবত্ব বিষয়ে সামান্য।

ত্রপুসীসলোহরজতসুবর্ণানাম্ শক্য লক্ষ্য সাধারণাদ্দ্রবতাদিতঃ সামান্যম্ ॥৮।

রাং, সীসা, লোহ, রৌপ্য, সুবর্ণ, ইহারা অগ্নি সংযোগে দ্রবত্ব বিষয়ে সাধারণ কিন্তু ইহাদিগের যে যত থানিতে দ্রব হইবার যোগ্য তাহা লক্ষ্য না দিলে দ্রব হয় না (লক্ষ্য করিয়া দিলেই গলিয়া যাইবে)।

বিষাণী ককুদ্বান্ প্রান্তে বালধিঃ সাস্নোবানিতি গৌত্বে দৃষ্টং লিঙ্গম্ ।।৯।।

শৃঙ্গ, গো কম্বল, পুচ্ছের লোম, ষাড়ের ঝুঁট এই সকল চিহ্নবিশিষ্ট গোরু।

স্পার্শশ্চবায়োঃ ॥১॥

বায়ুর চিহ্ন স্পর্শ।

নচা দৃষ্টানাং স্পার্শ ইত্যদৃষ্ট লিঙ্গোবায়ুঃ ॥১১॥

অদৃশ্যের চিহ্ন নাই এই জন্য স্পর্শেরও চিহ্ন নাই কারণ স্পর্শ অদৃশ্য এই নিমিত্ত না দেখা যাওয়াই অর্থাৎ অদৃষ্টই বায়ুর লিঙ্গ (চিহ্ন)।

অদ্রব্যবত্ত্বেন দ্রব্যম্ ॥১২॥

দ্রব্য=স্থূলরূপে স্থূল বস্তুতে যে ব্রহ্মের অণু আছেন।

অদ্রব্য=সূক্ষ্মরূপে সূক্ষ্ম বস্তুতে যে ব্রহ্মের অণু আছেন। বায়ু অদ্রব্য হইয়াও দ্রব্য কারণ স্থূল শরীরে স্থূলরূপে স্পর্শের দ্বারায় অনুভব হইতেছে।

ক্রিয়াগুণবৎ সমবায়িত্বাচ্চ ॥১৩॥

সমবায়ী হেতু বায়ু ক্রিয়া ও গুণবিশিষ্ট।

বায়ুঃ পরমাণু ॥১৪॥

ব্রহ্মের দশটী অণুতে আকাশের অর্থাৎ শূন্যের একটী অণু আর আকাশের দশটী অণুতে বায়ুর একটী অণু এই অণু প্রবেশ হেতু বায়ু পরমাণু অর্থাৎ অণুর পর।

অদ্রব্যবত্ত্বেন নিত্যত্বমুক্তম্ ॥১৫॥

যে কোন দ্রব্য নহে সে নিত্য কারণ দ্রব্যান্তরেই [illegible]

আছে আর যে দ্রব্য নহে তাহার নাশ কি প্রকারে সম্ভবে। এই নিমিত্ত নিত্য।

বায়োর্বায়ুমূর্চ্ছনং নানাত্বে লিঙ্গম্॥১৬॥

বায়ু দ্বারায় বায়ুর মূর্চ্ছন অর্থাৎ বেগ কম করা। কম জোর হইলেই তাহাকে আয়ত্বাধীন করা যায় অর্থাৎ নিজের অধীনে আনিয়া তাহার দ্বারায় সমস্ত কার্য্য করান যায়। শরীরের ঢেকার, হাঁই, ইত্যাদি ও বাহিরের আর অলৌকিক নানা প্রকার কার্য্যের দ্বারায় বায়ুর নানা চিহ্ন।

বায়ুঃ সন্নিকর্ষে প্রত্যক্ষাভাবাদ দৃষ্ট লিঙ্গঃ ॥১৭॥

বায়ুকে নিশ্বাস দ্বারায় নিকটে টানিয়া আনিলেও প্রত্যক্ষের অভাব হেতু বায়ুর চিহ্ন অদৃষ্ট।

সামান্যতো দৃষ্টাচ্চাবিশেষঃ ॥১৮॥

সামান্যতো বায়ুতে কোন বিশেষ নাই অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে বায়ু সূক্ষ্মরূপে তত্ত্বে তত্ত্বে চলিতেছে আর ক্রিয়ার পর অবস্থাতে ও স্থূলাবস্থাতে বায়ুকে দেখিতে পাওয়া যায় না এই নিমিত্ত অবিশেষ।

কৃতাদৃষ্ট দ্রব্যাতিরিক্ত দ্রব্যাশ্রিতত্বম্ ॥১৯॥

কৃত অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থাতে যে স্থির বায়ু তাহা কৃত ও অদৃশ্য তিনিই দ্রব্য অর্থাৎ ব্রহ্ম এই দ্রব্যের অতিরিক্ত চঞ্চল বায়ু, এই চঞ্চল বায়ু ঐ স্থির বায়ু যে ব্রহ্ম

তাঁহার আশ্রিত, অর্থাৎ ঐ স্থির বায়ু না থাকিলে এই চঞ্চল বায়ু থাকিবে কিসে, কারণ আধার না থাকিলে আধেয় কি প্রকারে থাকিতে পারে, ঐ স্থির বায়ু দেব ইহা প্রসিদ্ধ, তাঁহার সপ্তস্কন্ধ এই সপ্তস্কন্ধের সপ্ত সপ্ত শাখা, অর্থাৎ ৭×৭=৪৯ প্রকার ঐ সপ্ত প্রকার বায়ুস্কন্ধের উপর আছে যাহা অদৃশ্য, কেবল ক্রিয়ার দ্বারায় অনুভব হয়, ইড়া বামে, পিঙ্গলা দক্ষিণে, সুষুম্না মধ্যে, ইড়া—(১) গঙ্গা, পিঙ্গলা—(২) যমুনা, সুষুম্না—(৩) সরস্বতী, এই তিনটী প্রধান নাড়ি, বাম চক্ষুতে (৪) পূষা, তাম্রপর্ণী নদী। দক্ষিণ চক্ষুতে (৫) অলম্বুষা গৌতমী নদী। দক্ষিণ কর্ণে হস্তিনী (৬) সিন্ধু নদী। বাম কর্ণে গান্ধারী নাড়ি (৭) কাবেরী নদী। (১) নাভিতে যে স্থির বায়ু আছেন তাঁহার নাম সমান, এই স্থির বায়ু কণ্ঠে যাইয়া যখন ঢেকার উঠান, তখন তাঁহার নাম উদান, ঐ বায়ু কণ্ঠে চাপন পাইয়া সর্ব্ব শরীরে যখন গমন করেন তখন তিনি ব্যান নামে খ্যাত আর এই ব্যান গুহ্যদেশে যাইয়া বায়ু নিঃসরণ করেন। সমান নাভিতে, ইনি দুর্জ্জয় অর্থাৎ দুঃখেতে জয় হয়েন। এই সমান হইতে (২) উদান বায়ু কণ্ঠে, উদান হইতে (৩) ব্যান সর্ব্ব শরীরে, ব্যান হইতে (৪) অপান গুহ্যদেশে, অপান হইতে (৫) প্রাণ হৃদয়ে, প্রাণের কর্ম্ম চেষ্টা করা, এই চেষ্টা যে বায়ুর দ্বারায় হয় তাহার নাম (১) প্রবাহ, এই প্রবাহ বায়ু শরীরের স্নেহেতে আছে, ইহার রূপ বিদ্যুতের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়। (২)আবহ=ইহার কর্ম্ম জীর্ণ করা রূপ বালার্ক সদৃশ, স্থান অন্তর্দেহে ইনিই উদান এই বায়ু দ্বারায় চন্দ্র

হইয়াছেন। (৩) উদ্বহ ইনি চারি সমুদ্রের জলকে ধারণ করিতে-ছেন ও উর্দ্ধে বহন করিতেছেন অর্থাৎ সমস্ত শিরা দ্বারা শরীরের চারি দিকের রক্ত চালন করিতেছেন, আর শ্বাস টানিবার সময় উর্দ্ধেতে অর্থাৎ মস্তকে লইয়া যাইতেছেন এবং ঐ চারি সমুদ্রের জলকে টানিয়া মেঘ ও বৃষ্টি করিতেছেন, অর্থাৎ রক্তকে মস্তকে হইয়া যাইয়া শ্লেষ্মারূপ মেঘ ও শ্লেষ্মা নির্গতরূপ বৃষ্টি করিতেছেন, মস্তকে চারি সমুদ্র অর্থাৎ মুখ,নাক, চক্ষু ও কর্ণ এই চারি সমুদ্রে এই বায়ুর গতি সর্ব্বদাই হইতেছে, ইহা ক্রিয়ার পর অবস্থা, স্থিররূপে সর্ব্ব শরীরে চলিতেছে এই নিমিত্ত ইহার রূপ ও স্থান নির্দ্দেশ নাই, ইনি ব্যান, (৪) সংবহ এই বায়ুর কর্ম্ম উপরোক্ত মেঘরূপ শ্লেষ্মা সকলকে কম জোর করিয়া নিম্নে আনা, বর্ষণ ও মোক্ষণ করিবার উদ্যোগ করা, এই উদ্যোগ হইবামাত্র মেঘরূপ শ্লেষ্মা সকল ঘর্ম্ম হইয়া আসিল অর্থাৎ শ্লেষ্মা সকলকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বাহির করিল আর বিশেষরূপে শরীর হইতে মোক্ষণ করিল এই সময় শ্লেষ্মা-ধিক্য হওয়ায় নদী সকল স্রোতবতী হয়,অর্থাৎ (১) ইড়া—গঙ্গা, (২) পিঙ্গলা—যমুনা, (৩) গান্ধারী—কাবেরী, (৪) হস্তিনী—সিন্ধু, (৫) পুষা—তাম্রপর্ণী, (৬) অলম্বুষা—গোতমী, (৭ ৮) সুষুম্না—সরস্বতী, এই ৭।৮ উপরে ও ভিতরে, (৯) কুহু—নর্ম্মদা, (১০।১১) বারণী—গোমতী, (১২) সর্ব্বাঙ্গে—পয়স্বিনী, এই দ্বাদশ বায়ু নদীরূপে সমস্ত শরীরে প্রবাহিত হইতেছে বাঁচিয়া থাকি-বার নিমিত্ত অর্থাৎ এই সকল বায়ুর গতি দ্বারায় সমস্ত জীব বাঁচিয়া রহিয়াছে, আবার ঐ সকল বায়ু মস্তকে যাইতেছে যাহা

দ্বারায় এই পঞ্চ ভূত হইতেছে; এই রথরূপ শরীর অপান বায়ু দ্বারা উর্দ্ধগতি হয়, অর্থাৎ উত্তম প্রাণায়াম দ্বারায় আর এই অপান বায়ু দ্বারা গিরি মর্দ্দন হয় অর্থাৎ মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্রে যাইয়া মস্তক ফাটাইয়া চলিয়া যায় (এইরূপে যোগীদিগের মৃত্যু হয়)। ভূমিকম্পের সময় যেমন পর্ব্বত পতিত হয় সেই প্রকার যোগীদিগের মৃত্যু সময় শরীর ত্যাগ হয়। (৫) বিবহ এই বায়ুর ব্যতিক্রমে রোগ সকল উৎপন্ন হয়, রুক্ষ হইলে রজোগুণ অর্থাৎ ক্রোধ হয়, এই সমান বায়ুর সহিত যদি মেঘ-রূপ শ্লেষ্মার যোগ হয় তবে মৃত্যুও দারুণ উৎপাতকে সঞ্চার করে এবং আকাশে মিলিয়া যায়। (৬) পরিবহ এই বায়ু দ্বারায় সমুদয় আকাশময় হয়, জল চলে, পক্ষী উড়ে, আর ইহা দ্বারা ইড়া নাড়ি স্থির থাকে, দূর হইতে ইহা দ্বারায় হত হয়, সূর্য্যের রশ্মি হয় যাঁহার অনন্ত অংশুতে এই বসুন্ধরা প্রভা-বিশিষ্ট, যাহাদ্বারা চন্দ্রপূর্ণ ও কলাতে বসুন্ধরাকে শীতল করি-তেছে, যাঁহারা শ্রেষ্ঠ তাঁহারা এই বায়ুর জপ করেন। (৭) পরাবহ, এই বায়ু প্রাণী সকলকে ভরণপোষণ করেন ও মৃত্যু-কালে নির্গত হইয়া যান (ইহারি দ্বারায় মৃত্যু ও বাঁচিয়া থাকা)।

কূটস্থ রহিয়াছেন বলিয়া শ্বাস প্রশ্বাস প্রকৃষ্টরূপে শ্বসন বায়ু দ্বারায় চলিতেছে। পৃষদশ্য নামক বায়ু ত্বচার মধ্যে যাইয়া তাহার অদৃশ্য গতি দ্বারা স্পর্শ শক্তি হইতেছে যাহা কেবল স্পর্শের দ্বারা অনুভব হয়, যথা—শীত, উষ্ণ, কঠিন, নরম ইত্যাদি। নাসিকাতে একরূপ গন্ধবাহ নামে বায়ু আছে, যাহাদ্বারা না শীত না উষ্ণ অনুভব হয়। বায়ু শক্তি প্রবাহ

দ্বারায় গন্ধ বোধ হয়, পরে বাহ নামক বায়ু কিছুক্ষণ ঐ বোধকে চালায় ও তাহাতে নিযুক্ত থাকে, ঐ প্রবাহ কিছুক্ষণ থাকায়, ভোগীকান্ত নামক বায়ুর গতি দ্বারায় ঐ গন্ধের পুনঃপ্রাপ্তির কামনা হয়, যেমন একবার ফুলেল তৈল মাখিলে আবার ঐ তৈল মাখিয়া স্নিগ্ধ হইবার ইচ্ছা হয়, এই মহাবল পরাক্রান্ত টান বাসনা বায়ুর দ্বারায় হয়, এই প্রবাহ সকল জীবেরই সর্ব্ব কর্ম্মে হইতেছে, ক্রিয়ার দ্বারায় ইচ্ছা রহিত হইতে না পারিলে, এই মহাবলি যে সকলের উপর বল পূর্ব্বক অনাবশ্যক কর্ম্ম সকল করাইতেছে তাহা হইতে মুক্ত হইবার আর কোন উপায় নাই, ইচ্ছারহিত না হইতে পারিলেই ক্লেশভোগ, ভোগিকান্ত বায়ুর নিমিত্ত সকলেই এই ক্লেশ সহ্য করিতেছে, এই ভোগিকান্তই প্রাণ ইহাঁর আর একটী নাম ইড়া, রূপ বিদ্যুতের ন্যায়, স্থান হৃদয় হইতে ভ্রূ পর্য্যন্ত, ইঁহাকে প্রবাহ বায়ুও কহে। এই প্রবাহে সকলেই পড়িয়া রহিয়াছে, ইনি সকলের হৃদয়ে কর্ত্তা হইয়া বসিয়া আছেন, ইহঁার উৎপত্তি আকাশ হইতে, আকাশ কূটস্থ ব্রহ্ম হইতে, এই নিমিত্ত পৌত্র পর্য্যন্ত গুরুবৎ মান্য; অতএব বায়ুই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, ইনি কর্ত্তা হইয়া সকল কর্ম্মের চেষ্টা করিতেছেন এবং ত্বচার অধ্যাত্ম হইয়া স্পর্শ সকলের ভোগ যাহাতে হয় তাহার চেষ্টা করিতেছেন, ইঁহাকে গুরুবাক্যের দ্বারায় সাধন করিলে স্বপ্রকাশ স্বরূপ অধিদৈবত পুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইঁহারি জ্যোতিতে চক্ষুর দ্বারায় রূপ, কর্ণের ঢক্কার ত্বচাতে অন্য শব্দ স্পর্শ করায় অর্থ সমুদয় গ্রহণ করিতেছেন ও জিহ্বার দ্বারায় সমুদয় শব্দ নির্গত ও মিষ্টাদি রস অনুভব

করিতেছেন, ইঁহার বিকারেই সমুদয় রোগের উৎপত্তি, কর্ত্তার বিকারের প্রজার বিকার, তজ্জন্য ক্লেশ ইনি যত দিবস দেহেতে আছেন তত দিবস মনুষ্যের আয়ু ও বল, ইনি বিশ্বসংসারে আছেন, ইনি প্রকৃষ্টরূপে কূটস্থ হইতে হইয়াছেন ইহাঁরই নাম জীব, ঈশ, লিঙ্গে বিষ্ণু ও গুহ্যে ব্রহ্মা নাম ধারণ করিয়া সর্ব্বলোকের মধ্যে রহিয়াছেন ইনি জগৎময় ইঁহার নাশে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নাশ, ইনি অপান বায়ু দ্বারায় আকর্ষিত হইতেছেন এই অপানের আর একটী নাম পিঙ্গলা ইহাঁর গতি নিম্নদিকে অর্থাৎ নাভি হইতে গুহ্য পর্য্যন্ত। জীর্ণ করিতে হইলে বাম নাসিকা বন্ধ করিয়া দক্ষিণ নাসিকা দ্বারায় প্রাণায়াম করিলে শীঘ্র জীর্ণ হইয়া যায়,ইনি আরও সংবহ ও সমির নামে খ্যাত। সমির =স শব্দে নিতম্ব, ম=মণিবন্ধ,ই=শক্তি, র=দৃষ্টি অর্থাৎ মণিবন্ধ হইতে নিতম্ব পর্য্যন্ত গতির পরিমাণ। নিদ্রিত ব্যক্তিকে প্রাতঃকালের বায়ুতে যেমন জাগ্রত করে সেই প্রকার গুরু বাক্যের দ্বারায় কুলকুণ্ডলিনী যিনি মূলাধারে আছেন তাঁহাকে সম্যক্ প্রকারে জাগ্রত করিলে, অর্থাৎ মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত স্থির রাখা; এই স্থির পদ মনুষ্যকে মোহ নিদ্রা হইতে জাগরিত করে; এই স্থিরের নাম অজগৎ প্রাণ। জগৎ শব্দে গতি,অ শব্দে না অর্থাৎ অনন্ত স্থিতি। প্রাণ যিনি উপরে আছেন তিনি অপান স্থিতিতে আইসেন অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া আপনাপনি স্থির হয়েন, যেমন চুম্বক পাথরে লোহা স্পর্শ করিলে লোহা চুম্বুকের গুণ ধারণ করে সেই প্রকার প্রাণের কর্ম্ম যে শ্বাস প্রশ্বাস স্থির হয় অর্থাৎ বিপরীত গমনাদিতে ইচ্ছা হয়

না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিলে কোন বস্তু স্পর্শ। নাকের নিকট কোন সৎগন্ধযুক্ত বস্তু থাকিলে তাহার গন্ধ গ্রহণে ইচ্ছা হয় না এমন যে নিবৃত্তির উপায় তাহা যোগী-দিগের নিকট সহজে ক্রিয়া দ্বারা পাওয়া যায়, সেই নিবৃত্তির দ্বারায় ব্রহ্মেতে স্থিতি হয়, যিনি ক্রিয়া না করেন তিনি ব্রহ্মেতে নাই, ব্রহ্মেতে না থাকায় প্রাণ নাসিকা দ্বারায় কূটস্থে স্থির হইয়া ছিন্নদেশে অর্থাৎ যোনিতে আসিয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন, এবং এই বদ্ধাবস্থায় কিছু দিন থাকিতে থাকিতে কোন বৈগুণ্য কিম্বা অধিক কর্ম্ম করায় উহার বেগের হ্রাস হওয়ায় ক্রমে ইন্দ্রিয় সকল শিথিল হওয়ায় কিম্বা একেবারে উহার ক্রিয়া রোধ হওয়ায় অর্থাৎ অপানের আকর্ষণ শক্তি না থাকায় কোন না কোন দ্বার দিয়া প্রাণ বাহির হওয়ায় মৃত্যু হইল অর্থাৎ যেমন বসন্ত ঋতুর গমনে কোকিল, ভ্রমর ও নবপল্লব ইত্যাদির অভাব হয় সেই প্রকার প্রাণাভাবে তেজের দুই আনা অংশের অভাব তেজাভাবে জলের দুই আনা, জলা-ভাবে মৃত্তিকার দুই আনা অন্তর্হিত হইল, পরে ইহারা ব্যোমে অর্থাৎ কূটস্থে যাইয়া মিলিল অর্থাৎ যেখান হইতে আসিয়া-ছিল এই নিমিত্ত রামপ্রসাদ বলিয়াছেন যে মরিলে পর যাহা ছিলে তাহাই হইবে। কুলকুণ্ডলিনী সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকৃতি তাঁহার অর্দ্ধমাত্রা স্থির অর্থাৎ অমর, আর অপরার্দ্ধ চঞ্চল, এই চঞ্চল ভাগ আপনার শিথিলতাতে স্থানচ্যুত হওয়ায় আর নাভি পর্য্যন্ত আসিতে ও যাইতে পারিলেন না সুতরাং প্রাণের স্থানচ্যুত হইতে হইল, আর স্থিরার্দ্ধ, মণিপুর, সাধিষ্ঠান ও

মূলাধারে রহিয়াছেন তাঁহার নাশ নাই, আর চঞ্চলার্দ্ধকে ক্রিয়া দ্বারা স্থির করিতে পারিলেই আর প্রাণের স্থানচ্যুত হইতে হইল না, স্থানচ্যুত না হইলেই আর মৃত্যু হইল না, এই স্থানচ্যুত হইতে কাহারও ইচ্ছা করে না এই নিমিত্ত হৃদয়কে অনাহত কহে, প্রাণের বিকারেতে অন্যান্য বায়ুর বিকার হয় এই প্রাণের স্থিতি ঈশ্বররূপে হৃদয়ে রহিয়াছেন, মূল যদি দৃঢ় না হয় তবে বৃক্ষ কোন প্রকারেই দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না; বায়ু রবরের ন্যায় স্থিতিস্থাপক, রবরের উপরকার দিক টানিলে নিম্নের ভার সহিত যেমন উপরে উঠে সেই প্রকার অপানের শক্তির হ্রাস হওয়ায় প্রাণ উপর দিকে যেমন টান দিল তেমনি সেই টানের সহিত নাভির সমান বায়ু রবরের ন্যায় উপরে উঠিয়া মণিবন্ধে যাইয়া নিম্নের আকর্ষণ না থাকায় আর নিম্নে আসিতে পারিল না। এক্ষণে স্বাধিষ্ঠান অর্থাৎ অধিষ্ঠানের সহিত স্থিতি (বুদ্ধিতে স্থির) এখানে রাধাকৃষ্ণ রহিয়াছেন, অর্থাৎ কূটস্থ ও জ্যোতি, এই জ্যোতি যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সমান বায়ুর অভাবে স্থির থাকিতে না পারিয়া প্রাণের টানের সহিত রবরের ন্যায় মণিবন্ধে গমন করায় জন্ম মৃত্যুর কর্ত্তার অভাব হইল, তাহার পর মূলাধার অর্থাৎ সকলের আধার যে মৃত্তিকা তিনি সকলের অভাবে যেমন মৃত্তিকা তেমনই রহিলেন, ইহারা যাইবার সময় সকলেই কণ্ঠ হইয়া গমন করেন, এই কণ্ঠে সদাশিব জীব রহিয়াছেন সকলেই যখন কণ্ঠ পর্য্যন্ত গমন করিলেন, তখন জীব দেখিলেন যে চলিলাম, তখন ঐ জীব বিষয় চিন্তা না করিয়া অভ্যাস

দ্বারায় সেই বিশুদ্ধাখ্য কূটস্থ চিন্তা করিলেই জীবের মুক্তি, আর বিষয় চিন্তায় জীবের আবার জন্ম। অপান বায়ু কুলকুণ্ডলিনী স্বরূপা নিত্য ব্রহ্ম, বিশুদ্ধাখ্যে যাইয়া অন্য বস্তুতে মন দেওয়ার কর্ত্তব্য কারণ জন্য অর্থাৎ ভোগ জন্য জন্মগ্রহণ এইটী সকলে-তেই সমানভাবে আছে। তবে এমন বস্তুতে মন থাকে না কেন? (উত্তর) স্থিতি চ্যুত হওয়াতে সামান্য কারণ যে বিষয় তাহাতে অভ্যাস বশতঃ সহসা মন যায়, সুতরাং স্পর্শ যে প্রাণবায়ু তিনিই দোষের কারণ, কারণ ঐ স্পর্শ যে তেজ তিনি বাহিরের বায়ুর আঘাতে সূক্ষ্মরূপে মিলিয়া সমস্ত দ্রব্যকে গলাইয়া দিতেছেন অর্থাৎ সমস্ত দ্রব্যেতে মন চলায়মান হই-তেছে, ব্রহ্ম তিনি স্বয়ংই অদৃশ্যভাবে এই উনপঞ্চাশ বায়ু হইয়া অনন্ত প্রকার ক্রিয়া করিতেছেন। এইটী দেখিতে না পাওয়ায় এত গোলযোগ,আর দেখিলেই কোন গোল নাই। বাহিরের বায়ু যদিও চক্ষু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখা যায় না কিন্তু স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বারা ত অনুভব হইতেছে, এই নিমিত্ত স্পর্শেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ও দৃশ্য। পঞ্চাশ হাত মৃত্তিকার নিম্নে যে সূক্ষ্ম বায়ু তাহা স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বারায় গ্রহণ করা যায় না, তোমার নাভি পর্য্যন্ত যে বায়ু আসি-তেছে ও যাইতেছে তাহা তুমি অনুভব করিতেছ, কিন্তু মৃত্তিকার নিম্নে অর্থাৎ মূলাধারে যে বায়ু স্থিরভাবে অথচ সূক্ষ্মরূপে আসি-তেছে ও যাইতেছে তাহা তুমি অনুভব করিতে পারিতেছ না, যখন কোন ইন্দ্রিয়েরই দ্বারায় গ্রহণ করিতে পারিতেছ না, তখন কাযে কাযেই অদৃশ্য। মনুষ্য জন্মাইবামাত্রই মরে না কেন? অপান বায়ুর স্থিতিশক্তি হঠাৎ মরিতে দেয় না, পূর্ব্ব কার্য্য

সাধন হইলেই মৃত্যু হয়। বিশেষরূপ প্রযত্ন দ্বারায় ক্রিয়া করিয়া যদি অপান বায়ুতে যায়, তবে বিশেষরূপে স্থিতি হয়। এই জন্যে যত কিছু দেখিতেছ তাহার অন্ত আছে বিশেষরূপে করিলে বিশেষরূপে দেখিবে, এই নিমিত্ত ক্রিয়াকরণ, ক্রিয়া করিলেও মন চঞ্চল থাকে—যেমন একটী পাখী কেবল উড়িয়া বেড়াই-তেছে তাহাকে খাঁচায় বদ্ধ করিলেও সে যেমন পলাইবার চেষ্টা করে, সেই প্রকার ক্রিয়া করিয়া অপান বায়ুতে স্থিতি হও-য়ার পর, অভ্যাসবশতঃ প্রাণের টানের অর্থাৎ চারিদিকে যাইবার যে চেষ্টা তাহা থাকায় চারিদিকে যাইবার নিমিত্ত কাঁপিতে থাকে, এই নিমিত্ত বায়ুর একটী নাম প্রকম্পন, প্রমাণ বাহ্যে করিবার সময় বেগ দেওয়ায় জানা যায়।

কোন গন্ধ দ্রব্য বিশেষ করিয়া লইতে হইলে গুহ্যদ্বারে অপানে বায়ু কম্পমান হয়, এই প্রকম্পন থাকায় গন্ধ গ্রহণের সময় একবার কম একবার অধিক টান হয় এই নিমিত্ত কম ও অধিক গন্ধ অনুভব হয়। এই বায়ু না থাকিলে মল সকল থাকিতে না পারিয়া পড়িয়া যাইত, এই বায়ু থাকায় মলবাহ নাড়ি দিয়া মল সকল অনবরত বাহির হইতে পারে না, এই স্থির বায়ুর আর একটী নাম আবক, অ শব্দে=ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মা, সেই ব্রহ্মেতে অনেকক্ষণ স্থিতির কারণ এই বায়ু। চুম্বক পাথর যেমন আকর্ষণ গুণবিশিষ্ট উহাতে লোহা স্পর্শ করিবামাত্র যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে সেই প্রকার সর্ব্বগুণ-বিশিষ্ট স্থিতিস্বরূপ ব্রহ্মেতে প্রাণবায়ু আকর্ষিত হইলে প্রাণের সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বব্যাপকত্ব ও সর্ব্বশক্তিমানত্ব গুণ হয়, এইরূপ

আট্‌কাইয়া পরে কণ্ঠ পর্য্যন্ত আট্‌কাইয়া থাকে, তাহার পর ঐ স্থির বায়ু মস্তকে আট্‌কাইলে মস্তকে ভারবোধ ও এক প্রকার নেশার মত হয়, এই অবস্থা কেবল ফেলাতে উৎপত্তি, এই ফেলা রহিয়াছে বলিয়া জীবন ও প্রাণ ধারণ হইতেছে, ইনি এ দেহের মিত্র কারণ নেশাতে থাকিয়া চক্ষেতে আনন্দ লাভ হয়, ইনি সুখের অর্থাৎ ব্রহ্মেতে থাকার আধার, কিন্তু ঐরূপ অবস্থা সর্ব্বদা থাকে না, ঐ অবস্থার পর অন্যদিকে মন যাওয়ায় দুঃখে পতিত হয়, এই চঞ্চলত্ব হেতু ইঁহার আর একটী নাম চঞ্চল। এমত চঞ্চল যেমত বিদ্যুৎ চপল একবার আসিতেছে আবার যাইতেছে, একটীতে আকর্ষণ হইলেই শব্দ হয়, তন্নিমিত্ত অধিক বায়ুর শ্বাস প্রশ্বাসে এক রকমের শব্দ হয়। এই নিষ্পেষণ শক্তি দ্বারায় রবরের টানের মত শব্দ স্থান বিশেষে যাইয়া স্বর ও হলবর্ণ উচ্চারিত হয়, যাহা শিক্ষাতে লিখিত আছে। এই শব্দের দ্বারায় সকল বস্তুতে সকলেই মত্তপ্রায় হইয়া রহিয়াছে, ইহা না থাকিলে বলপূর্ব্বক কোন বস্তুর ধারণাশক্তি হইত না। বিশেষতঃ ধারণা, যেখানে ধারণা সেখানে ত্যাগ, ছাড়িয়া যাওয়া, উৎক্ষেপণ অর্থাৎ উর্দ্ধেতে ফেলিয়া দেওয়া, নিম্নে যদি আকর্ষণ বা টান না থাকিত তবে কোন বস্তুকে উর্দ্ধেতে ছুড়িয়া ফেলা যাইত না। কারণ নিম্নে আল্‌গা থাকিলে কোন বস্তুর উপরে গতি থাকিত না, এই মাধ্যন্দিনিক আকর্ষণশক্তি না থাকিলে কোন বস্তুর উর্দ্ধগতি ও পতন হইত না, এই দুই ক্রিয়া প্রাণের দ্বারায় চক্ষে দৃষ্টিগোচর হইতেছে, শরীরের নাভিতে সূর্য্য ও তালুতে চন্দ্র, এই দুই জ্যোতি শিবসংহিতাতে

লেখা আছে—নাভিতে সূর্য্য স্থিররূপে আপনাতেই আপনি চলিতেছেন, যাঁহার শক্তি সর্ব্ব শরীরে এই শক্তির নাম পৃষদৃশ্য বায়ু। ইঁহার কর্ম্ম প্রাণবায়ুর সহিত মিলিত হইয়া হইতেছে; ইহার কর্ম্ম স্পর্শ আর ইহার গতি অদৃশ্য, যিনি বাহ্য ও আভ্যন্তরিক বোধের কর্ত্তা তাঁহার কর্ত্তা এই বায়ু, কারণ ইনি না থাকিলে স্পর্শের ধারণা থাকিত না, ত্বচাভ্যন্তরকে এই বায়ু ধারণা করিয়া রহিয়াছেন বলিয়া বল, আর ক্রিয়ার দ্বারায় যে বল তাঁহার নাম শক্তি, সেই শক্তি চালনের কথা তন্ত্রে লিখিত আছে, ইঁহার চালন করিলে কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়েন, এই তপোধন যোগের শেষ যাহা চন্দ্র সূর্য্যের সমাগমে হয়, ইহাই ব্রহ্মের দণ্ড প্রণব মধ্যে ইহাতে থাকিলেই মহৎ তত্ত্বে থাকা হয়, মহতে থাকাতে মহান্, যিনি মহান্, তাঁহার সমস্তই (অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ) যখন সব এক হইল তখন তাঁহার বলের পরিচয় দেওয়ার আবশ্যক নাই, অর্থাৎ ব্রহ্ম অসীম এবং ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের বলও অসীম, অর্থাৎ তিনি মহাবলী, অর্থাৎ যে বিন্দু হইতে জগৎ উৎপত্তি হইয়াছে সেই বিন্দু মধ্যে সকলি এবং মহাবলীও সেই বিন্দু, যখন নিজেই সেই বিন্দু তখন জগৎ উৎপত্তির বল বা ক্ষমতা কিঞ্চিৎ ইচ্ছাতেই হইতেছে, যেমত পুত্র উৎপাদন ভগবানেরই ইচ্ছাতে হয়, তেমত ক্রিয়াতে অলৌকিক সৃষ্টির অনুভব হয়, ইহার বলের কথা তিনিই বলিতে পারেন। যাঁহার কিছু কিছু অনুভব পদের প্রকাশ হইয়াছে, এই বল যে বায়ু কর্ত্তৃক হয় তাঁহার নাম অপান, এই বায়ু না থাকিলে ক্ষুধা হইত

না, ক্ষুধার সময় কূটস্থ হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত টান পড়ে, ভাল-রূপ স্থিতিতে থাকিয়া বারম্বার বায়ুর চাপন দিলে, সমুদয় বস্তুর অংশ যে মল তাহাকে নির্ম্মল করিয়া দেয়, নির্ম্মল হইলেই অধোগমন প্রযুক্ত পরিষ্কার হয়, খালি হইলেই আবার পরিপূর-ণের চেষ্টা হয় চঞ্চলত্ব হেতু, এই চঞ্চলত্ব স্থির থাকিলে ক্ষুধার প্রাদুর্ভাব থাকে না, ইনি এক শক্র, ইন্দ্রের প্রাণের ন্যায় অধো-দেশে অদৃশ্যরূপে রাজ্য করিতেছেন অর্থাৎ সকলকে বশে রাখিতেছেন, বাহিরে ও ভিতরেও রাখিতে পারেন। ইঁহার অসাধ্য কিছুই নাই।

উপর্য্যুক্ত প্রাণ ও অপানের গতিতে সমান বায়ুর উৎপত্তি অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা (স্থিতি) এই পুরাতন যোগ যাহা গীতাতে কথিত আছে, এই বায়ুর সূক্ষ্ম গতি ইঁহারই নাম সুষুম্না, ইঁহার থাকিবার স্থান নাভিতে ; ইনি বিশেষরূপে জীর্ণ ও বিরে-চন করিতেছেন তন্নিমিত্তে ইনি বিবহ নাম ধারণ করিয়াছেন, ইনি নিতম্ব হইতে কূটস্থ পর্য্যন্ত গমনাগমন করিয়া নিজে স্থির হইয়া দুই দিক্‌কে অর্থাৎ অধো ও উর্দ্ধকে ঘর্ষণ দ্বারায় অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ভক্ষিত দ্রব্যাদি (চর্ব্য, চোষ্য,লেহ্য,পেয়) প্রথমে শুষ্ক করিয়া পচায়, পরে নাভিতে উহার স্থান হওয়াতে ঐ স্থানে কোঁত দেওয়ায় ঐ মলকে বাহির করে, যাহাকে শাস্ত্রে বিরেচন কহে। ইহা বিশেষরূপে প্রকুঞ্চন শক্তির দ্বারায় বাহির করিয়া ফেলে, মূলাধার হইতে নাভি পর্য্যন্ত যে অপান বায়ুর টান আছে, সেই টান নাভিতে স্পর্শ হয় তৎপরে সর্ব্ব ত্বচার মধ্যে যে স্পর্শ বায়ু আছে, তাহার স্পর্শ বোধ হয়, ঐ স্থানে যাইয়া মেরুদণ্ডের

দিকে সরলভাবে থাকিলে মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত যাইয়া স্থিরত্বভাবে সমুদয় মনের কথা বলিতে পারে; কারণ তখন ব্রহ্মেতে থাকায় সমুদয় দেখিতে পায়—যেমত কূটস্থের মধ্যে অর্জুন সমুদয় ভবিষ্যৎ দেখিয়াছিলেন এই বিরাটমূর্ত্তি যাহা যোগীরা দেখেন। বিরাট=বিশেষরূপে রাজত্ব, যে রাজত্বের অন্ত নাই, যে ব্রহ্ম কূটস্থের রাজত্বের সমুদয় প্রজা অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বশীভূত যেখানে কোন শত্রু নাই, যেখানে কোষ অর্থাৎ আনন্দ যে আনন্দের অন্ত নাই, যেখানে বিনা প্রয়াসে সমস্ত দেখিতে, শুনিতে,ঘ্রাণ লইতে,স্বাদানুভব ও স্পর্শ হয়,ইঁহার স্থিতিতে জগতের স্থিতি ইহাতে মরুত জন্য মূর্ত্তিরও গতি দেখা যায়,স্থিতি না থাকিলে গতির অনুভব কেন হইবে? সমাধিতে নিজে না থাকায় গতির অনুভব হয় না,এই বিশেষ সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ ব্রহ্ম,এইই ধর্ম্ম, যখন ভালরূপে সমাধি হয় তখন যেমত শূন্যের অন্ত নাই তেমত স্থিরত্বেরও অন্ত নাই; এই স্থির আকাশ সমাধি যাহা দেখা যাইতেছে, ইহাতেও দুই আনা বায়ুর অংশ আছে, যখন কেবল গতিবিহীন হইবে তখন এক ব্রহ্ম, এখানে থাকিলে নিম্নলিখিত চিহ্ন সকল হয়—মৃদুভাষণ, অল্প গন্ধবোধ, রসস্বাদ, রূপ দেখিতে ইচ্ছা, আর অল্প স্পর্শশক্তি, এই স্থির বায়ু বিশেষরূপে কণ্ঠেতে যাইলে কালের অনুভব হয় অর্থাৎ তখন ব্রহ্মেতে থাকিয়া কালেতে থাকা, সেখানে থাকিলে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, সমুদয়ের অনুভব হয় (সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ এই ধর্ম্ম)। আত্মা=ক্রিয়ার পর অবস্থা—মনে তখন আর কোন ধর্ম্ম নাই, নাভিতে মনের আধার, ঐ স্থান হইতেই শব্দের উৎপত্তি

বায়ু দ্বারায়, সেই বায়ু আপনা হইতে স্থিরেতে মিলায় তখন মনেতে মন মিলিত হয়, সেই পরমপদ ইঁহার দ্বারায় স্থির হইয়া সমস্ত দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়, গুণ এবং কর্ম্ম, বাহিরে ও ভিতরে, ব্রহ্ম, ক্রিয়া, ক্রিয়ার পর অবস্থা ও ক্রিয়াবিশিষ্ট সংযোগ ও বিভাগ বায়ুর দ্বারায় ভিতরে বোধ হওয়াতে তদনুরূপ বাহিরেও বোধ হয়, ইহা না থাকিলে সংযোগ ও বিভাগের বোধ হইত না। মনেরও এইরূপ সংযোগ ও বিভাগ বোধ হইলে মন আর অন্যদিকে যায় না,প্রযত্ন মাত্রেই এই বায়ু দ্বারায় হয়, কারণ স্থির না হইলে ক্রিয়ার প্রযত্ন হয় না ও কোন কর্ম্মও করা হয় না, এই ভাবও আট্‌কাইয়া থাকা ইহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় না থাকায় বায়ুর দ্বারায় ক্রমশঃ উৎক্ষেপিত হয়, যেমন ঢেলাটা স্থির থাকিলে তাহাকে ধরিয়া উৎক্ষেপণ করা যায়; এই অস্ত যখন স্থির বোধ হইতেছে (ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থা) আর ক্রিয়ার পর অবস্থা অনন্ত ইনিই সকলের সত্ত্বা, ইঁহাতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদি নির্লিপ্তভাবে থাকে—ক্ষণিক, অধিকক্ষণ স্থির হইয়া থাকিলে বাতে ধরে, এই নিমিত্ত ইহার আর একটী নাম বাত, ইহার গতি টেরা ছুঁচাবাজির মত যাইয়া সমান হয় এই বায়ু সকলের গতিকে সমান করে তন্নিমিত্ত ইহাতে সর্ব্বদা থাকা উচিত, ইহার আর একটী নাম প্রভঞ্জন (প্রকৃষ্টরূপে ভেঙ্গে ফেলে বলিয়া ভিতরে ও বাহিরে কোন কিছুতেই স্থির থাকিতে দেয় না অর্থাৎ কোন এক বস্তুতে মন স্থিরভাবে থাকে না, সমানরূপে থাকিতে থাকিতে আর থাকিতে পারে না, কারণ মনকে অপান ত্যাগ করিয়া প্রাণে যাইয়া পৃথক্ করিয়া দেয়, আর সে স্থান

হইতে সুন্দররূপে পৃথক্ হইতে কোন ক্লেশ বোধ হয় না তখন সহজে অন্য দিকে পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়) যে বায়ু মনকে অন্য দিকে লইয়া যায় তাহার নাম বাতি, ইনি কণ্ঠ পর্য্যন্ত যাইয়া অনেক রকম অস্বাভাবিক বকান (এই তাহার শক্তি) যাহা আপনাপনি হইয়া উঠে, এই স্থির বায়ুর আয়ুনাশস্বরূপ যে ক্ষতি তাহা হয় না, তন্নিমিত্ত ইহার নাম অক্ষতি, এই অক্ষ ব্বৃত্তিতে সদা যোগীরা হোম করেন, এই শান্তিপদ, এই যোগ ধারণা ইঁহার আর একটী নাম অনমিত্র, অ শব্দে ব্রহ্মা, ন শব্দে নাশ, যাহা হইতে নাসিকা হইয়াছে অর্থাৎ যে বায়ুর দ্বারায় নাশ করে, মিত্র শব্দে বন্ধু, সৃষ্টি সংকল্পের নাশ করেন যে বন্ধু, তিনি স্থিতিপদ মৃত্যু অপেক্ষা শত্রু নাই এবং বাঁচিয়া থাকা-পেক্ষা মঙ্গল নাই, এই বাঁচা স্থিতি দ্বারায় হয়, তন্নিমিত্ত ইনি পরম মিত্র, কারণ ইনি অমরপদকে দান করেন। আবার ইনি যখন অধিকক্ষণ স্থির থাকেন তখন মনে ভয় হয় যে, আমিতো আছি মরিয়া যাই নাই, এই স্থিরত্বে থাকিলে একবার এদিক একবার ওদিক লইয়া যায়; এই নিমিত্ত ইঁহার আর একটী নাম প্রকম্পন, এই সমান বায়ুতে থাকিতে২ শরীর কম্পমান, যাহাকে মধ্যম প্রাণায়াম কহে। ভ্রমবশতঃ অধিকক্ষণ কোন বস্তুতে থাকিলে ভয় দর্শন হয়, এই বায়ুতে থাকিলে সর্ব্বদা সমান অবস্থা রাখে, তন্নিমিত্ত ইঁহার নাম সমান বায়ু, ইনি সকলকেই পোষণ করেন, চামড়া এই স্থিতি দ্বারায় স্থির হইয়া বৃদ্ধিকে পাইতেছে, যদ্যপিস্যাৎ চামড়াতে এই স্থিরত্ব না থাকিত তবে ইহার অণু সকল ভিতরেতে পৃথক্ হইয়া যাইত, ভিতরের

স্থিতিস্বরূপ আকাশ শরীরের উপরেও আছে। ব্রহ্মাণু দশগুণ হইয়া আকাশে মিলিত আছে তন্নিমিত্ত ব্রহ্ম ব্রহ্মকে স্পর্শ করিলে আপনাপনি বোধ হয়, ব্রহ্মের অণু আকাশেতে থাকায়, যে আকাশ দৃষ্টি করিলে অনন্ত দেখায় সেই আকাশের অণু পৃথিবীতে লক্ষ গুণ, ঐ আকাশের অনন্ত অণুর স্থিরভাবে দাব-নেতে এই উপরকার চামড়ার অণু সকল গলিয়া না পড়িয়া স্থিরভাবে আটকাইয়া আছে, আর রক্ত স্থিরভাবেতেই থাকিয়া ঐ দাবন বশতঃ অতি দ্রুতগতিতে অর্থাৎ এক নিশ্বাস টানা ও ফেলার সঙ্গে সঙ্গে পদাঙ্গুলি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ভিতর ভিতর আসিতেছে ও যাইতেছে। যাহার রং প্রথমতঃ রস হওয়াতে জলবৎ থাকে পরে হৃদয়েতে যাইয়া রক্তবর্ণ ধারণ করে, ঐ রক্ত তেজের দ্বারায় সমান বায়ুতে আসিয়া সর্ব্বত্র ব্যাপক হইতেছে, ঐ রক্তকেও স্থির বায়ু স্থির রাখিয়াছে, স্থির না থাকিলে ঐ রক্ত ফাটিয়া বাহির হইত এবং তেজ ও রক্ত নির্গত হইত। এই স্থিতি আছে বলিয়া মনুষ্যের স্থিতি। ক্রিয়াবানেরা মরুতের স্থিরত্বের বিষয় সর্ব্বদা জানিতেছেন, যাহার বৃদ্ধি করিলে অমরপদকে পায় আর মরুত না থাকিলে সকলেই মরিয়া যাইত এই শরীরের প্রত্যক্ষ কর্ত্তা, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন (ঈশ্বর) তিনি সকলের হৃদয়ে স্থিররূপে বিরাজমান। গুরুবাক্যের দ্বারায় তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে লাভ ও ভজনা উচিত, আকাশে স্থিতি আছে সমানরূপে, ক্রিয়াবানেরা সমান বায়ুতে থাকায় সর্ব্বত্রে সমদর্শিতা লাভ করেন, ইহারি নাম যোগ (সমত্বং যোগমুচ্যতে) এই সমান বায়ুতে স্থির হইলে

ভ্রূমধ্যে এক জ্যোতি দৃষ্টি হয়, নির্ব্বাত দীপের ন্যায় ইনি সূক্ষ্ম শরীর।

উপর্য্যুক্ত বায়ু সর্ব্ব শরীরে যাইয়া ব্যান নামধারণ করিয়াছেন, এই বায়ুর নাড়ির নাম পুষা; সকল শরীরের বায়ু আবদ্ধ অর্থাৎ অবরোধ করিলে সূর্য্যের ন্যায় দেখা যায়, যাঁহাকে কূটস্থ ব্রহ্ম বলে, ইহাঁরি ভিতর ব্রহ্ম আছেন, তিনি সর্ব্বশরীরে যত আধার অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, তেজ, অপ, ক্ষিতিএই সকলেরই ভিতরে ও বাহিরে আছেন, ইঁহার গতি ঊর্দ্ধে বিশেষ গতি যোনি হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত, তন্নিমিত্ত ইঁহার নাম উদ্বহ, উত্তর দিকের বায়ু যেরূপ নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগাইয়া দেয়, তদ্রূপ কূটস্থ দর্শনে সকলকে জাগ্রত করিয়া দেয়, কাম ক্রোধাদি যত শত্রু আছে তাহাদিগকে এই বায়ু দ্বারায় জয় করা যায় ও এই বায়ু দ্বারায় আকাশে দীপ্তি হয় অর্থাৎ কূটস্থ দর্শন হয়। সর্ব্বদা শরীরে মন দিলে অর্থাৎ ব্যানে থাকিলে অপরিপাক জন্মায়, মৃত্যু হইলে এই বায়ুতে শরীরকে স্ফীত করে, শরীর অর্থাৎ মৃত্তিকা ইহা ধ্বজার ন্যায় স্ফীত হইয়া উচ্চ হয়; এই বায়ু আদির ন্যায় বেগে সর্ব্বশরীরে চরিতেছে কিন্তু যখন মিত অর্থাৎ মাক্ষিকরূপে তখন উহার নাম কম্পলক্ষ্যা অর্থাৎ এই বায়ুতে যাইয়া কম্পের লক্ষ্য হয়, ইহার দ্বারায় সকলের শোচনা হয় অর্থাৎ কিংকর্ত্তব্য কিমকর্ত্তব্য এইরূপ মনেতে হয় ইনি এই শরীরকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, ইনি গ্রহস্বরূপ বাসস্থান সকল শরীরে ব্যাপিয়ারহিয়াছেন, ইঁহার ধারণার অন্ত নাই, যাঁহার যত বড় শরীর হউক না কেন, তাঁহার তত বড় ধারণাশক্তি এই বায়ু

দ্বারায় হইতেছে। বৃহৎহস্তীরওমাংস সকলএই বায়ু শক্তি দ্বারায় ধারণ হইতেছে, গাত্র হইতে খসিয়া পড়িতেছে না। ইনি হরিণের মত লাফ দিয়া নিশ্বাসের সহিত মস্তক পর্য্যন্ত যাইতেছেন এবং প্রশ্বাসের সহিত পদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত অধঃ হইতেছেন। ইঁহার গতি বিদ্যুতের ন্যায়, এই ব্যান বায়ুতে আপন শরীর পূরিত করিয়া অন্যের মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে ও দিতে পারে যাহাকে ইংরাজিতে মিস্‌ম্যারিজম কহে। ইনি প্রথমে বরুণ নামে খ্যাত হয়েন, অর্থাৎ কণ্ঠ, চক্ষু ও মূর্দ্ধা এই তিন স্থানের দ্বারায় অভিব্যক্ত হয়, এই বায়ু সর্ব্ব শরীরে থাকায় ইহার আর একটী নাম ধ্যান, এই বায়ু কর্তৃক হাঁই উঠায়,যে সর্ব্বদা হাঁই তুলিতে পারে সে এই বায়ুতে থাকে, ইহাতে থাকিলে আকুঞ্চনশক্তি গুহ্যে এবং সর্ব্বত্রে ভালরূপে করিতে পারে, যদি বিশেষ বল থাকে অর্থাৎ বলবান হয়, আর এই বায়ু দ্বারায় বাহিরে এবং অন্যের প্রতি প্রসারণ হইয়া থাকে অর্থাৎ অন্যকে বশীভূত করিতে ও ছাড়িয়া দিতে পারে ও ভিতরের মলের আকুঞ্চন ও প্রসারণ এবং মনের অন্যত্রে অর্থাৎ মনের দ্বারায় যেখানে সেখানে যাওয়া ও সকলের মনের ভাব জানা ইত্যাদির, ইনি আপনি রাজত্ব করেন ও অন্যেকে রাজত্ব দিতে পারেন অর্থাৎ ক্লেশ দূর করেন এই নিমিত্ত ইহার শনাম দ্বিশক্র

ব্যান বায়ুর উর্দ্ধে গমন শক্তি থাকায় ইঁহার আর একটী নাম উদান, এই বায়ু কিঞ্চিৎ বিস্তার পূর্ব্বক জলের অণুর সহিত উঠে, ইঁহার স্থান কণ্ঠ, মস্তক ও নাসিকার প্রান্তভাগ, এই বায়ু নাড়ির নাম অলম্বুষা, যাহা ঢেকার তুলিবার সময় সকলেই ইচ্ছা

করিলে অনুভব করিতে পারেন। ইনি যখন ব্যান হইতে পুনরাগমন করেন তখন ইঁহাকে অবাহ কহে, এই অবাহ বহন করিতেছেন, ইঁহার গতি মূলাধার হইতে নাসিকা পর্য্যন্ত, ইনি গন্ধকে উর্দ্ধে বহন করেন অর্থাৎ গন্ধের অণুকে আনেন, অর্থাৎ যে যেরূপ আহার করেন তাহার তদ্রূপ গন্ধবিশিষ্ট ঢেকার উঠে। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই তিন স্থানেরই সুখদাতা, এই নিমিত্ত ইঁহার আর একটী নাম ত্রিশক্র, ঢেকার উঠায় গুহ্যদ্বারের অসুখ নিবারণ হয়, পেটের এবং মস্তকেরও আর অতি শীঘ্র গমন করেন। ইনি যখন থাকেন তখন লোকে কূটস্থে থাকিতে পারেনা ইহার নাম মারুত অর্থাৎ পেটের ভিতরের বায়ু নিম্নে গমন হয় না, তন্নিমিত্ত ইহার একটী নাম অপাৎ; আর এই বায়ুর যোনি হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত গতি হওয়ায় ইঁহার নাম পবন, ইনি শরীরকে শুদ্ধ ও পবিত্র করেন। ঢেকারকে বাধা দেওয়া যায় না, সর্পের ফণার মত উর্দ্ধ দিকে উঠেন, আর এই ঢেকার নিশ্চয় সকলের উঠিবে, এই গতি দ্বারায় প্রাণায়ামে উর্দ্ধগতি মস্তকে হইলে নিশ্চয় ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়; এইরূপ ব্রহ্মেতে থাকায় শ্বাস প্রশ্বাস বাহিরে চলে না, ভিতরে ভিতরে চলে, ইনি ত্বগিন্দ্রিয়ব্যাপী, ইহার আর একটী নাম ঘৃতির্ঘ, ইহা দ্বারায় কূটস্থ দর্শন হওয়ায় পাপ নাশ হয়,উদ্গীরণ জন্য ইঁহার আর একটী নাম উদান প্রায় একবার লোকের হইয়া থাকে তন্নিমিত্ত ইহার নাম সকৃৎ। এই সকৃৎ একবার উঠিলে আর নামিতে চাহে না, মস্তকে উঠিয়া থাকায় ইহাকে পরিবাহ কহে অর্থাৎ উপরে (মস্তকে) বহন করেন, এই নিমিত্ত ইহার দ্বারায় মস্তকে ভার হয়, এই বায়ু

সকলেরই রহিয়াছে কিন্তু কাহারও অনুভব হয় না, এই নাড়ির নাম গান্ধারী এই বায়ু সকলকে বুঝিয়াও বুঝিতে দেয় না, যেমন চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, গুরু বাক্যেতে ক্রিয়ার অনুভব হইলেও ক্রিয়া করিতে মন যায় না যে বায়ু দ্বারা তাঁহার নাম অনিল, ঐ বায়ু গুহ্যদ্বার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্মযোনি পর্য্যন্ত অনেকক্ষণ থাকে, বর্ণ নীলবর্ণ নহে ধূম অপেক্ষা পাতলা ইনি স্থির থাকিলে সমস্ত শরীর আরোগ্য থাকে আর ব্যতিক্রমে বহু রোগ হয়, এই বায়ু শীত উষ্ণ বর্জিত সদা বসন্তকাল, ইনি ভিতরে ভিতরে সদা রহিয়াছেন, ইহাঁকে কেহ জয় করিতে পারে না, ইহার আর একটী নাম সমীরণ। যেমন পশ্চিমে বাতাস শীতল ও স্বাস্থ্যকর, এ বায়ুও তদ্রূপ, ইহার আর একটী নাম সুষেণ অর্থাৎ শীঘ্র শীঘ্র সকল বস্তুর অর্থগ্রহণ করেন যেমন বাজপাখি অন্যান্য পাখি ধরে অর্থাৎ ব্রহ্মেতে থাকিয়া সূক্ষ্ম বস্তুর অনুভব হয়, ইহাতে স্থিরভাবকে প্রাপ্ত হয়, তখন শ্বাস কম ও প্রশ্বাসই অধিক হইয়া থাকে, এই স্থির বায়ু না থাকিলে প্রশ্বাসই হইত না কারণ শ্বাস উর্দ্ধেতে যাইয়া স্থির বায়ুর প্রতিঘাতে নিম্নে আইসার নাম প্রশ্বাস। সুষেণ বায়ুতে ভালরূপে থাকিলে শীত উষ্ণ বোধ হয় না, এই বায়ুতে থাকিলে অনেক দূরের বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, এই নিমিত্ত ক্রিয়া করিলে ভবিষ্যদ্বক্তা হয়, সুতরাং ভূতেরবিষয় দেখিতে পায়, যখন ভূত ভবিষ্যৎ দুই দেখিল তখন বর্ত্তমানের বিষয়তো অবশ্য দেখিবার কথা, এই নিমিত্ত ঐ বায়ুর নাম প্রসদাক্ষ, অর্থাৎ দূর দৃষ্টি, যিনি ক্রিয়া না করেন বায়ুর বিষয় তাঁহার বুঝিবার ক্ষমতা নাই, ইহার

আর একটী নাম সুখাষ (এই বায়ুতে অর্থাৎ ব্রহ্মেতে থাকায় বিশেষ সুখ হয়), ইনি সুখদাতা অর্থাৎ ইহাতে যত থাকিবেন ততই সুখ পাইবেন, যিনি যেরূপ ক্রিয়া করিবেন তাঁহার তদ্রূপ সুখানুভব হইবে। এই বায়ুতে থাকিয়া দেবতারা দেবতা অর্থাৎ ত্রিনেত্র মহাদেব হইয়াছেন, আর এই বায়ুদ্বারায় আকাশে গমন করিয়া পরের মনের কথাদি বলিতে পারেন, এই নিমিত্ত ইহার আর একটী নাম বিহগ অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীরে উড়িয়া যাইতে পারেন, ইহাকেই উড্ডীয়ান বায়ু কহে, এই বায়ুব আর একটী নাম ঋতবাহ, ঋত শব্দে ব্রহ্ম, বাহ শব্দে প্রবাহ স্রোত অর্থাৎ ব্রহ্মে থাকিয়া পরমানন্দ লাভ করত আপনাপনি সমস্ত বস্তুর অনুভব হয়, ইহার আর একটী নাম নভঃস্বর নভঃ আকাশ, স্বর শব্দে বাহির হয়, এই শব্দ অনুভব হইলে পর ব্যোমে থাকিয়া অন্যের কথা দূর হইতে শ্রবণ করা যায় এবং নানা প্রকার শব্দ শুনা যায়, তন্মধ্যে প্রধান দশ—১ ভৃঙ্গ, ২ বেণু, ৩ বীণ, ৪ ঘণ্টানাদ, ৫ কাঁসর, ৬ দীর্ঘঘণ্টা, ৭ শঙ্খ, ৮ মৃদঙ্গ, ৯ মেঘ ১০ সিংহ, কিন্তু এই সমস্ত শব্দ অনেকক্ষণ থাকে না এই স্থির বায়ুই প্রাণ, ইহা দ্বারায় চক্ষের পাতা পড়ে, এই স্থির বায়ুই শরীর হইতে বহির্নির্গত হয়েন, ইহার আর একটী নাম ত্রিশক্র অর্থাৎ ইনি তিন স্থানে ইন্দ্রত্ব বা রাজত্ব করিতেছেন অর্থাৎ সত্বগুণে উর্দ্ধ গমন হেতু নিত্য ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতেছেন, রজোগুণে রাগান্বিত হইয়া অনিত্য যুদ্ধাদির সুখভোগ করিতে-ছেন, এবং তমোগুণে আবৃত হইয়া অধোগমন করত অনিত্য অসুখকর নরকে গমন করিতেছেন, এই স্থিরত্বতে গমন করত

ইনি হস্তিনী নাম্নি নাড়িতে পরাবহ নাম ধারণ করিয়াছেন, যিনি মাতরিশ্বা অর্থাৎ জগৎমাতা অর্থাৎ জগৎকে অণুস্বরূপে ধারণ করিয়া আছেন (ব্রহ্ম) সত্য ব্রহ্মেতে থাকায় সত্যজিৎ নামে খ্যাত অর্থাৎ ব্রহ্মেতে থাকিয়া ব্রহ্মের অণুর অনুগামী হইয়া আপনাপনি সকল বস্তুর অনুভব হইতেছে যিনি চলায়মান জগতের প্রাণ, এই স্থিরত্ব পদ, ব্রহ্ম ইহাঁকেই ঋতব্রহ্ম কহে ইহঁাকেই জানা উচিত ইহঁারই নাম পবমান, যাঁহাকে লোকে বেদ কহে, যাহা কি ক্রিয়ার পর অবস্থা, ইহঁার আর একটী নাম ঋতজিৎ, ব্রহ্মেতে থাকিলে তাহাও যখন দেখা যায় না অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ অব্যক্ত পদ ইনি স্থির বায়ুতে থাকিয়া গমনাগমন করিতেছেন কিন্তু আপনাতে আপনি না থাকায় তাহাও বোধ হয় না, ইনিই প্রাণরূপে কূটস্থে থাকিয়া চিত্তকে চলায়মান করিতেছেন ইচ্ছা তৎপর হইয়া, অতএব এই স্থিরত্বতে সর্ব্বদা থাকিলে আর ইচ্ছা হয় না যাহাকে সমাধি কহে এই ইচ্ছাতেই সৃষ্টি এই বায়ুই ধাতা হইতেছেন, ইনিই সকল ইচ্ছাকে হরণ করেন তন্নিমিত্ত ইহার নাম হরি, ইহাতে থাকিলে মোক্ষ অর্থাৎ অন্য দিকে আর মন যায় না, ব্রহ্ম ব্যতীত সকলেরই অন্ত আছে ইনি সকলের এবং অন্তকালের মিত্র হইতেছেন ইহাঁকে স্মরণ করিয়া মরিলে পরম গতি প্রাপ্ত হয়, ইনিই সংসারের সার ইঁহা হইতে সকলেরই উৎপত্তি ইনি নিত্য সদা রহিয়াছেন, ইহঁাতেই পুরুষোত্তমের বাস ইনি সকল অপেক্ষা বড় অর্থাৎ অণুস্বরূপে বিশ্বেশ্বর, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী, আবার বিভিন্নরূপে মিত অতএব বায়ু প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। এই উপ:

রোক্ত বায়ু সকলের ঐক্যতা ছয় চক্রের সহিত আছে। মূলাধারের চারি পদ্মে চারি বায়ু লিঙ্গমূলে ছয়, মণিপূরে আট, হৃদয়ে বার, কণ্ঠে ষোল, আজ্ঞাচক্রে তিন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি এই ছয় দেবতা স্বশক্তির সহিত উনপঞ্চাশ দেবতা হইয়াছেন। (যেমন মূলাধারে ব্রহ্মা, গণেশ, জগদ্ধাত্রী ও সরস্বতী, এই প্রকার প্রত্যেক চক্রের প্রত্যেক দলে দেবতা আছে ইহাঁরাও উনপঞ্চাশ,) এই শরীরে বিরাজমান যাহা তন্ত্রেতে বিশেষরূপে লেখা আছে, উপরোক্ত বায়ু সকল যেমন অন্তর্জ্জগতে সেই প্রকার বহির্জ্জগতেও আছেন, এই নিমিত্ত মনের ও শরীরের সহিত বহির্জ্জগতের এত নৈকট্য যেমন মেঘবিশিষ্ট দিবসে শরীর ও মন উৎসাহহীন হইয়া পড়ে। জীব সকলের রোগমাত্রেই বায়ুর বিকারে হইয়া থাকে, যে বায়ুর বিকারে যে রোগের উৎপত্তি, সেই বায়ুকে সমভাবে রাখিতে পারিলেই রোগ আরোগ্য হয় এই নিমিত্ত বাহিরের বস্তু দ্বারা রোগ আরাম হয় কারণ ঐ বস্তুতে ভিতরের বায়ুর বিষম আছে ইহা আয়ুর্ব্বেদে বিশেষরূপে লেখা আছে যাহা প্রত্যক্ষ—

(১) যাঁহার উপর স্থিতি তিনিই আধার (ব্রহ্ম) এবং তিনিই মূল, সেই মূলে যে বায়ু আছে তাহার নাম সংবহ অর্থাৎ স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ প্রাণ, ইহাঁকে বহন করিতেছেন যিনি তাঁহার নাম সমির তিনি অধোমুখে রহিয়াছেন, প্রাতঃকালে সকলেই বহির্দ্দেশে গমনের পূর্ব্বে অনুভব করেন; এইখানে মূলাধার সমির বায়ু শক্তিস্বরূপে অগ্নিকোণের পদ্মেতে বিরাজ-

মানা যাঁহাকে যোগীরা সরস্বতীরূপে দেখেন, সরস্বতী শুক্ল বর্ণাং শুক্লবস্ত্রপরিধানাং দ্বিভুজাং রক্তলোচনাং শ্বেতচন্দনলেপিতাং আরও নানা দেবালয় দানবাদি স্থান এবং স্থাবর জঙ্গম কীট পশু মানবাদি ও জ্যোতির্ম্ময় যং বীজ লক্ষ্য হয়।

(২) এই চক্রের নৈঋত কোণে যে শক্তিস্বরূপা বায়ু আছেন তাঁহাকেও যোগীরা সরস্বতী বিনায়করূপে দেখিয়া থাকেন, শ্বেত-বর্ণাং দ্বিভুজাং শ্বেতমাল্যোপশোভিতাং,এই বায়ুর নাম অজগৎ-প্রাণ, এই স্থির বায়ু দ্বারায় জন্ম, মৃত্যু, যাহা এই চক্ষের অদৃশ্য, এখানে যোগীরা পৃথিবীকে চতুষ্কোণ ও চতুর্দ্দশ ভুবন, ও জ্যোতির্ম্ময় পীতবর্ণ লং বীজ দেখেন ঐ স্থান হইতে হিমালয় পাহাড় দেখা যায়।

(৩) এই চক্রের মরুত কোণে প্রকম্পন নামে যে বায়ু আছে তাঁহার নাম সাবিত্রী, ইনিও সরস্বতী এই তিন সরস্বতী দ্বারা তিন স্বর চলিতেছে, ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না; যোগীরা এই বায়ু শক্তিরূপাকে দেখেন কুন্দপুষ্পপ্রভাং দ্বিভুজাং পঙ্কজেক্ষণাং এইখানেই ত্রিবলয়াকাররূপা কুণ্ডলিনী আছেন ইহারি অর্দ্ধ ফণা সর্পাকারা পর পদ্মেতে আছেন, যিনি জগতকে ধারণ করিয়া আছেন, এখানে যোগীরা চন্দ্রশেখর মলয় পর্ব্বত ও জ্যোতির্ম্ময় বং বীজ দেখিতে পায়েন, এবং প্রাণায়ামের সময় এই বায়ুর দ্বারায় সমস্ত শব্দ আপনাপনি উচ্চারিত হয় ও লং বীজ দেখা যায়। এই চতুষ্কোণ পৃথিবীর সাবিত্রী শক্তি সহিত দেবতা ও পর্ব্বত দেখা যায়, ইহাদিগের বাহন গজেন্দ্র, আরও নানা পর্ব্বত ও সুবেণু নামক পর্ব্বত দেখা যায়, এই

পৃথিবীতে নাদ এবং আরও দুই পর্ব্বত আছে ইহার বীজ হ্রীঁ কূর্ম্মদেবের উপর এই পৃথিবী এবং তাহার উপর মায়ার টান।

(৪) এই মূলাধারের ঈশান কোণে যে বায়ু আছে তাহার নাম আবক এই বায়ু শক্তিরূপা রূপ জগদ্ধাত্রী শুক্লবর্ণাং ত্রিনয়নাং চতুর্ভুজাং চকোরাক্ষীং চারুচন্দনচর্চ্চিতাং রত্নালঙ্কার-ভূষাঢ্যাং শ্বেতমাল্যোপশোভিতাং রূপ যোগীরা দেখেন আরও সপ্ত সমুদ্র বলায়াকার দেখায়, আর এই বায়ু শক্তিরূপা রূপে চতুর্দ্দলে আছেন। এই শক্তিতে স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ প্রাণ প্রবেশ করি-লেই মৈথুন, এই মৈথুন দ্বারায় সমাধি ইহাতেই মহাদেব মহা-যোগী, নিরন্তর প্রাণায়ামান্তর ধ্যানে বিচিত্র সামর্থ হয়, আর নিরন্তর শূন্য ধ্যানে এক বৎসরে সিদ্ধি হয়, এই রাজযোগ নিরালম্বে ইচ্ছারহিত হইলে রাজাধিরাজ যোগ হয়। মূলাধারে থাকিলে সূক্ষ্ম রক্তবর্ণ ত্রিকোণ জ্যোতিরূপা রং বীজ ও তাহার মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ দেখা যায়।

মুলাধারে চারি বায়ুর চারি দেবতা—

সাধিষ্ঠানে	...	৬— ৬	এই সমস্ত মিলিয়া বায়ু এক দেবতা এক।
মণিপুরে	...	১০—১০	
অনাহতে	...	১২—১২	
বিশুদ্ধাখ্যে	...	১৬—১৬	
আজ্ঞাচক্রে	...	২— ২	

এই উনপঞ্চাশ বায়ু, অতএব সকলি বায়ু, সমস্ত চক্রের বায়ু অপানের আকর্ষণে থাকায় চক্রের পদ্ম সকল অধোমুখে

রহিয়াছে, ইহাদিগকে প্রাণায়াম দ্বারায় উর্দ্ধমুখ করা উচিত, মূলাধার পর্য্যন্ত বায়ু গমন করিলে বিদ্যুতের ন্যায় প্রভা হয়, এবং বন্ধুক পুষ্প (আতুসি ফুল) সদৃশ রক্তবর্ণ দেখায়, এই স্থানে ব্রহ্মা অর্থাৎ যত ইচ্ছার বীজ, বাগ্দেবী অর্থাৎ যিনি ইচ্ছা দ্বারায় কথা বলান, সরস্বতী অর্থাৎ যিনি স্বর সকলের আদি এবং বিনায়ক ইনি কর্ত্তা ইহাঁরি বশে সমস্ত।

আধার চক্রের বিস্তার যাহা তন্ত্রে আছে।—অধোমুখং কুণ্ডলিনী শক্তিবেষ্টিতং শিবং। রাকিনী ধ্যানং যথা—শরচ্চন্দ্র প্রতিকাশাং দ্বিভুজাং লোললোচনাং। কৃষ্ণাম্বরপরিধানাং নানাভরণভূষিতাং। সিন্দূরতিলকোদ্দীপ্তামঞ্জনাঙ্কিত লোচনাং। ধ্যায়েৎ শশীমুখীং নিত্যাং ডাকিনী মন্ত্র সিদ্ধয়ে। কিন্তু বস্তুতস্তু সা কুণ্ডলিনী সুষুপ্তাং ভুজগাকাররূপিনীং স্বয়ম্ভূ লিঙ্গবেষ্টিনী এবং কোটী কোটী সহস্রার্ক কিরণোজ্জ্বলাং কোটী কোটী সুধাকরং সুশীতলাং ব্রহ্মাত্মিকাং জ্ঞানরূপাং কালরূপাং ত্রৈলোক্যরক্ষিতাং বিশ্বাতীতং মৃত্যুস্বরূপিনীং সনাতনীং মহাসূক্ষ্মা পথোপান্থান্তরগামিনীং নিবার শূকবত্তন্বীং বিষতন্তুতনিয়সীং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মূলাধারস্থিতাং শ্যামাং হ্লাদিনীঞ্চ ততোঽধঃ চতুষ্কোণ ১০০০০০ লক্ষ যোজন বিস্তীর্ণং জম্বুদ্বীপং তন্মধ্যে গজপৃষ্ঠোপরি নাদস্থা সাবিত্রী-সহব্রহ্মা লোকান্ সৃজতি এবং নানা দানব গন্ধর্ব্ব কিন্নর মানবাদি নানা জীব দানবাদি নানা জীব পর্ব্বত পাদপ-লতাদয়ং প্যাস্তি ততোঽধঃ কূর্ম্মবাহনস্থ মায়া বিরাজয়তি তদ্বাহ্যে লবণেক্ষু সুরাসর্পি দধি দুগ্ধ জলালয়াং বলয়াকাররূপেণ বেষ্টিতাং।

লিঙ্গমূল=সাধিষ্ঠান—৬ দল পদ্ম ব, ভ,ম, য, র, ল, রক্তবর্ণ

রাকিনী শক্তি, মহাবিষ্ণু শিব, মহাবিষ্ণু রাধা, ভেড়াবাহন, ক্ষীরোদ সাগর বলয়াকার, তোয়মণ্ডল, বংবীজ শুক্লবর্ণ নানাদেব স্তূয়মান।

১। অগ্নিকোণে যং বীজ এখানে চঞ্চল নামে বায়ু আছে, ইনি ক্ষীরোদ সাগরের জলকে উর্দ্ধেতে ফেলাইয়া দেন, ইহাঁরি নিম্নে মূলাধারে সংবহ নামে বায়ু আছে তাহাই উৎক্ষেপন করে, সেই শক্তিরূপা বায়ুব রূপ ধূম্রবর্ণা মহারৌদ্রীং ষড়ভুজাং রক্তলোচনাং রক্তাম্বরাং নানালঙ্কারভূষিতাং।

২। তৎপরে দক্ষিণ দিকের পদ্মের বীজ রং। এখানকার বায়ুর নাম পৃষতাংপতি, স্পর্শমাত্রেই কর্ত্তা হইয়া বসেন, ইনি বলরূপ মহাবল পরাক্রান্ত, সেই শক্তিরূপা বায়ুর রূপ লোল-জিহ্বাং মহারৌদ্রিং রক্তাস্যাং রক্তলোচনাং। রক্তবর্ণাং অষ্টভুজাং রক্তপুষ্পোপশোভিতাং।

৩। তৎপরে নৈঋ‌র্ত কোণের পদ্মের বীজ লং। এখানকার বায়ু গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত থাকায় ইহার নাম অপান, আর মূলাধারের নৈঋ‌র্ত কোণে ইনিই অজগৎপ্রাণ ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার দ্বারায় জন্ম ও মৃত্যু হয়, এই বায়ুতে ধ্যান করিলে ক্ষুধা করে ও লিঙ্গমূলে যে বায়ু অপান নামে অধোমুখে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত আছে তাহাও চিন্তা করিয়া ক্রিয়া করিলে ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, ইনি একা ইন্দ্রিয় ইন্দ্রের ন্যায় সকল ইন্দ্রিয়কে প্রজাস্বরূপে বশে রাখিয়া-ছেন, এই শক্তিরূপা বায়ুর রূপ যাহা যোগীরা পীতবর্ণাং চতুর্ভুজাং রক্তপঙ্কজলোচনাং ভীমাং দেখেন।

৪। তৎপরে পশ্চিমদিকের পদ্মের বীজ বং। এখানে যে

বায়ু আছেন তাহার নাম বিবহ অর্থাৎ বিশেষরূপে বহন করেন, যাহার দ্বারায় অনেকক্ষণ উত্থিত থাকে এই বায়ুর নাম স্পর্শন, এই বায়ু স্থিরত্বতে থাকিয়া পশ্চিম দিকে স্পর্শ অনুভব হয় সর্ব্ব শরীরে, ইহার নিম্নে মূলাধারে আবক নামে বায়ু আছে ইহাই উঠাইয়া ফেলিয়া দেয়, এই স্পর্শন বায়ু শক্তিরূপার রূপ(নীলবর্ণাং ত্রিনেত্রাং নীলাম্বরধরাং নাগহারোজ্জ্বলাং দ্বিভুজাং পদ্মলোচনাং) যোগীরা দেখেন।

৫। তৎপরে উত্তরদিকে যে পদ্ম আছে তাহার বীজ ভং। এখানে যে বায়ু আছে তাহার নাম বাত, ইহাঁর গতি তির্য্যক্, এই শক্তিরূপা বায়ুকে যোগীরা অগ্নিবর্ণাং ত্রিনেত্রাং নাগকঙ্কন শোভিতাং বরাভয়করাং।

৬। তৎপরে পূর্ব্বদিকে যে পদ্ম আছে তাহার বীজ মং, আর ঐ স্থানের বায়ুর নাম প্রভঞ্জন (মনকে ভালরূপেপৃথক্ করে বলিয়া) এই শক্তিরূপা বায়ুকে যোগীরা যেরূপ দেখেন— কৃষ্ণাং দশভুজাং ভয়েৎ পীতলোহিতলোচনাং কৃষ্ণাম্বরধরাং।

সাধিষ্ঠানের বিস্তার বিবরণ।

সাধিষ্ঠান পদ্ম জলমণ্ডলং ভূর্লোকঃ গোলোকাখ্য ষড়দলং বিদ্যুৎপুঞ্জনিভং অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শুক্লবর্ণ মণ্ডলং তন্মধ্যে ত্রিকোণ মদনালয়ং তন্মধ্যে বিষ্ণুনাম শিবঃ রাকিনীশক্তি সহিতং অর্থাৎ রাধাশক্তি সহিতং বিরাজয়তি, তৎপ্রমাণং নির্ব্বাণতন্ত্রে। পদ্মমধ্যে গোলোকাখ্যং শ্রীবিষ্ণুর্ভোগমন্দিরং তত্রৈব সততং ভাতি দ্বিভুজং মুরলীধরং। নিরাকারো মহাবিষ্ণু সাকারোঽপি ক্ষণে ক্ষণে যদা সাকাররূপোসৌ

তদৈব মুরলীধর। তদা সত্ত্বময়ং বিষ্ণুর্ভুবনং পাতি নিশ্চিতং। বীজকোষস্য বাহেতু বেষ্টিতং তোয়মণ্ডলং। প্রমাণং সুন্দরং তোয়ং যথা ক্ষীরোদসাগরং। তত্রৈব রাধিকাদেবী নানা সুখ বিলাসিনী। বামভাগে সদাভাতি রাধিকাকৃষ্ণবৎসলা। গোলোকস্থং মহাবিষ্ণু দ্বিভুজং মুরলীধরং। সদানন্দযুতং দেবং সমসঙ্গে বিরাজিতং। ইত্যাদি ধ্যানং যথা—পীতাম্বরং শান্তিমূর্ত্তিং বনমালাবিভূষিতং। নবীন নীরদ শ্যামং দ্বিভুজং মরলীধরং। রাকিনী অর্থাৎ রাধিকা ধ্যানং। যথা অরুণাদিত্যসঙ্কাশাং দ্বিভুজাং খঞ্জনেক্ষণং। সিন্দূরতিলোকোদীপ্তাং অঞ্জনাঙ্কিত লোচনাং। শুক্লাম্বরপরিধানাং নানাভরণভূষিতাং। ধ্যায়েৎ শশীমুখীং নিত্যাং রাকিনী মন্ত্র সিদ্ধয়ে।

নাভি ১০।

মণিপূরক চক্র।

হেমবর্ণ লাকিনী দেবা—রুদ্রাক্ষদেব–ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ প ব দেহ প্রবেশ—ঔষধ দেবতা সকল দেখা যায়, দশ দলপদ্ম, ভদ্রকালী রুদ্র—ভেড়াবাহন, সাধিষ্ঠানে হরিণবাহন, বোধ হয় তন্ত্রেতে লিখিতে উল্টা হইয়াছে। ডাকিনী শক্তি সহ অর্থাৎ ভদ্রকালী-সহরুদ্র নাম শিব—অগ্নিমণ্ডলং রং রক্তবর্ণং অভয়দং মেষবাহনং।

পূর্ব্বদিকে চারি, পশ্চিমে চারি, দক্ষিণে এক ও উত্তরে এক পদ্ম।

পূর্ব্বে—

১। এখানে যে বায়ু আছে তাহার নাম বাতি যাহার

দ্বারায় আপনাপনি বাক্য সকল হইতেছে, বীজ তং যোগীরা এই শক্তিরূপা বায়ুব মূর্ত্তি এইরূপ দেখেন। চতুর্ভুজাং মহাশান্তাং পীতবর্ণাং সদা ষোড়শবর্ষীয়াং রক্তাম্বরাং ত্রিনেত্রাং।

২। এই পদ্মেতে যে বায়ু আছেন তাঁহার নাম অক্ষতি, যাঁহার দ্বারায় আপনাপনি ধারণা হয়, বীজ থং, এই শক্তিরূপা বায়ুর মূর্ত্তি যোগীরা এইরূপ দেখেন। নীলবর্ণাং ত্রিনেত্রাং ষড়-ভুজাং পীতবস্ত্রধরাং।

৩। এই পদ্মেতে যে বায়ু আছেন তাঁহার নাম প্রকম্পন। এই বায়ুতে থাকিলে ইচ্ছামতে শরীর কাঁপাইতে পারেন, এই বায়ুতেই লোকে ভয় পায়; এই শক্তিরূপা বায়ুর মূর্ত্তি যোগীরা এই রূপ দেখেন। তরুণারুণ সঙ্কাশাচতুর্ভুজাং পীতবস্ত্রাং দ্বিনেত্রাং নানালঙ্কারভূষিতাং।

৪। এই পদ্মেতে যে বায়ু আছেন তাঁহার নাম সমান; ইনি শরীরকে পোষণ করেন, ইহাঁতে থাকিলে এক নির্ব্বাত দীপের ন্যায় দেখায় এই সূক্ষ্ম শরীরের জ্যোতি ধং বীজ এই বায়ু শক্তির রূপ যোগীরা এই রূপ দেখেন—মেঘবর্ণাং ষড়ভুজাং রক্তাম্বরধরাং দ্বিনেত্রাং।

৫। নাভির সম্মুখে যে চারিদল পদ্ম পূর্ব্বদিক হইতে আইসে লিঙ্গমূল হইতে। নাভির দক্ষিণ দিকে যে বায়ু আছেন তাঁহার নাম উদ্বহ এই মরুতে থাকিলে সমুদয় ইন্দ্রিয় জয় হয়, এই বায়ু উত্তর দিকের বায়ুব ন্যায় সকলকে জাগরিত করে নং বীজ এই শক্তিরূপা বায়ুকে যোগীরা দলিতাঞ্জনবর্ণাভাং

লোলজিহ্বাং সুলোচনাং চতুর্ভুজাং চারুচন্দনচর্চ্চিতাং কৃষ্ণাম্বরধরাং ঈষদ্ধাস্যং দেখেন।

৬। নাভির পশ্চিমে যে পদ্ম আছে তাহা নাভি হইতেই হইতেছে। পং বীজ ইহাঁর নাম নভস্বান্ ইহাতে থাকিলে অপাক জন্মায় ইনি স্থিররূপে আট্‌কাইয়া থাকেন। যোগীরা এই শক্তিরূপা বায়ুকে রক্তবর্ণাং বিচিত্রবসনাং দ্বিভুজাং পদ্মলোচনাং নানারত্নাদিভূষিতাং।

৭। ঐ পদ্মের পশ্চিমে আর এক বায়ু আছে তাহার নাম ধূলিধ্বজ এই বায়ুতে চক্ষে অন্ধকার দেখায় কিছুক্ষণের নিমিত্ত ফং বীজ ঐ বায়ুব শক্তিরূপা রূপ যাহা যোগীরা দেখেন প্রলয়াম্বুদবর্ণাভাং চতুর্ভুজাং লোলজিহ্বাং দ্বিনেত্রাং নানা-লঙ্কারভূষিতাং।

৮। ঐ পদ্মের পশ্চিমের পদ্মে যে বায়ু আছেন তাঁহার নাম কম্পলক্ষ্মা এই বায়ুতে থাকিয়া আপনাপনি শোচনাদি ও ধারণা হয় ডং বীজ, জবাসিন্দুরসঙ্কাশাং বরাভয়করাং ত্রিনেত্রাং বরদাং নিত্যাং মুক্তিপ্রদাং এই বায়ুব শক্তি রূপারূপ যোগীরা এই প্রকার দেখেন।

৯। কম্পলক্ষ্মা যে পদ্মেতে আছেন তাহার পর পদ্মে যে বায়ু আছে তাহার নাম বাস, ইনি দেহব্যাপী, ইহাঁতে থাকিলে বিশেষরূপে ধারণা হয় ঢং বীজ এই বায়ুর শক্তিরূপা রূপ যাহা যোগীরা দেখেন—রক্তোৎপলনিভাং রক্তপঙ্কজলোচনাং অষ্টাদশভুজাং ভীমাং।

১০। উপরকার পদ্মের পর পদ্মে যে বায়ু আছেন

তাঁহার নাম মৃগবাহন, ইহাঁর আকৃতি বিদ্যুতের ন্যায় ইনি শরীরকে ধারণ করিয়া আছেন, ইহঁার গতি অতি শীঘ্র যং বীজ, এই বায়ুর শক্তিরূপা রূপ যাহা যোগীরা দেখেন শুক্লাম্বরধরাং শুক্লবর্ণাং দ্বিভুজাং পদ্মলোচনাং নিত্যাং।

মণিপূরের বিস্তার বর্ণনা যাহা তন্ত্রে লেখা আছে।

নাভিমূলে স্বর্লোকং মরকতবর্ণং অর্থাং নীলবর্ণং দশদল পদ্মং নানা মণিপূরং অগ্নিমণ্ডলং রক্তবর্ণং রং ইতি বীজং তন্মধ্যে ত্রিকোণ মদনাগারং তন্মধ্যে রুদ্রনাম শিব ধূম্রবর্ণং সাকিনী শক্তিসহ অর্থাং ভদ্রকালীসহ বিরাজয়তি যথা দশপত্রং নীলবর্ণং সজলং ধনরূপকং ডাদি কান্তেন মন্ত্রৈশ্চ পঙ্কজে নাভিশোভিতং তন্মধ্যে বীজকোষে নিবসতি সততং বহ্নিবীজং সুসিদ্ধং বাহ্যে তন্ত্রে পুরাখ্যে নবতপননিভং সন্তিকং তন্ত্রিভাগে স্বর্লোকাখ্যমিদং দেবী সর্ব্বদেবৈ প্রপূজিতং। সাকারাং বহ্নিবীজঞ্চ সদৈব মেষবাহনং রুদ্রাদয়ং হি তত্রৈব মহামোহস্য নাশনং ভদ্রকালী মহাবিদ্যা বামভাগে সুশোভিতা। ব্রহ্মা যং স্বজ্যতে লোকান্ পাল্যতে বিষ্ণুরূপিণা, পরদেবো রুদ্ররূপ সদা সংহারকারক। সংহরেং রুদ্ররূপেণ ভদ্রকালিকয়াসহ, যদ্রূপং কথিতং পূর্ব্বং গোলোকং সর্ব্বমোহনং, তস্মাং বৈ সর্ব্বতোভাবে রুদ্রলোকং চতুর্গুণং। ইত্যাদি রুদ্রধ্যানং যথা—মহামোক্ষপ্রদং নিত্যং রুদ্র ভস্মাঙ্গভূষণং। সাকিনী অর্থাং ভদ্রকালী ধ্যানং যথা—সিন্দূরবর্ণ সঙ্কাশাং দ্বিভুজাং খঞ্জনেক্ষণাং। সিন্দূর তিলকোদীপ্তাং

খঞ্জনাঙ্কিত লোচনাং, শুক্লাম্বর পরিধানাং নানাভরণভূষিতাং ধ্যায়েৎ শশীমুখীং নিত্যাং সাকিনী মন্ত্রসিদ্ধয়েৎ।

ইতি মণিপুর সমাপ্ত।

অনাহত চক্র হৃদয়ে দ্বাদশ দল পদ্ম।

রক্তবর্ণ কাকিনী শক্তি সদাশিব দেবতা, এখানে থাকিলে ভূচর ও খেচর হয়, এবং ক খ গ ঘ ঙ, চ ছ জ ঝ ঞ, ট ঠ, বীজ হস্তিবাহন দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীশ্রীপরদেবতাস্থানং সিংহাসনং পাদুকা পাদুকাং, ঈশ্বর নাম শিব কাকিনী শক্তি, নৈঋর্ত কোণে যং বীজ, বায়ুমণ্ডলং ধূম্রবর্ণং, পশ্চিমে সুধাসাগর ১০০০ যোজন, মরুত কোণে সুধাসাগর, ঈশান কোণে কল্পবৃক্ষ, অগ্নিকোণে স্নান মন্দির, হৃদয়ের পশ্চিম দিকের মধ্য হইতে আরম্ভ।

১। প্রথম পদ্মে যে বায়ু আছে তাহার নাম ব্যান ইহার দ্বারায় জৃম্ভন, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও আপনার অভি-প্রায় অন্যেতে দিবার ক্ষমতা হয়, এই পদ্মের পশ্চিম দিকের মধ্যভাগে কং বীজ ও এই বায়ুর শক্তিরূপা রূপ যাহা যোগীরা দেখেন। জবাযাবক সিন্দূরবর্ণাং চতুর্ভূজাং ত্রিনেত্রাং যুবতীং নানালঙ্কারভূষিতাং।

২। দ্বিতীয় পদ্মে যে বায়ু আছে তাহার নাম উদান অলম্বুষা নাড়ি, স্থান কণ্ঠ, মস্তক ও নাসিকা প্রান্ত, ইহার আর একটী নাম আবহ, যোনিতে অনেকক্ষণ ও নাসিকায় থাকিয়া এই বায়ু নির্গত হয়, ইহার আর একটী নাম

গন্ধবহ, গন্ধের অণুকে আনে বলিয়া, ইনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, এই তিন লোকেতেই আছেন ও শীঘ্র আইসেন, পশ্চিম দিকের পদ্মে খং বীজ এই বায়ুর শক্তিরূপা রূপ যাহা যোগীরা দর্শন করেন, বন্ধুকপুষ্প সঙ্কাশাং নানালঙ্কার-ভূষিতাং বরাভয়করাং।

৩। তৃতীয় পদ্মে যে বায়ু আছে তাহার নাম আশুগ, শীঘ্র গমন হেতু গং বীজ, পদ্মের পশ্চিম দিকে এই বায়ুর শক্তিরূপা রূপ যাহা যোগীরা দেখেন—দাড়িমীপুষ্প সঙ্কাশাং চতুর্ভূজাং রক্তাম্বরধরাং নানালঙ্কারভূষিতাং।

৪। চতুর্থ পদ্মে যে বায়ু আছে তাহার নাম মারুত (ভিতরের বায়ু) উত্তর দিকে ঘং বীজ, রূপ মালতীপুষ্প-বর্ণাভাং ষড়ভূজাং রক্তলোচনাং শুক্লাম্বরধরাং ত্রিনেত্রাং রম্যাং শ্বেতমুখীং।

৫। পঞ্চম পদ্মে যে বায়ু আছে তাহার নাম পবন, পরাজয় করা যায় না, উত্তর দিকে ঙং বীজ, রূপ ধূম্রবর্ণাং মহাঘোরাং লোলজিহ্বাং চতুর্ভূজাং পিতাম্বরধরাং।

৬। ষষ্ঠ পদ্মে যে বায়ু আছে তাহার নাম ফণিপ্রিয়, ইহার গতি উর্দ্ধদিকে বিশেষতঃ পূর্ব্বদিকে চং বীজ, রূপ তুষার পুষ্প কুন্দাভাং বরাভয়করাং শুক্লবস্ত্রধরাং অষ্টবাহু বিরাজিতাং শোভনাং রম্যাং নানালঙ্কারভূষিতাং বরদাং।

৭। সপ্তম পদ্মে যে বায়ু আছে তাহার নাম নিশ্বাসক, ত্বগেন্দ্রিয়ব্যাপী বিশেষতঃ পূর্ব্বদিকে ছং বীজ, রূপ পীত

বিদ্যুন্নতাং বর্ণাং দ্বিভুজাং ত্রিনেত্রাং পীতাম্বরধরাং নিত্যাং বরদাং ভক্তবৎসলাং।

৮। অষ্টম পদ্মে যে বায়ু আছে তাহার নাম উদান, উদ্গীরণ হেতু (পূর্ব্বদিকে) জং বীজ, রক্তচন্দন দীর্ঘাঙ্গীং রক্তবর্ণাং দ্বাদশভূজাং বিচিত্রাম্বরধরাং ত্রিনেত্রাং বরদাং ভক্তবৎসলাং রক্তমাল্যবিভূষিতাং।

৯। নবম পদ্মে যে বায়ু আছে তাহার নাম গান্ধারী নাড়ি, এক নাম পরিবাহ ও এক নাম অনিল, ইহা অনুষ্ণ ও অশীত এবং অজেয়, পূর্ব্বদিকে ঝং বীজ, রূপ সন্তপ্ত হেমবর্ণাভাং, রক্তাম্বরধরাং চতুর্ভুজাং রক্তচন্দনলিপ্তাঙ্গীং রক্ত-মাল্যবিভূষিতাং রত্নহারোজ্জলাং।

১০। দশম পদ্মে যে বায়ু আছে তাহার নাম সমীরণ পশ্চিম বায়ু পূর্ব্বদিকে ঞং বীজ ধূম্রবর্ণাং চতুর্ভুজাং কৃষ্ণা-ম্বরধরাং জটামুকুটরাজিতাং নানালঙ্কারভূষিতাং নিত্যাং বরদাং।

১১। একাদশ পদ্মে যে বায়ু আছে তাহার নাম শ্বশ্বাস, অনুষ্ণ শীত শীতস্পর্শ দক্ষিণদিকে টং বীজ মালতীকুন্দপুষ্পাভাং পূর্ণচন্দ্রনিভাং দশবায়ুসমাযুক্তাং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাং ত্রিনেত্রাং।

১২। দ্বাদশ দল পদ্মে যে বায়ু আছে তাহার নাম সুখাশ, সুখদা, পশ্চিম দিকে ঠং বীজ, পূর্ণচন্দ্রনিভাং রাজীবলোচনাং সুন্দরী ষোড়শভুজাং ত্রিনেত্রাং।

অনাহত চক্র বিস্তার বর্ণনা যাহা তন্ত্রে লেখা আছে।

সহস্রেৈকং হৃদপদ্মং প্রবালবর্ণং দ্বাদশদলং অনাহতাখ্যাং

বায়ুমণ্ডলং যং বীজং ধূম্রবর্ণং ষট্‌কোণ মদনালয়ং তন্মধ্যে রত্নদ্বীপং শতযোজন প্রমাণং তন্মধ্যে রত্নসিংহাসনোপরি পরমদেবতা বিরাজয়তি; ঈশ্বর নাম শিব কাকিনীশক্তিসহিতং, কাকিনী ধ্যান যথা—জবাযাবকসঙ্কাশাং দ্বিভুজাং খঞ্জনেক্ষণাং সিন্দূর তিলকোদ্দীপ্তামঞ্জনাঙ্কিতলোচনাং শুক্লাম্বর পরিধানাং নানাভরণভূষিতাং,ধ্যায়েৎ শশীমুখীং নিত্যাং কাকিনীমন্ত্রসিদ্ধয়ে, কাকিনী ভুবনেশ্বরীতি বোধ্যং। তৎপ্রমাণং নির্ব্বাণতন্ত্রে, শোভিতং দ্বাদশৈপত্রৈঃ শোনং বিন্দুকসন্নিভং বাঞ্ছাতিরিক্ত ফলদং শুদ্ধ সিন্দূরশোভিতং, লোকত্রয়স্য ঈশানং, ঈশ্বর সর্ব্বপূজিতং যা বিদ্যা ভুবনেশানী, বিষ্ণুলোকেন পূজিতা, ঈশ্বরস্য বামভাগে সাদেবী পরিতিষ্ঠিতা, মহল্লোকমিদং ভদ্রে পূজাস্থানং সুরেশ্বরী। সৃষ্টিস্থিতিলয়াদীনাং কর্ত্তাচ পরমেশ্বরঃ। গোলোকং কথিতং দেবী যদ্রূপং শোভিতং সদা,তস্মাৎ শতগুণং দেবী মহল্লোকং সুসুন্দরং বিস্তীর্ণঞ্চ শতগুণং সর্ব্বং শতগুণং শিবে তস্মাদেব শতাং লোকং গোলোকেশ্বর রাঘব। ইত্যাদি বহুতর প্রমাণং, ইতি চিন্তনং যথা—হৃদপদ্মকর্ণিকা মধ্যে ধ্যায়েৎ সিংহং মনোহরং সিংহোপরিস্থিতং পদ্মং রক্ততস্যোর্দ্ধগঃ, শিবঃ তস্যোপরি মহাদেবী রমতে কামরূপিণী, মিতঃ প্রেতো মহাদেবঃ ব্রহ্মলোহিত পঙ্কজঃ হরের্হারস্য বিজ্ঞেয়ো বাহনানী মহোজসঃ ধ্যায়েৎ চরণমাংশানি যথোক্তং ধ্যান যোগতঃ। সমাপ্ত।

বিশুদ্ধ চক্র ষোড়শদল পদ্ম, কণ্ঠে।

ধূম্রবর্ণ সাকিনীশক্তি অষ্টগণান্ত নামে লিঙ্গ অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ, অর্দ্ধ শাকম্ভরী দেবী, এই স্থানে চারিবেদ দেখা যায়। ক, হ, ক্ষ, ওঁ, গুরুদেব এইস্থানে শক্তিবীজ আছে, ওঁ সাকিনী শক্তিসহিত সদাশিব অর্থাৎ হরগৌরীরূপা, (মণিদ্বীপং)।

১। প্রথম পদ্মে যে বায়ু আছে তাহার নাম বিহগ, উড্ডীয়ান অং বীজ, রূপ কেতকীপুষ্পবর্ণাভাং দ্বিভুজাং বরদাভয়করাং হংসলোচনাং শুক্লপট্টাম্বরধরাং পদ্মমাল্যবিভূষিতাং।

২। দ্বিতীয় পদ্মে যে বায়ু আছে তাহার নাম নভস্বরশব্দ আং বীজ, রূপ ষড়্ভুজাং রক্তলোচনাং গৌরীং নানাভরণভূষিতাং।

৩। তৃতীয় পদ্মে যে বায়ু আছে তাহার নাম প্রাণ, নির্মিলন বা বহির্গমন গুণ, ইং বীজ, রূপ ধূম্রবর্ণাং পীতাম্বরযুতাং চতুর্ভুজাং, ত্রিলোচনাং।

৪। চতুর্থ পদ্মে যে বায়ু আছে তাহার নাম পরাবহ, আর মাতরিশ্বা নামক বায়ু অণুস্বরূপে ব্রহ্মেতে থাকে, ঈং বীজ, রূপ রক্তবর্ণাং চতুর্ভুজাং রক্তচারপরিধানাং রক্ত পঙ্কজলোচনাং, এই চারি পদ্ম পশ্চিমদিকে আর দুই পদ্ম পরে লিখিত হইবে।

৫। পঞ্চম পদ্মে যে বায়ু আছে তাহার নাম অজগং প্রাণ ব্রহ্ম=ব্রত) উং বীজ, রূপ পীতবর্ণাং ত্রিনেত্রাং দ্বিভুজাং পীতাম্বরধরাং জটিলা ভীমাং।

৬। ষষ্ঠ পদ্মে যে বায়ু আছে তাহার নাম পবমান, ক্রিয়ার পর অবস্থা ঋতন্নিং উং বীজ, রূপ শুক্লবর্ণাং দ্বিভুজাং জটামুকুট-শোভিতাং পদ্মলোচনাং।

৭। সপ্তম পদ্মে যে বায়ু আছে উপরোক্ত পদ্মের পূর্ব্বদিকে তাহার নাম নভঃপ্রাণ, প্রাণরূপোচিংবাহিত্বং, ধাতা, ঋং বীজ, রূপ, নীলবর্ণাং ষড়ভুজাং নীলাম্বরধরাং রক্তবিদ্যুল্লতাকারা-দ্বিনেত্রাং।

৮। অষ্টম পদ্মে যে বায়ু আছে তাঁহার নাম হরি (মোক্ষ) আর একটি নাম অস্তিমিত্রঃ ঋং বীজ, রূপ সুতপ্ত স্বর্ণবর্ণাভাং দ্বিভুজাং দ্বিলোচনাং।

৯। নবম পদ্মে যে বায়ু আছে তাহার নাম সারং (নিত্যং) ৯ং বীজ, রূপ স্বর্ণচম্পকবর্ণাং চতুর্ভুজাং ত্রিনেত্রাং রক্তচন্দন-চর্চ্চিতাং।

১০। দশম পদ্মে যে বায়ু আছে তাহার নাম স্বস্থন সর্ব্ব-ব্যাপী ৯ং বীজ, রূপ পীতবর্ণাং চতুর্ভুজাং পীতাম্বরধরাং দ্বিনেত্রাং।

১১। এই একাদশ পদ্মের নাড়ি ইড়া, ইনি হৃদি স্থানে বিদ্যুৎরূপে সকলের কর্ত্তা হইয়া রহিয়াছেন, এই বায়ুর নাম প্রবাহ (প্রাণ) স্থান, যোনি, কূটস্থ, অনেকক্ষণ, মূর্চ্ছা, এই পদ্মের বায়ুর নাম শ্বসন, শ্বাস, প্রশ্বাসাদি, ইনি ইন্দ্রের মত রাজত্ব করিতেছেন, এং বীজ, রক্তবর্ণাং ষড়ভুজাং রক্তলোচনাং।

১২। এই দ্বাদশ পদ্মে যে বায়ু আছে তাহার নাম সদাগতি, ঐং বীজ, রূপ বিচিত্রাম্বরধরাং চতুর্ভুজাং দ্বিনেত্রাং।

১৩। ত্রয়োদশ পদ্মে যে বায়ু আছে তাহার নাম পৃষদশ্ব স্পর্শশক্তি, অদৃশ্য গতি দক্ষিণ দিকে ওং বীজ, রূপ পদ্মরাগ-প্রভাং চতুর্ভুজাং ত্রিনেত্রাং শরৎপূর্ণেন্দুবদনাং বিচিত্রবসনাং নীলকুন্তলাং।

১৪। চতুর্দ্দশ পদ্মে যে বায়ু আছে তাহার নাম গন্ধবাহ গুণ, অনুষ্ণ, অশীত, দক্ষিণ দিকে ওঁং বীজ, রূপ পদ্মরাগ প্রভাং চতুর্ভুজাং ত্রিনেত্রাং।

১৫। পঞ্চদশ পদ্মের বায়ুর নাম বাহ (চালন) পশ্চিমে অং বীজ, রূপ জবাদাড়িম্ব পুষ্পাভাং দ্বিভুজাং রক্তলোচনাং।

১৬। ষোড়শ দল পদ্মের বায়ুর নাম ভোগিকান্ত (ভোগ=কাম) পশ্চিমে অং বীজ, রূপ কেতকীপুষ্পবর্ণাভাং দ্বিভুজাং বরদাভয়করাং হংসলোচনাং শুক্লপট্টাম্বরধরাং পদ্মমাল্য বিভূষিতাং।

বিশুদ্ধাখ্য পদ্মের বিস্তার বর্ণনা।

কণ্ঠমূলে বিশুদ্ধ পদ্মং ধূম্রবর্ণং ষোড়শদলং জললোকং আকাশমণ্ডলং শুক্লবর্ণং তন্মধ্যে খং বীজং ষট্কোণং তন্মধ্যে সদাশিব লিঙ্গং, সাকিনীশক্তিসংযুক্তং, নির্ব্বাণতন্ত্রে যথা—ষোড়শৈপত্রসংযুক্তং মোহান্ধকারনাশনং মহামোহান্ধ সমনং তন্মধ্যে চন্দ্রমণ্ডলং বীজং, কোন মণিদ্বীপে ষট্কোণ যন্ত্রমণ্ডলং যন্ত্র মধ্যে বৃষভং মহাসিংহা চদেহকং, তস্যোপরি সদা গৌরী দক্ষভাগে সদাশিবঃ ধ্যানং যথা—তত্রৈব, ত্রিনেত্রং পঞ্চবক্ত্রশ্চ প্রতিবক্ত্রে ত্রিলোচনঃ, বিভূতিভূষিতাঙ্গশ্চ রজতাচ সসোদর,

ব্যাঘ্রচর্ম্মধরাদেব ফণিমালা বিভূষিত, লোকানামিষ্টদাতাচ লোকানাং ভয়নাশকঃ, লোকানাং মুক্তিজনকো লোকানাং জ্ঞানদায়কঃ আরাধকস্য, ব্রহ্মত্বং দায়কোঃ বিষ্ণুপূজিতঃ সর্ব্বানন্দকরো দেবশ্চার্দ্ধনারীশ্বরোবিভুঃ। ক্বচিৎ জ্যোতির্ময়োদেব, ক্বচিৎ সাকার বর্জ্জিতঃ। ইতি ধ্যানং তত্রৈব ধূমমধ্যে যথাবহ্নিস্তথা জ্যোতির্ম্ময়ং প্রিয়ে, পদ্মমধ্যে বিরাটেচ স্বললোকং সুসুন্দরং, গোলোকস্য লক্ষ গুণং ইহস্থানং সুদুল্লভং, দেবতত্বং মনোজঞ্চ বিস্তীর্ণঞ্চ তথা পুনঃ সর্ব্ব লক্ষগুণং দেবী গোলোকমাত্র সংশয়ঃ। সাকিনীং ধ্যানং যথা, শুক্লজ্যোতি প্রতিভাষাং দ্বিভুজাং লোললোচনাং সিন্দরতিলকোদ্দীপ্তাং অঞ্জনাঙ্কিত লোচনাং কৃষ্ণাম্বর পরিধানাং নানাভরণভূষিতাং ধ্যায়েৎ শশীমুখীং নিত্যাং সাকিনীমন্ত্র সিদ্ধয়ে। ইতি বিশুদ্ধচক্র সমাপ্তং।

আজ্ঞাচক্র চক্ষু দুইদল, অস্তীক্ষি পরশিব কোটীচন্দ্র প্রভা কং, হ, ক্ষ, হংস, পশ্চিমে, দক্ষিণে চিন্তা মণিপুর হাকিনীসহ পরমশিব।

এক চক্ষু দ্বিভাগ দক্ষিণ দিকের ভাগে হং বীজ, করীশ ভূষিতাঙ্গীং দিগাম্বরীং অট্টহাসাং অস্থিমাল্যাং, অষ্টভুজাং পদ্মলোচনাং, নাগেন্দ্রহাড় ভূষাঢ্যাং জটামুকুট মণ্ডিতাং, আর বামভাগে ক্ষং বীজ, রক্তবর্ণাং শুক্লাম্বরধরাং নানাভরণভূষিতাং লোলাং রক্তচন্দনচর্চ্চিতাং মনোহরাং সৌম্যাং।

এই দুই পদ্মের মধ্যস্থ বায়ু যিনি কূটস্থের মধ্যে আছেন তাঁহার নাম শ্বসিনী=টানা, মহাবল ইনি ব্রহ্ম।

আজ্ঞাচক্রের বিস্তার বর্ণনা।

ভ্রুবোর্মধ্যে তপোলোকং আজ্ঞাখ্যা পদ্ম দ্বিদলং চন্দ্রবর্ণং মনস্থানং তত্রৈব অহঙ্কার পদ্ম মধ্যে নবকোণে পরমশিব নামে শিব হাকিনীশক্তিসংযুক্তঃ অর্থাৎ সিদ্ধকালীকায়াসহ পরমশিব হংসরূপক অর্থাৎ হংসঃ পরব্রহ্মরূপঃ সাকার শিবরূপঃ। তপোলোকমিদং ভদ্রে সর্বলোকস্য দুর্লভং, তপোলোকসমোনাস্তি লোকমধ্যে সুলোচনে, তপোলোকে গোলোকস্য চতুর্লক্ষ গুণং শিবে। হাকিনী ধ্যানং যথা. শুক্লকৃষ্ণারুণাভাষাং দ্বিভুজাং লোললোচনাং ভ্রমদ্ভ্রমরঃ সঙ্কাশাং কুটিলান্তক কুণ্ডলাং সিন্দূর তিলোকদীপ্তামঞ্জনাঙ্কিত লোচনাং শুক্ল বস্ত্রোওরিয়িনীং ধ্যায়েৎ শশামুখীং নিত্যাং হাকিনীমন্ত্রে সিদ্ধয়ে। আজ্ঞাচক্র সমাপ্ত।

সহস্রদল পদ্ম।

মধ্যে হংসদ্বয়ং গুরুদ্বারং, উত্তরে লং জ্ঞানকলা ও লং সূর্য্যকলা বস্তুতস্তু সূর্য্যমণ্ডল দ্বাদশকলা কেলিকদম্ব পশ্চিমে, পীতবর্ণ কর্ণিকাং বর্ত্তুলাকারাং পূর্ব্বদিকে চন্দ্রকামজ্যা বস্তুতস্তু ষোড়শকলাযুক্ত হেমমণ্ডলং বিন্দুচক্রং নাদমণ্ডলং অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তিস্থানং। দক্ষিণে ক্ষং নীলবর্ণং কলা কোকিল; কোকিলস্তু মোক্ষকলা, বহ্নিমণ্ডলং দশলক্ষ কলাযুত মণ্ডলং। ক হইতে ক্ষ ও অ হইতে অঃ পর্য্যন্ত শতদল পদ্ম দুইবার

পদ্মং অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রে যে ত্রিকোণ আকার একটী বস্তু আছে তাহাকে পঞ্চাশ ব্রহ্মসহিত একত্বভাবে ও বাহিরে যে মস্তক আছে তাহাতে পঞ্চাশ এই এক শত বায়ু দশদিকে ধাবমান হইয়া সহস্রদল পদ্ম হইয়াছে, যে এই অণুস্বরূপ ব্রহ্মেতে স্থিতিলাভ করিতে পারিল, তখন তাহার সকলই অণুর মধ্যে স্থিতি থাকায় সে দেখিতেছে, এ লোকের আশ্চর্য্য বোধ হয় আর যে দেখে সেও আশ্চর্য্যের ন্যায় দেখে।

সহস্রার চক্রের বিস্তার বর্ণনা।

জ্ঞানপূর্ব্বসোর্দ্ধ দেশে শতদল পঙ্কজং মহাপদ্মং সুমেরু মূর্দ্ধ্নি সংস্থিতং, শুক্লবক্তং তথা পীতং কৃষ্ণহরিতমেবচ। বিচিত্র চিত্ররূপেণ নানাবর্ণেন শোভিতং। শুক্লং ক্ষণাৎ রক্তং ক্ষণাৎ পীতং শুশোভনং কস্মিন্ ক্ষণে শুক্লবর্ণং হরিতং বর্ণমুক্তম চিত্ররূপঞ্চ চার্ব্বাঙ্গী ধত্তে কস্মিন্ ক্ষণে ২। এবং নানাবিধং দেবী তৎপদ্মং শোভিতং সদা, তথৈব গোলকং ধামং প্রতিপদ্মে তথৈবহি গোলোকাধিপতি তত্র ভক্তিভাব পরায়ণ। কৈলাসাধিপতি দেবী ধ্যানযোগং সদাভ্যসেৎ, এবং ব্রহ্মাদয়ো দেবা ইন্দ্রাদ্যা ত্রিদশেশ্বরাঃ স্তুতিভক্তিপরা সর্ব্বৈঃ দীনভাবে সদাস্থিতাঃ। লক্ষং লক্ষং মহেশানী তত্রৈব মুরলীধরং, শত লক্ষ শিবং তত্র, ব্রহ্ম লক্ষ শতং প্রিয়ে, প্রত্যহং পরমেশানী ব্রহ্মাণ্ডা বহবোমতা, তন্মধ্যে স্থাপয়েৎ ব্রহ্মা তন্মধ্যে কমলাপতিং, শিবং বহুবিধাকারং তত্রৈব স্থাপনঞ্চরেৎ। পবিত্র পারিজাতানী মধ্যে কল্পদ্রুমঃ পুনঃ। কল্পবৃক্ষস্য নিকটে জ্যোতির্ম্মন্দিরমুত্তমং

উদ্যদাদিত্য সঙ্কাশং চতুর্দ্বারং বিভূষিতং, মন্দবায়ু সমাযুক্তং গন্ধধূপৈরলঙ্কৃতং তন্মধ্যে বেদিকা দেবী রত্নসিংহাসনং প্রিয়ে। মহাকালং পরং আত্মা চনকাকাররূপতঃ মায়য়াচ্ছাদিতাত্মানং তন্মধ্যে সমভাগতঃ। তস্যান্তিকে নিজগুরুং পূজা ধ্যান পরায়ণং। সকান্ত পূজয়েৎ দেবং রজতাচল সোদরং সুবক্তাং চারুবদনাং স্বপ্রকাশ স্বরূপিণীং, এবং কান্তযুতং দেবং সমূর্দ্ধি স্থং বিচিন্তয়েৎ ইত্যাদি বহুতর প্রমাণানী সন্তি। ইতি সহস্রার সমাপ্ত।

কুলকুণ্ডলিনী।

গুদাদ্যঙ্গুলতোর্দ্ধং মেঢ়ু অঙ্গুলতস্ত্বধঃ। পশ্চিমাভিমুখী যোনী গুদমেঢ়ান্তরাল গা। সুষুম্না বিবরেস্থিতা। উত্তিষ্ঠ দ্বিশত স্বস্ত শুক্রং শোন শিখাযুতং॥ আরোগ্যঞ্চ পটুত্বঞ্চ, সর্ব্বজ্ঞত্বঞ্চ জায়তে। তস্য বায়ু প্রবেশোঽপি সুষুম্নায়াং ভবেৎ ধ্রুবং॥ মনো-জয়ঞ্চ লভতে বায়ু বিন্দু বিধারণং। ইড়াহি পিঙ্গলাখ্যাতা বারা-ণসীতীশোচ্যতে॥ বারানশী তয়োর্মধ্যে বিশ্বনাথোত্র ভাষিতং। লম্বিকোর্দ্ধেষু গর্ত্তেষু ধ্রুত্যাধ্যানং ভয়াপহং॥ তস্মিন্ স্থানে মনোর্যস্য ক্ষণার্দ্ধ বর্ত্ততে চলং। তস্য সর্ব্বাণি পাপানি সংক্ষয়ং যাতি তৎক্ষণাৎ॥ প্রাণ প্রয়াণ সময়ে তৎপদ্ম যৎ স্মরেৎ সুধি। ত্যজেৎ প্রাণং সধর্ম্মাত্মা পরমাত্মনী লীয়তে। নবধাতু রসং ছিন্দি শুঠিকাস্তারয়েৎ পুনঃ। এককালে সমাধিস্যাৎ লিঙ্গভূতমিদং শৃণু॥ সমাপ্ত।

৪৯ প্রকার বায়ুর নাম।	বায়ুর গুণ।	অগ্নিপুরাণানুসারে বায়ুর দেবতা।
১। প্রাণ	১। বহির্গমন, নিমীলন	১। ত্রিজ্যোতি
২। অপান	২। অধোগমন, ক্ষুধাকর	২। এক শক্র
৩। ব্যান	৩। অকুঞ্চন, প্রসারণ, জৃম্ভন	৩। সকৃৎ
৪। সমান	৪। হরিদ্রা কালকে সমান দেখা	৪। এক জ্যোতি
৫। উদান	৫। ঊর্দ্ধে দেখা, উদ্গারণ	৫। দ্বিশক্র
৬। শ্বসন	৬। শ্বাস, প্রশ্বাসাদি	৬। ইন্দ্র
৭। স্পর্শন	৭। স্পর্শ	৭। বিরাট
৮। মাতরিশ্বা	৮। অণু	৮। সত্যজিৎ
৯। সদাগতি	৯। গমনাদৌ	৯। গতি
১০। পৃষদস্য	১০। স্পর্শশক্তি	১০। অদৃশ্য গতি
১১। গন্ধবহ	১১। গন্ধের অণুকে আনে	১১। ত্রিশক্র
১২। গন্ধবাহ	১২। ঐ অনুষ্ণাশীত বোধ করায়	১২। ঈদৃক্ষ
১৩। অনিল	১৩। শৈত্র্যং	১৩। অজয়
১৪। আশুগ	১৪। ঐ	১৪। অদৃক্ষ
১৫। সমীর	১৫। প্রাতঃকালের বায়ু	১৫। সংমিত
১৬। মারুত	১৬। ভিতরের বায়ু	১৬। অপাং
১৭। মরুত	১৭। উত্তরদিকের বায়ু	১৭। সেনজিৎ
১৮। জগৎপ্রাণ	১৮। ব্রহ্ম	১৮। ঋত
১৯। সমীরণ	১৯। পশ্চিমদিকের বায়ু	১৯। সুসেম
২০। নভস্বান	২০। অপাকজ	২০। অভিযুক্ত
২১। বাত	২১। তির্য্যক্ গমন	২১। পুরনাষ্য
২২। পবন	২২। পবন	২২। অপরাজিত
২৩। পবমান	২৩। ক্রিয়ার পর অবস্থার বায়ু	২৩। ঋতজিৎ
২৪। প্রভঞ্জন	২৪। মলাদি পৃথক্ করণ বায়ু	২৪। সুমিত

৪৯ প্রকার বায়ুর নাম।	বায়ুর গুণ।	অগ্নিপুরাণানুসারে বায়ুর দেবতা।
২৫। অজগৎপ্রাণ	২৫। জন্ম, মরণে	২৫। অদৃশ্য
২৬। খশ্বাস	২৬। অনুষ্ণাশীত স্পর্শ	২৬। প্রসদিক্ষ
২৭। বাহ	২৭। চলান	২৭। ত্রতিন
২৮। ধূলিধ্বজ	২৮। ঝড় যেমন আঁধি	২৮। মিত
২৯। ফণিপ্রিয়	২৯। উর্দ্ধগতি	২৯। ধ্রুব
৩০। বাতি	৩০। বাগেন্দ্রিয় গোলোকানি	৩০। সভর
৩১। নভঃপ্রাণ	৩১। প্রাণরূপেন চিৎবাধিত্বং	৩১। ধাতা
৩২। ভোগিকান্ত	৩২। ভোগের কর্ত্তা	৩২। কাম
৩৩। সকম্পন	৩৩। অন্য দ্রব্যের সহিত কাঁপা	৩৩। মিতাসিন
৩৪। অক্ষতি	৩৪। ধারণা	৩৪। অনমিত্র
৩৫। কম্পলক্ষ্মা	৩৫। শোচনা	৩৫। ধর্ত্তা
৩৬। শ্বসিনী	৩৬। টানা	৩৬। মহাবল
৩৭। আবক	৩৭। ফেলা	৩৭। পুরামিত্র
৩৮। হরি	৩৮। মোক্ষ	৩৮। অস্তিমিত্র
৩৯। বাস	৩৯। দেহব্যাপি	৩৯। বিধারণ
৪০। সুখাশ	৪০। সুখদা	৪০। দেবদেব
৪১। মৃগবাহন	৪১। বৈদ্যুৎ	৪১। ধরুণ
৪২। সার	৪২। নিত্য	৪২। পতি
৪৩। চঞ্চল	৪৩। উৎক্ষেপণাদি	৪৩। দ্বিজ্যোতি
৪৪। বিহগ	৪৪। উড্ডীয়নাদি	৪৪। ঋতবৎ
৪৫। প্রকম্পন	৪৫। কম্পন	৪৫। ভীম
৪৬। নভস্বর	৪৬। শব্দ	৪৬। ধিতি
৪৭। নিশ্বাসক	৪৭। ত্বগেন্দ্রিয়ব্যাপি	৪৭। ঘুতির্ষ
৪৮। স্তনূন	৪৮। সর্ব্বব্যাপি	৪৮। দুর্গ
৪৯। পৃষতাংপতি	৪৯। বলং	৪৯। মহাবল

সপ্ত প্রধান বায়ু হইতে উনপঞ্চাশ বায়ু হইতেছে।

প্রবহ	সংবহ	বিবহ	উদ্বহ	আবহ	পরিবহ	পরাবহ।	এই ৭ প্রধান বায়ু।
শ্বসন	সমির	স্পর্শন	মরুত	গন্ধবহ	অনিল	মাতরিশ্বা	
সদাগতি	অজগৎপ্রাণ	বাতি	নভস্বান	আশুগ	সমীরণ	জগৎপ্রাণ	
পৃষদস্য	সকম্পন	প্রভঞ্জন	ধূলিধ্বজ	মারুত	শ্বাস	পবমান	
গন্ধবাহ	আবক	বাত	কম্পলক্ষ্মা	পবন	সুখাশ	নভপ্রাণ	
বাহ	চঞ্চল	অকতি	বাস	ফণিপ্রিয়	বিহগ	হরি	
ভোগিকান্ত	পৃষতাংপতি	প্রকম্পন	মৃগবাহন	নিশ্বাসক	নভস্বর	সারং	
শসিনী	অপান	সমান	ব্যান	উদান	প্রাণ	তনুন	

							পঞ্চদেবতা।
ইড়া	প্রাণ	হৃদি	সকলের কর্ত্তা	বিদ্যুৎ	প্রবহ	নিমীলন ও বহির্গমন	কূর্ম্ম
পিঙ্গলা	অপান	গুদে	নাভি হইতে পদতল পর্য্যন্ত	নিম্নগ	সংবহ	অধোগমন ও ক্ষুধাকর	কৃকর
সুষুম্না	সমান	নাভিতে স্থিতি			বিবহ	পোষণ, ও হরিদ্রা কালকে সমান-কৃ হরিদ্রা পৃথিবী কাল আকাশ	ধনঞ্জয়
পূষা	ব্যান	সর্ব্বশরীরে	সর্ব্বগ		উদ্বহ	জৃম্ভন, আকুঞ্চন ও প্রসারণ।	দেবদত্ত
অলম্বুষা	উদান	কণ্ঠ, মস্তক ও নাসিকা পর্য্যন্ত		অর্ক	আবহ	উদ্গীরণ ও ঊর্দ্ধে দেখা।	নাগ
গান্ধারী					পরিবহ		
হস্তিনী					পরাবহ		

বায়ুর উৎপত্তি আকাশ হইতে, ত্বচার অধ্যাত্ম, ইহা দ্বারায় স্পর্শ জ্ঞান হয়, স্বপ্রকাশস্বরূপ পুরুষ অধি-দৈবত প্রমাণ মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বে।

বায়ুর বিকারে সমস্ত প্রকার রোগের উৎপত্তি হয় ও স্বয়ংই বায়ুর বিকার যায়। বায়ুরায়ুর্বলংবায়ু র্বায়ুর্ধাতা শরীরীণাম বায়ুর্বিশ্বমিদং সর্ব্বং প্রভুর্বায়ু প্রকীর্ত্তিতঃ। বায়ুই জীব, প্রাণোহি ভগবান ঈশ প্রাণো বিষ্ণু পিতামহ প্রাণেন ধার্য্যতে লোকঃ সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ। প্রাণ নষ্ট হইলে ইন্দ্রিয় সকল নষ্ট হয়, এই নিমিত্ত সর্ব্ব প্রকারে প্রাণকে রক্ষা করিবে। অপান দ্বারায় প্রাণ আকর্ষিত হইতেছে। সমান বায়ু জীর্ণ ও বিরেচন করিতেছে।

সমাধি=নিরন্তর ধ্যানে বিচিত্র সমার্থ্য=শূন্যধ্যানে এক বৎসর সিদ্ধি। রাজযোগ। নিরালম্ব। ইচ্ছারহিত। সঙ্গবর্জ্জিত। সুষুম্নার কিনারায় সূক্ষ্ম রক্তবর্ণ রং। ত্রিকোণ জ্যোতিরূপ ও জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ—মূলাধারে৪, সাধিষ্ঠানে ৬, মণিপুরে ১০, অনাহতে ১২, বিশুদ্ধাক্ষে ১৬, আজ্ঞাচক্রে ২, দ্বিদলে এক কূটস্থ, এই সমস্ত পদ্ম অধোমুখে আছে, ক্রিয়া দ্বারা উর্দ্ধমুখ করা আবশ্যক। মূলাধারে বিদ্যুৎপ্রভা, বন্ধুকপুষ্পসদৃশ রক্তবর্ণ কামবীজ—বাগ্দেবী সরস্বতী বিনায়ক অর্থাৎ সাবিত্রীসহ ব্রহ্মা হস্তিবাহনে যং লং বং শং। ব্রহ্মা সাবিত্রী। ১। লিঙ্গমূলে (সাধিষ্ঠান) ব ভ ম য র ল রক্তবর্ণ রাকিনীশক্তি, মহাবিষ্ণু শিব, মহাবিষ্ণু রাধা ভেড়াবাহনে। ২। নাভিতে (মণিপুর) হেমবর্ণা লাকিনীদেবী রুদ্রাক্ষদেব ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ, পরদেহে প্রবেশ, ঔষধি, এখানে সমস্ত দেবতা দেখা যায়, ভদ্রকালী রুদ্র হরিণবাহন। ৩। হৃদয়ে (অনাহতে) রক্তবর্ণা কাকীশক্তি সদাশিব দেবতা, এখানে ভূচর ও খেচর হয়, ক খ গ ঘ ঙ চ ছ

জ ঝ ঞ ট ঠ ছয় বাহুবিশিষ্ট সদাশিব হস্তিবাহন। ৪। কণ্ঠে (বিশুদ্ধাখ্যচক্রে) ধূম্রবর্ণা সাকিনীশক্তি, অষ্টগলান্তনামে লিঙ্গ অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ অর্দ্ধ শাকম্ভরী দেবী, চারিবেদ সেখানে দেখা যায়, ক হ ক্ষ, ওঁ গুরুদেব এখানে শক্তিবীজ আছে, শিবশক্তি হং বীজ। ৫। আজ্ঞাচক্রে চক্ষুদ্বয়ে অর্থাৎ দুই চক্ষু মিলিয়া ত্রিনেত্র অস্তিক্ষী পরশিব, কোটী চন্দ্রপ্রভা, ক হ ক্ষ কাশী, শঙ্খিনীশক্তি জ্যোৎস্না। ৬। এই ষট্ মূর্ত্তি সম্পূর্ণ বর্ণন হইল।

বায়ুর কর্ম্ম সকল। প্রাণকে আকর্ষণ প্রাণ করিতেছে, অপান প্রাণকে আকর্ষণ করিতেছে। সমান বায়ুতে জীর্ণ ও বিরেচন করিতেছে। নিম্নলিখিত ৭৮ নাড়ি মিশ্রিত বায়ু তাহার মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না একবার আসিতেছে ও একবার যাইতেছে এই তিন আর তিন ছয় ইহা বাদে ৭২ নাড়ি যাহা লোকে বলে নিম্নলিখিত ১৬ বায়ু স্থির করিলে ষোড়শকলায় পূর্ণসিদ্ধি। কূটস্থ রহিয়াছেন বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে। তালিকা শেষে দেওয়া হইল।

তস্মাদাগমিকম্ ॥ ২০ ॥

এই বায়ু সেই স্থির ব্রহ্ম হইতে আসিতেছেন ॥

সংজ্ঞাকর্ম্মত্বস্মাদ্বিশিষ্টানাম্ ॥ ২১ ॥

বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বলিয়াছেন যে সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম বলিবার ও কর্ম্ম করিবার একমাত্র বায়ুই কর্ত্তা হইতেছেন অর্থাৎ যে

সমস্ত কথা কহা যাইতেছে, এ সমস্তই বায়ু দ্বারায় হইতেছে, এবং যে সমস্ত কর্ম্ম (সকাম ও নিষ্কাম) করা যাইতেছে তাহাও বায়ুর দ্বারায় হইতেছে, বায়ু না থাকিলে এ দেহের কোনই শক্তি থাকিত না।

প্রত্যক্ষ প্রবৃত্তত্বাৎ সংজ্ঞাকর্ম্মণঃ ॥ ২২ ॥

প্রত্যক্ষ প্রবৃত্তহেতু কর্ম্মের নামকরণ হয়। প্রথমে চক্ষু দ্বারায় সম্মুখের বস্তু দেখিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হয় ও তখন সেই কর্ম্মের নাম অর্থাৎ সংজ্ঞা হয়। উভয় চক্ষের দ্বারায় অর্থাৎ অন্তর ও বহিশ্চক্ষু দ্বারায় আর সকলেরই কর্ত্তা এক মাত্র বায়ুই হইতেছেন।

নিষ্ক্রমণং প্রবেশনমিত্যাকাশস্য লিঙ্গম্ ॥ ২৩ ॥

বাহির হওয়া ও প্রবেশ করা এই আকাশের চিহ্ন যেমন একটী বাটী একস্থানে রহিয়াছে, যেস্থানে বাটিটী রহিয়াছে সেস্থানে আকাশ নাই, বাহির হইয়া গিয়াছে, বাটীটি ভাঙ্গিলেই যেমন আকাশ তেমনই রহিল। আর ক্রিয়াতে মহাকাশ যতক্ষণ ততক্ষণ প্রবেশ, কারণ তখন সকলই সম্মুখে কোন আবরণ নাই, আর ঐ স্থানচ্যুত হইলেই এই পৃথিবীস্থ সমস্ত আবরণ তখন আকাশের নিষ্ক্রমণ।

তদলিঙ্গমদ্রব্যত্বাৎ কর্ম্মণঃ ॥ ২৪ ॥

অলিঙ্গ ও অদ্রব্য আকাশের আসা যাওয়া যে কর্ম্ম তাহার কি প্রকারে লিঙ্গ সম্ভবে।

কারণান্তরানুক্লপ্তে বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ॥ ২৫ ॥

কারণ না থাকিলে কোন কার্য্য হয় না উপরোক্ত যাওয়া ও আসা, ইহার কোন কারণ নাই এই কারণাভাব উহাতে মিলিত থাকায় বৈধর্ম্ম্য, এই বৈধর্ম্ম্যহেতু চিহ্ন হইতে পারে না।

সংযোগাদভাবঃ কর্ম্মণঃ ॥ ২৬ ॥

কর্ম্মমাত্রেরই সংযোগ আছে, সংযোগব্যতীত কর্ম্ম হইতে পারে না, কিন্তু আকাশের আসা ও যাওয়াতে কোন সংযোগ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, কারণ বাটিটী যেমন যেমন প্রস্তুত হইতে লাগিল তেমন তেমন আকাশ অন্তর্গত হইতে লাগিল সংযোগ হইল না। এই নিমিত্ত ইহা কর্ম্ম ও বৈধর্ম্ম্য নহে।

কারণগুণপূর্ব্বকঃ কার্য্যগুণোঽদৃষ্টঃ ॥ ২৭ ॥

ক্রিয়া করিয়া ব্রহ্মেতে থাকার কার্য্য ও গুণ তাহা অদৃষ্ট অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া ব্রহ্মেতে থাকিয়া যে সকল অনুভব হয়, এই অনুভব কার্য্য এবং কোন গুণের দ্বারায় ঐ সকল অনুভব হইল তাহা অদৃষ্ট।

কার্য্যান্তরা প্রাদুর্ভাবাচ্চ ॥ ২৮ ॥

এই অনুভব যাহা হয় তাহা কার্য্যান্তর হইতেছে অর্থাৎ এই পৃথিবীস্থ কার্য্যের মত নহে, ইহা অন্য প্রকারের অর্থাৎ অলৌকিক কার্য্য এই কার্য্যের প্রকৃষ্ট প্রকারে উদ্ভব হয়।

পরত্র সমবায়াৎ প্রত্যক্ষত্বাচ্চনাত্ম-
গুণামনসোগুণাঃ ॥ ২৯ ॥

পরত্র=অন্য প্রকার, সমবায়=লাগিয়া থাকা, অন্য প্রকার যোগ ও প্রত্যক্ষহেতু, আত্মার গুণ নহে মনের, অর্থাৎ আত্মা স্থির হওয়ানন্তর স্থির মন ব্রহ্মেতে যোগ হওয়ায় যে সকল অনুভব ও তাহার ফল সকল কার্য্যে পরিণত হওয়ায় প্রত্যক্ষ হইতেছে তাহা অলৌকিক, এই সকল অলৌকিক গুণ আত্মার নহে মনের। আত্মার ও চঞ্চল মনের গুণ পৃথিবীস্থ কার্য্যসমূহ আর স্থির মনের গুণ অলৌকিক।

অপ্রত্যক্ষত্বাৎ ॥ ৩০ ॥

অপ্রত্যক্ষহেতু অলৌকিক কার্য্য সকল আত্মার কর্ম্ম নহে, কারণ উহা প্রত্যক্ষ নহে, দিব্য চক্ষুদ্বারায় অনুভব হয় মাত্র, এই চক্ষে যেমন দেখিতে পাওয়া যায় তেমন পাওয়া যায় না।

দ্রব্যত্ব নিত্যত্বে বায়ুনাব্যাখ্যাতে ॥ ৩১ ॥

ব্রহ্মত্ব নিত্যত্ব হেতু বায়ু ও নিত্য পূর্ব্বেই ইহা বলা হইয়াছে, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু এই বায়ু স্থির হইলেই নিত্য, নিত্য হইলেই ব্রহ্ম, কারণ এক ব্রহ্মই কেবল স্থিরভাবে সর্ব্বত্রে আছেন, তন্নিমিত্ত উপর্য্যুক্ত প্রকার অনুভব হইতেছে।

তত্ত্বং ভাবেন ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৩২ ॥

তত্ত্বং=এখানে আকাশ, বায়ুর নিত্যত্ব হেতু আকাশকেও ঐভাবে নিত্য বলা হইল, কারণ আকাশ হইতেই বায়ু হইতেছে, কারণের নিত্যত্ব না থাকিলে কার্য্যের নিত্যত্ব কি প্রকারে সম্ভবে।

শব্দলিঙ্গবিশেষাদ্বিশেষ লিঙ্গাভাবাচ্চ ॥ ৩৩ ॥

আকাশের শব্দ ও চিহ্ন না থাকাতে অবিশেষ, কারণ যাহার শব্দ ও চিহ্ন নাই তাহাকে বিশেষ করিয়া বলা যায় না, এই নিমিত্ত অবিশেষ, অবিশেষ হইলেই এক।

তদনুবিধানাদেকত্বং পৃথকত্বঞ্চেতি ॥ ৩৪ ॥

ব্রহ্মের অণুতে যখন বুদ্ধি স্থির হইল, তখনি অনুভব হইল, আর ঐ অনুভব হওয়ার পর যখন অনুভবের কার্য্য দেখিতেছে তখন পৃথক্, কারণ তখন দ্রষ্টা ও দৃশ্য পদার্থ দুই রহিয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথমাহ্নিক সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োধ্যায়স্য দ্বিতীয়াহ্নিকম্।

পুষ্পবস্ত্রয়োঃ সতিসন্নিকর্ষে গুণান্তরা প্রাদুর্ভাবো বস্ত্রগন্ধাভাবে লিঙ্গম্ ॥১॥

পুষ্প=গুণ অর্থাৎ অনুভব,বস্ত্র=ব্রহ্ম। বস্ত্র=প্রস্তুত করিতে হইলে তুলার আবশ্যক। তুলার বীজ মৃত্তিকাতে পতিত হইয়া স্বভাব কর্ত্তৃক অঙ্কুর বৃক্ষ ইত্যাদি হইয়া পরে তুলা, ঐ তুলা পাকাইয়া সুতা, পরে তানা হাঁটিয়া তাঁতে উঠাইয়া মাকু একবার এদিক একবার ওদিক করিতে করিতে বস্ত্র, সেই প্রকার তোমার পিতা হইতে বীজ মাতৃগর্ভে পতিত হইয়া ক্রমে তুমি জন্মাইলে তাহার পরে তোমার সঙ্গে জন্মিয়াছে যে তুলাস্বরূপ প্রাণ তাহাকে স্বভাব নির্ম্মিত ত্রিগুণের চরকাতে পাকাইয়া সত্ত্ব গুণের সুতা প্রস্তুত করিয়া স্বভাবের মাকু দ্বারা বুনিতে বুনিতে ব্রহ্মময় বস্ত্র হইল ঐ বস্ত্রের দ্বারায় তুমি আপনাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

পুষ্প ও বস্ত্র সন্নিকটে থাকায় গুণান্তর না হওয়ায় বস্ত্রের যে গন্ধাভাব সেই গন্ধাভাবই বস্ত্রের চিহ্ন হইতেছে, অর্থাৎ ব্রহ্মময় বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া গন্ধহীন হইয়া আছ, (পুষ্পের গুণ সুগন্ধশোভা ইত্যাদি, কারণ ঐ সকল থাকায় পুষ্পে মনকে হরণ করে) এই ব্রহ্মময় বস্ত্রের সান্নিকটস্থ যে গুণস্বরূপ অনুভব,

অর্থাৎ ব্রহ্মে থাকিতে থাকিতে হঠাৎ অনুভব হইল যে তোমার বাটীতে দশলক্ষ টাকা ঘরের ভিত্তি হইতে বাহির হইয়াছে যেমন এই অনুভব হইল অমনি গুণ কর্ত্তৃক তোমার মনকে আকর্ষণ করিল, কিন্তু ইহাতে ব্রহ্মের কোন গুণান্তর হইল না। যদিও ব্রহ্ম হইতেই ঐ অনুভব হইল তথাপি ব্রহ্ম যেমন তেমনই রহিলেন গন্ধহীন বস্ত্রের ন্যায়, যেমন গন্ধাভাবই বস্ত্রের লিঙ্গ, সেই প্রকার গুণাভাবই ব্রহ্মের লক্ষণ।

পৃথিব্যাগন্ধঃ ॥২॥

পৃথিবীর গুণ গন্ধ এই নিমিত্ত বস্ত্র স্বরূপ ব্রহ্মে গন্ধ নাই অর্থাৎ গুণমাত্রেই তত্ত্বে, তত্ত্বাতীতে গুণ নাই। ক্রিয়ার পর অবস্থায় নাকের নিকট কেহ যদি গন্ধযুক্ত ফুল কিম্বা আতর লইয়া যায় তখন তাহার গন্ধ পাওয়া যায় না, কারণ তখন তত্ত্বাতীতাবস্থা।

অপাং রসঃ ॥৩॥

জলের গুণ রস, ক্রিয়ার পর অবস্থায় মুখে মিষ্ট কিম্বা তিক্ত দ্রব্য দিলে কোন রস বোধ হয় না।

তেজসোরূপম্ ॥৪॥

তেজের গুণরূপ, ক্রিয়ার পর অবস্থায় চক্ষে কোন রূপ দেখা যায় না।

এতেন গুর্ব্বাদয়ো দ্রবাদয় উষ্ণাদয়শ্চ ব্যাখ্যাতাঃ ॥৫॥

উপরোক্ত গুরু দ্রব উষ্ণাদির বিষয় পূর্ব্বে বিশেষরূপে বলা হইয়াছে।

অপরস্মিন্ পরং যুগপচ্চিরং
ক্ষিপ্রমিতি কাল লিঙ্গানি ॥৬॥

অপর=উপরোক্ত সমস্ত। পর=ব্রহ্ম। অপরেতে আছেন যে ব্রহ্ম তিনি চিরকাল শীঘ্র ও যুগপৎ রহিয়াছেন, এই যুগপৎ দর্শনই কালের চিহ্ন। অপরেতে অর্থাৎ এই শরীরেতে ক্রিয়ার পর অবস্থা অর্থাৎ ব্রহ্মেতে লীনাবস্থা এবং অনুভব এ উভয়ই এক সঙ্গে রহিয়াছে, কারণ অনুভব সকল ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিতে থাকিতে হয় আর ঐ অবস্থায় অনুভব সকল ক্ষণ-কালের মধ্যে হইয়া থাকে, এই যে ক্ষণকাল এই কালের লিঙ্গ যাহার হইয়াছে তিনিই জানেন।

দ্রব্যত্ব নিত্যত্ব বায়ুনা ব্যাখ্যাতে ॥৭॥

বায়ু দ্বারাতে যে নিত্যদ্রব্যত্ব তাহা বিশেষরূপে বলা হইয়াছে, অর্থাৎ বায়ুর ক্রিয়া দ্বারায় বায়ু স্থির হইলেই মনুষ্য নিত্যই ব্রহ্মত্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়েন।

তত্ত্বং ভাবেন ॥৮॥

তত্ত্ব=পরব্রহ্ম, এই অবস্থা ভাবে দ্বারায় অর্থাৎ আট্‌-কাইয়া থাকিলে হয়।

নিত্যেষ্বভাবাদনিত্যেষু ভাবাৎ কারণে কালাখ্যেতি ॥ ৯ ॥

নিত্য=ব্রহ্ম। অনিত্য=তত্ত্বসকল। দশ দিবসের নিমিত্ত একটী সুন্দর সদ্গন্ধযুক্ত গোলাপ প্রস্ফুটিত হইল কিন্তু দশ দিনের মধ্যে যে মৃত্তিকা হইতে হইয়াছিল, পুনরায় তাহাই হইল (মৃত্তিকা) ব্রহ্মেতে আট্‌কাইয়া না থাকিয়া অনিত্য বিষয়ে আট্‌কাইয়া থাকা (ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থা) এই উভয়ের কারণ যে ব্রহ্ম, তাহাতে ও এদিকে থাকা এ উভয়েরই কালের বিষয় বলিলাম, এই দুই ব্যতীত কালের কাল যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহা কাল নহে।

ইত ইদমিতি যতস্তদ্দিশ্যং লিঙ্গম্ ॥ ১০ ॥

ইত=এই অর্থাৎ কোন একটী বস্তুতে লক্ষ্য।

ইদম্=এই বস্তু।

যত=যাহা দেখিলে।

তৎ=সেই, দিকের চিহ্ন।

আদিত্য সংযোগাদ্ভূতপূর্ব্বাদ্ভবিষ্যতো ভূতাচ্চ প্রাচী ॥ ১১ ॥

পূর্ব্বে হইয়াছেন যে সূর্য্য অর্থাৎ কেবল মাত্র উঠিতেছেন, ঐ সূর্য্যের দিকে চক্ষু সংযোগ অর্থাৎ বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিলে, ভবিষ্যতোভূতাচ্চ, অর্থাৎ চক্ষুর সংযোগে দেখিবার পূর্ব্বে যাহা ভবিষ্যৎ ছিল এক্ষণে তাহা ভূত এই প্রাচী।

তথা দক্ষিণা প্রতীচ্যুদীচীচ ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বদিক্ যখন নির্ণয় হইল তখন ক্রমে দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর স্থিরনির্ণয় হইল।

এতেনান্তরালানি ব্যাখ্যাতানি ॥ ১৩ ॥

উপরোক্ত সূত্র বলাতেই অন্তরাল দিক কোণ সকল অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু, ঈশান ও নৈঋ্ঝত, উর্দ্ধ ও অধঃ বলা হইল।

সামান্যপ্রত্যক্ষাদ্বিশেষপ্রত্যক্ষাদ্বিশেষ স্মৃতেশ্চ সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥

সামান্য-প্রত্যক্ষ=অর্থাৎ এই চক্ষে যাহা দেখা যায়।

বিশেষ-প্রত্যক্ষ=যাহা চক্ষে দেখা যায় না কেবল অপ্রত্যক্ষের ন্যায় অনুভব মাত্র হয়। অনুভব হইল যে দশ লক্ষ টাকা কোটার ভিত্তি হইতে উঠিয়াছে এই বিশেষ-প্রত্যক্ষ, আর যখন বাটী আসিয়া দেখিল যে, দশ লক্ষ টাকা প্রকৃত উঠিয়াছে তখন সামান্য-প্রত্যক্ষ, আর ঐ টাকা যতক্ষণ চক্ষে দেখ নাই ততক্ষণ সংশয়, কারণ যাহা অনুভব হইয়াছিল তাহা সত্য কি না।

শ্রোত্রগ্রহণয়োহর্থঃ সশব্দঃ ॥ ১৫ ॥

অনুভব হইল যে টাকা উঠিয়াছে এই যে শব্দ যাহা শুনিয়া কর্ণেতে ধারণা হইল, এই অনুভবের যে শব্দ সেই শব্দ

উহা ভিন্ন শব্দ শব্দই নহে। অর্থ অর্থাৎ এখানে টাকার রূপ, বিষয়।

তুল্যাতুল্যজাতীয়েম্বর্থান্তরা ভূতেম্ববিশেষস্যো-ভয়থা দৃষ্টত্বাৎ ॥ ১৬ ॥

তুল্য জাতি=ব্রহ্ম। অতুল্য জাতি=পুষ্প।

তুল্য জাতিতে অর্থাৎ ব্রহ্মেতে অনুভব হইল, আর অতুল্যেতে অর্থাৎ এই চক্ষেতে দেখিলে যে যাহা অনুভব হইয়াছিল তাহা যথার্থ, এই রূপের অন্তর হইলেও দেখিতে পাওয়া হেতু উভয়ই অবিশেষ, অর্থাৎ যখন রূপের অন্তর হইল অর্থাৎ বিনা চক্ষের দেখা পরে এই চক্ষের দেখা এই রূপান্তর কিন্তু উভয়েতেই দেখাটা আছে, এই নিমিত্ত উভয়ই অবিশেষ অর্থাৎ সামান্য।

একদ্রব্যত্বান্ন দ্রব্যম্ ॥ ১৭ ॥

এক দ্রব্য হেতু দ্রব্য নহে অর্থাৎ যখন সকলই ব্রহ্মময় তখন আর কোন দ্রব্য নাই, কারণ তখন আমি পর্য্যন্ত ব্রহ্ম হইয়াছে, যদি বল ব্রহ্মই দ্রব্য? ব্রহ্ম দ্রব্য হইলেও তখন দ্রব্য বলে কে? এই নিমিত্ত উপরোক্ত শব্দ দ্রব্য নহে, কারণ ব্রহ্ম হইতে আকাশ এই আকাশের গুণ শব্দ তখন শব্দও ব্রহ্ম।

গুণস্য সতোঽপবর্গঃ কর্ম্মভিঃ সাধর্ম্ম্যম্ ॥ ১৮ ॥

গুণ=ক্রিয়া। অপবর্গ=বিচ্ছেদ। জগৎ হইতে মনের

বিচ্ছেদ হইলে মোক্ষ। কর্ম্ম=ক্রিয়ার পর অবস্থা অর্থাৎ সূক্ষ্ম আসা ও যাওয়া এই মোক্ষ, গুণের ও কর্ম্মের সহিত ব্রহ্মেতে যে মোক্ষ তাহাই সাধর্ম্ম, ক্রিয়ার দ্বারায় ক্রিয়ার পর অবস্থা ঐ অবস্থায় সূক্ষ্মরূপে ভিতর ভিতর যে আসা ও যাওয়া এই সাধর্ম্ম অর্থাৎ বিশেষ=বিগত শেষ অর্থাৎ অনন্ত ব্রহ্ম।

সতোলিঙ্গাভাবাৎ ॥ ১৯ ॥

উপরোক্ত সৎ যে ব্রহ্ম অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহার কোন চিহ্ন নাই।

অনিত্যশ্চায়ং কারণতঃ ॥ ২০ ॥

ব্রহ্ম যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহা ছাড়িয়া যায় এই কারণ, কিন্তু যাঁহার সর্ব্বদা ঐ অবস্থা তাঁহার নিকট নিত্য।

অভিব্যক্তৌ দোষাৎ ॥ ২১ ॥

অভিব্যক্ত=অপ্রকাশ। ক্রিয়ার পর অবস্থায় এক হইয়া যায়, তন্নিমিত্ত অপ্রকাশ, কারণ দুই থাকিলে একের প্রকাশ অন্যে দেখিবে, যখন প্রকাশ নাই তখন কিছুই নাই, এই জড়-বৎ অবস্থাই দোষের হেতু।

সংযোগাদ্বিভাগাচ্চ শব্দাচ্চ শব্দনিষ্পত্তেঃ ॥ ২২ ॥

অপান বায়ু সম্যক্ প্রকারে প্রাণেতে যোগ হইয়া নাভিতে

যাইয়া বিভাগ হওয়ায় এক প্রকার শব্দ উৎপত্তি হইতেছে আর ঐ শব্দ অষ্ট স্থান স্পর্শ করায় নানা প্রকার অর্থসূচক শব্দ হইতেছে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় প্রাণ ব্রহ্মেতে অর্থাৎ স্থিরত্বতে যোগ হইয়া পরে অর্দ্ধেক ক্রিয়ার পর অবস্থায় ও অর্দ্ধেক নেশায় সমান ভাগে বিভাগ হইয়া যে অর্থসূচক অনুভব সকল তাহাই শব্দ (ভিতরের)।

লিঙ্গাচ্চ ॥ ২৩॥

উপরের লিখিত উভয় শব্দই চিহ্ন।

দ্বয়োস্তু প্রবৃত্ত্যাহভাবাৎ॥ ২৪ ॥

উপরের উভয়েরই (অর্থাৎ বাহিরের শব্দ ও অনুভব সকল) অপ্রবৃত্তির অভাব হেতু, মন দিয়া না শুনিলেও আপনাপনি হয়।

প্রথমাদি শব্দাৎ॥ ২৫ ॥

প্রথম ব্রহ্ম তিনিই আদি, তাঁহার অনুভব শব্দের দ্বারায় হইতেছে সেই আদি শব্দ অর্থাৎ নিঃশব্দই ব্রহ্ম।

সম্প্রতিপত্তি ভাবাচ্চ॥ ২৬ ॥

সম্যক্ প্রকারে মন দিলে ভাব হয়, আর ভাব হেতু শব্দ সকলের অর্থাগম হয়, আর ক্রিয়ার পর অবস্থার নেশায় থাকিয়া অনুভব সকলের প্রতি সম্যক্ প্রকারে মন দিলে বুঝিতে পারা যায়।

সন্দিগ্ধাঃ সতি বহুত্বে॥ ২৭॥

শব্দ সকল অনেক প্রকার হওয়াতে সন্দেহ, আর ভিতরের দশ প্রকার অনাহত শব্দ তাহার পর অনুভবের শব্দ এবং কথাবার্ত্তা ও নানাপ্রকার অনির্ব্বচনীয় শব্দ এই বহুত্ব হেতু সন্দেহ।

সংখ্যাভাবঃ সামান্যতঃ॥ ২৮॥

সংখ্যাভাব হওয়াতে সামান্য অর্থাৎ আকাশ সমানরূপে সামান্য, সংখ্যাতীত ও অনন্ত এই নিমিত্ত শব্দ ও অনন্ত কারণ আকাশ হইতেই শব্দ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিক সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়স্য প্রথমাহ্নিকম্।

প্রসিদ্ধা ইন্দ্রিয়ার্থাঃ ॥১॥

ইন্দ্রিয় সকলের যে অর্থ অর্থাৎ রূপ তাহা প্রসিদ্ধই রহিয়াছে অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বাহিরের। ভিতরের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের দ্বারায় সূক্ষ্মভাবে অনুস্বরূপে ঐ সকল প্রকৃষ্ট প্রকারে সিদ্ধদিগের অনুভব হইতেছে।

ইন্দ্রিয়ার্থ প্রসিদ্ধিরিন্দ্রিয়া নামর্থেভ্যোঽর্থান্তরস্যাগ্রহণে হেতু ॥২॥

ইন্দ্রিয়ের অর্থ প্রসিদ্ধই রহিয়াছে, আর ইন্দ্রিয় সকলের যে অর্থ তাহার অর্থান্তর অর্থাৎ কাণে না শুনিয়া দেখা এই সকল অর্থান্তর গ্রহণ করিতে না পারাই হেতু অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারায় যে কর্ম্ম সাধিত হইত, তাহা ব্যতীত অন্যটী হয় না, আর ভিতরের ক্রিয়ার পর অবস্থায় সমান বায়ুতে অতীন্দ্রিয়াবস্থায় বিনা ইন্দ্রিয়েতে এক সময়ে দেখা, শুনা, বলা ইত্যাদি হইয়া থাকে।

সোঽনপদেশঃ ॥৩॥

উহার অনপদেশের কারণ নাই, অর্থাৎ চক্ষেতে কেন দেখা

যায়, স্থূল দৃষ্টিতে বাহিরে ইহার কারণ নাই, কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ব্রহ্মের অনুতে থাকায় প্রাণ অপানের সংযোগে সমান বায়ুতে স্থির থাকিয়া শরীরের সর্ব্বত্রেতে ত্বচার নিয়ে থাকায় স্পর্শ ইন্দ্রিয় ত্বচা হইতেছে, ত্বচা ছাড়া কোন ইন্দ্রিয়ই নাই, এই কারণে ইন্দ্রিয় সকল পৃথকত্ব ভাবে ব্রহ্মের অনুতে থাকিয়াও একত্বভাবে অনুভব হয়।

কারণাজ্ঞানাৎ ॥৪॥

অজ্ঞানহেতু কারণ জানা যায় না আর জ্ঞান হইলে উপরের লিখিত মত জানা যায়।

কার্য্যেষু জ্ঞানাদজ্ঞানাচ্চ ॥৫॥

জ্ঞানের নিমিত্ত কার্য্য, যেমন দেখা একটী কার্য্য, যে বস্তুটী মন দিয়া দেখিলে সেটী দেখা হইল আর যেটী মন দিয়া না দেখিলে সেটী আর দেখা হইল না, জ্ঞানের সহিত কার্য্য করার নাম কার্য্য, আর অজ্ঞানের সহিত কার্য্য করিলে সে কার্য্য করা না করার মধ্যে বাহিরের আর ভিতরের মন দিয়া ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা জানার নাম কার্য্য, আর ক্রিয়া না জানিয়া অন্য যাহা কিছু অমনোযোগ পূর্ব্বক করার নাম অজ্ঞান। কোন বস্তু মন দিয়া দেখিলে, কিন্তু কেন দেখিলে তাহার কারণ না জানার নাম অজ্ঞান। ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা কেন হয় তাহা না জানার নাম অজ্ঞান। অপান বায়ুতে প্রাণ (নাভিদেশে) স্থির হইলেই ক্রিয়ার পর অবস্থা হয়, ক্রিয়ার পর

অবস্থা হইবার এই হেতু, আর ইহারই নাম অপদেশ যাহা পরে লেখা হইবেক।

অন্যএব হেতুরিত্যনপদেশঃ ॥৬॥

কেন দেখিতেছি ইহার হেতু না জানার নাম অনপদেশ।

অর্থান্তরং হ্যর্থান্তরস্যানপদেশঃ ॥৭॥

অর্থান্তরের অর্থান্তরই অনপদেশ।

ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থার নাম অর্থান্তর, এই অর্থান্তরের অর্থান্তর, কেন ক্রিয়ার পর অবস্থা হইল, এই চিন্তার নাম অনপদেশ, ক্রিয়ার পর অবস্থা ছাড়িয়া না যাইলে ওরূপ চিন্তা হয় না, আর উপবেব লিখিত দেখা অর্থান্তর, আর কেন দেখিলাম এইটী অর্থান্তরের অর্থান্তর এবং ইহাই অনপদেশ।

সংযোগী সমাবায্যেকার্থ সমবায়ী বিরোধীচ ॥৮॥

সংযোগী সমবায়ী=সমানরূপে ও সম্যক্ প্রকারে মনোযোগ পূর্ব্বক দেখা। একার্থ সমবায়ী=মনোযোগ পূর্ব্বক দেখ বা না দেখ কিন্তু দৃষ্টি দৃষ্টিতেই রহিয়াছে। দৃষ্টিতে দৃষ্টি থাকিলেই লক্ষিত বস্তু দেখার বিরোধ, ক্রিয়ার সংযোগে ক্রিয়ার পর অবস্থা হইয়াছে, এই সংযোগী সমবায়ী, আর ক্রিয়ার পর অবস্থা বুঝিতে না পারার কারণ একার্থ সমবায়ী। কারণ দুই থাকিলে তবে এককে অন্যে জানিতে পারে, ক্রিয়ার পর অবস্থার সংযোগ না হইয়া মিলিয়া এক হইয়া যায়, যেমন দৃষ্টিতে দৃষ্টি

মিলিলে দর্শনের বিরোধ, সেই প্রকার যাহা দ্বারায় ক্রিয়ার পর অবস্থা জানা যায় সে মিলিয়া যাওয়ায় ঐ অবস্থাকে বুঝিবার বাধা দেয় এই বিরোধ।

কার্য্যং কার্য্যান্তরস্য বিরোধী ॥৯॥

কার্য্যান্তরই কার্য্যের বিরোধী, ক্রিয়ার পর অবস্থা কার্য্য আর ক্রিয়ার পর অবস্থা বুঝিতে দিতেছে না যে এক হইয়া যাওয়া ঐ কার্য্যের বিরোধী, যেমন দৃষ্টির বিরোধী দৃষ্টিতে দৃষ্টি থাকা এই নিমিত্ত অজ্ঞান জ্ঞানকে জানিতে দিতেছে না।

অভূতং ভূতস্য ॥১০॥

যাহা ছিল না তাহা হইল, অর্থাৎ ক্রিয়া না করার পূর্ব্বে ক্রিয়ার পর অবস্থা জানিত না, ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়াব পর অবস্থাও এক হইয়া যাওয়ায় ঐ অবস্থা জানিতে দিতেছে না এ উভয়ই জানিলে।

ভূতম্ ভূতস্য ॥১১॥

যাহা না হইয়াছিল তাহা হইল, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন কিছুই নাই তাহা হইল যেমন দৃষ্টিতে দৃষ্টি রাখায় দেখার বাধা তাহা হইল।

ভূতং ভূতস্য ॥ ১২ ॥

যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ হইবার ছিল যে

ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহা ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থায় আর নাই, যেমত দৃষ্টিতে দৃষ্টি না থাকিয়া বস্তুতে আসিলেই দৃষ্টিতে দৃষ্টি থাকা গত।

প্রসিদ্ধি পূর্ব্বকত্বাদপদেশস্য ॥ ১৩ ॥

হেতুপূর্ব্বক হইলেই হইয়া থাকে ইহা প্রকৃষ্ট প্রকারে সিদ্ধি হইয়াই আছে, অর্থাৎ মনোযোগ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিলেই দেখা যায় ও ক্রিয়া করিলেই ক্রিয়ার পর অবস্থা হইয়া থাকে ইহা প্রকৃষ্ট প্রকারে সিদ্ধি হইয়াই আছে।

অপ্রসিদ্ধোঽনোপদেশোঽসন সন্দিগ্ধশ্চ ॥১৪॥

অপ্রসিদ্ধই অনপদেশ আর এই অনপদেশই অহেতু, যাহার হেতু নাই তাহাই সন্দেহ, অর্থাৎ ক্রিয়া করিলেই দেখা হয় ও মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিলেই দেখা যায়, ইহা না জানাই অপ্রসিদ্ধ, অনপদেশ ও অহেতু, যাহার হেতু জানা না যায় তাহাতেই সন্দেহ।

যস্মাদ্বিষাণী তস্মাদনশ্বোগোঃ। ১৫ ॥

যেহেতু উহা শৃঙ্গবিশিষ্ট এই নিমিত্ত উহা অশ্ব নহে গোরু, অর্থাৎ যখন শৃঙ্গবিশিষ্ট গোরু বলিয়া জ্ঞান হইয়াছে, আর ঐ গোরুজ্ঞান যখন দৃষ্টিতেই রহিয়াছে, তখন অশ্ব নহে গোরু। সংযোগ সমবায়ী অর্থাৎ মনোযোগ পূর্ব্বক সমানরূপে গোরুজ্ঞান অর্থাৎ এইটী গোরু ছাগল নহে, পূর্ব্বেই ইহাকে অহেতু বলা

হইয়াছে, আর এই গোরু দেখ বা না দেখ গোরু জ্ঞানই রহি-য়াছে, এই একার্থ সমবায়ী ইহা এই নিমিত্ত অশ্ব নহে।

শাস্ত্রসামর্থ্যাচ্চ ॥ ১৬ ॥

যাঁহাদিগের সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইয়াছে তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহাই শাস্ত্র, সেই শাস্ত্রে গোরুব যে প্রকার সংজ্ঞা করিয়াছেন ও তাহার সমান রূপ যাহাতে আছে তাহারই নাম গোরু এই সামর্থ্যে ইহা গোরু ভিন্ন অশ্ব নহে।

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়স্য দ্বিতীয়াহ্নিকম্।

সদকারণবন্নিত্যম্ ॥ ১ ॥

অকারণের ন্যায় সৎ নিত্য, সৎ এখানে উপরের লিখিত শাস্ত্রোক্ত বাক্য সকল অকারণের ন্যায়, অর্থাৎ যে উহার কারণ গুপ্ত, কারণ ঐ সকল শাস্ত্র তাঁহারা ব্রহ্মে থাকিয়া লিখিয়াছেন; এই নিমিত্ত উহার কারণ অকারণবৎ হইলেও উহা নিত্য বাহিরের আর ভিতরের। সৎ=ব্রহ্ম ক্রিয়ার পর অবস্থা অকারণবৎ হয়, এই ক্রিয়া করিতেছি এই ক্রিয়া দ্বারায় আমার ক্রিয়ার পর অবস্থা হউক এমত নহে, যখন হয় তখন অকারণবৎ হয় অর্থাৎ আপনাপনি। ক্রিয়ার পর অবস্থার কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না ও ঐ অবস্থা নিত্যই রহিয়াছে, তবে তুমি প্রয়াস পূর্ব্বক উহাতে সর্ব্বদা থাকিতে পারিলেই হইল।

তস্য কার্য্যং লিঙ্গম্ ॥২॥

ঐ সতের চিহ্ন কার্য্য যেমত ওটা গোরু, শাস্ত্রে লেখা আছে, গোরু ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, কারণ শাস্ত্র কর্ত্তারা যাহাকে গোরু বলিয়াছেন, তাহাই গোরু (বাহিরের) (ভিতরের) ক্রিয়ার পর অবস্থার কার্য্য যে ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থায় নেশা ওঁকার ধ্বনি ইত্যাদি সেই চিহ্ন।

কারণভাবাৎ কার্য্যভাবঃ ॥৩॥

কারণবিশিষ্ট হওয়া হেতু কার্য্যবিশিষ্ট, অর্থাৎ যে যে কারণে গোরু চিনিতে পারা যায়, সেই সেই কারণ যাহাতে আছে সেই গোরু। ভিতরের, ব্রহ্মেতে ভাব হেতু তাহার কার্য্য যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহাতেও ভাব হয়, অর্থাৎ আট্‌কাইয়া থাকে।

অনিত্য জাতিবিশেষতঃ প্রতিষেধভাবঃ ॥৪॥

জাতিবিশেষে বিপরীত ভাব হওয়ায় অনিত্য, অর্থাৎ গোরু জাতির মধ্যে নানা প্রকার ভেদ আছে, যেমন নীল লাল ইত্যাদি, কিন্তু জাতি ভেদে গোরুর ন্যায় নহে, অন্য প্রকার, এই নিমিত্ত অনিত্য। ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থা জাতিবিশেষ এ অবস্থা ক্রিয়ার পর অবস্থার বিপরীত এই নিমিত্ত অনিত্য ইহাকেই বিদ্যা কহে, কারণ যাহা দ্বারায় সমুদয় অনুভব হইতে পারে (ভিতরের)।

অবিদ্যা ॥৫॥

যাহা দ্বারায় অলৌকিক কিছু জানা যায় না সেই অবিদ্যা, অর্থাৎ তত্ত্বাতীত না হইয়া তিন গুণে আবদ্ধ হইয়া মিথ্যাকে সত্য বোধ, নানা প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করা ও আমি কে তাহা না জানা। ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কার্য্য করিয়া তাহার ফল ভোগ করার নিমিত্ত জন্ম মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইয়া থাকার নাম অবিদ্যা।

আত্মেন্দ্রিয় মনোঽর্থ সন্নিকর্ষাৎ যন্নিষ্পদ্যতে তদন্যৎ ॥ ৬ ॥

আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মনের বিষয়ের সন্নিকটে থাকায় অন্য প্রকার নিষ্পন্ন হয়, অর্থাৎ আত্মার বিষয় সুখ-দুঃখ-বোধ, ইন্দ্রিয়ের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস. গন্ধ বোধ, মনের চঞ্চলতা, ইহা লইয়া যাহারা আছে তাহারা ইহলোকের ভোগ বাসনা করে, পর-লোকের ঐশ্বর্য্য চহে না, তাহারা বিদ্যা অবিদ্যার অন্য অথচ অবিদ্যারই একটী অংশে।

তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিক সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়স্য প্রথমাহ্নিকম্।

আত্মেন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষে জ্ঞানস্য ভাবোঽভাবশ্চ মনসোলিঙ্গম্॥ ১॥

আত্মার সুখ দুঃখ, ইন্দ্রিয়ের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধের সন্নিকটে থাকাতে জানার ভাব হয় (ইচ্ছা হয়), যেমন কোন বস্তু দৃষ্টি করিতেছ, দেখিতে দেখিতে বিশেষ প্রকারে জানিবার ইচ্ছা হইল, তাহার পর কিছুক্ষণ ঐ বস্তু দেখিয়া উহার বিষয় যতদূর জানা যাইতে পারে, জানার পর অন্য দিকে দৃষ্টি করায় ঐ বস্তুর অভাব এই মনের চিহ্ন (বাহিরের), আত্মা পরমাত্মাতে লীন হইলেই সুখ দুঃখ বোধ থাকিল না, আর আত্মার সহিত ইন্দ্রিয় সকল যাওয়ায় ইন্দ্রিয়ের বিষয় বোধ রহিল না, তখন মনে মন মিশাইয়া যাওয়ায় ক্রিয়ার পর অবস্থা, আর ইহার অভাব ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থা অজ্ঞান এই মনের চিহ্ন। যখন বিষয়ে জ্ঞান, তখন অজ্ঞান, আর যখন অজ্ঞান অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা তখন জ্ঞান (ভিতরের)।

তস্য দ্রব্যত্ব নিত্যত্বে বায়ুনা ব্যাখ্যাতে॥২॥

তস্য অর্থাৎ মনের, মনের দ্রব্যত্ব ও নিত্যত্ব নিত্যই রহি-

য়াছে। বায়ুর বিষয় যেমন বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে, অর্থাৎ বায়ু যেমন সর্ব্বদা সর্ব্বত্রে নিত্যই রহিয়াছে, সেই প্রকার মনের দ্রব্যত্ব নিত্যত্ব সর্ব্বদাই আছে, যেমন কোন বস্তু দৃষ্টি করিলে আর ঐ বস্তুতে মন নিয়ত না থাকায়, অন্য দিকে মন চলিল এই যাওয়া আসাই মনের গুণ আর এই গুণবিশিষ্ট হওয়ায় দ্রব্যবিশিষ্ট (বাহিরের)। মন ক্রিয়ার পর অবস্থায় যাইতেছে, আবার ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থায় ফিরিয়া আসিতেছে, এই আসা ও যাওয়া কোন অলক্ষিত দ্রব্য দ্বারায় হইতেছে, ঐ দ্রব্যই ব্রহ্ম, ঐ অবস্থা বায়ুর ন্যায় নিত্যই রহিয়াছে, তবে তুমি অন্য বস্তুতে মন দেওয়ায় ঐ অবস্থা যাইতেছে।

প্রযত্নাযৌগপদ্যাজ্ জ্ঞানাযৌগপদ্যাচ্চৈকম্ ॥৩॥

প্রযত্ন যুগপৎ (একেবারে) হইতেছে না, আর জ্ঞান ও যুগপৎ হইতেছে না, আর যুগপৎ প্রযত্নের দ্বারায় যুগপৎ জ্ঞান হইতেছে না, অর্থাৎ কোন বস্তু অমনি দৃষ্টি করিলে তাহার পর দেখিতে দেখিতে মনে হইল ওটা কি, পরে বিশেষ করিয়া দেখিয়া স্থির হইল ওখান শাদা কাপড়, প্রথমে অমনোযোগের সহিত দেখায় একটা শাদা বস্ত্র জ্ঞান হইয়াছিল মাত্র, তাহার পর যেমন যেমন মন দিয়া দেখিতে লাগিলে তেমনি তেমনি বিশেষরূপে ঐ বস্ত্রের জ্ঞান হইতে লাগিল (বাহিরের)। প্রথমে অল্প অল্প নেশা পরে ক্রমেই অধিক তাহার অজ্ঞান, যাহা জ্ঞান, তাহার পর ক্রমে নেশা ছাড়িয়া অজ্ঞানে আসিলে, নেশার ক্রমে বৃদ্ধি ও ক্রমে কম একেবারে জানা যায় না, যেমন যেমন

বাড়িতে ও কমিতে ছিল তেমনি জানা গেল, ইহা ক্রিয়াবান্ মাত্রেরই সহজে বোধগম্য, নেশা, নেশা ছাড়া, ও ক্রিয়ার পর অবস্থা যখন নাই এমন যে অবস্থা তাহাতে যুগপৎ সকলই আছে, যাঁহারা অধিক দিবস ক্রিয়া করিতেছেন তাঁহাদিগের ইহা অনুভব হয়।

প্রাণাপান নিমেষোন্মেষ জীবন মনোগতীন্দ্রিয়ান্তরো চঞ্চারোঃ বুদ্ধি সুখদুঃখেচ্ছা দ্বেষ-প্রযত্নাশ্চাত্মানো লিঙ্গানি ॥৪॥

প্রাণ, অপান, নিমেষ, উন্মেষ, জীবন, মনোগতি, ইন্দ্রিয়ান্তর সঞ্চার প্রভৃতি, বুদ্ধি সকল সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন এই সকল আত্মার চিহ্ন (বাহিরের)। ক্রিয়ার পর অবস্থায় আত্মাতে এই সকল চিহ্নের কিছুই থাকে না, কারণ তখন আত্মা পরমাত্মাতে লীন হয়েন।

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি প্রত্যগাত্মনি দৃষ্টেপরত্রলিঙ্গম্ ॥৫॥

প্রবৃত্তি=কোন বিষয়ে ইচ্ছা। নিবৃত্তি=উহা হইতে ফিরিয়া আসা। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুই আত্মার বিপরীত কার্য্য দেখা যাইতেছে, আর ইহা কেন হইতেছে তাহার কোন চিহ্ন এখানে দেখা যাইতেছে না, অব্যক্ত বলিয়া (বাহিরের)। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যাওয়া ও তাহা হইতে ফিরিয়া আসা এ

উভয়ের যে কারণ তাহা অব্যক্ত কেবল ক্রিয়া সাপেক্ষ, অর্থাৎ যেমন আসক্তি পূর্ব্বক ক্রিয়া করিবে, সেই পরিমাণে নেশা হইবে, কিন্তু যখন হইবে তখন হইবে।

যজ্ঞদত্ত ইতি সন্নিকর্ষে প্রত্যক্ষাভাবাদ্দৃষ্টং লিঙ্গং ন বিদ্যতে ॥ ৬ ॥

যজ্ঞদত্তকে ডাকিলেই যজ্ঞদত্ত নিকটে আসিল, ইহার প্রত্যক্ষ না থাকায় কোন চিহ্ন দেখা যাইতেছে না, আর প্রবৃত্তি নিবৃত্তির চিহ্ন অব্যক্ত বলিয়া যেন দেখা যাইতেছে না, কিন্তু যজ্ঞদত্তকে ডাকিবা মাত্রই সে আসিল, ইহারতো কোন চিহ্ন দেখা যায় না, আর যজ্ঞদত্ত আত্মাবিশিষ্ট কিন্তু যজ্ঞদত্তের আত্মার প্রত্যক্ষ চিহ্ন যে প্রাণ অপানাদি তাহাও কিছুই দেখা যাইতেছে না।

সামান্যতোদৃষ্টাচ্চাবিশেষঃ ॥ ৭॥

সামান্য প্রকার দেখাতে অবিশেষ, অর্থাৎ প্রাণাপানাদি আত্মার চিহ্ন সকল যজ্ঞদত্তেতে সূক্ষ্মরূপে রহিয়াছে বলিয়া স্থূল যজ্ঞদত্তকে ডাকিবা মাত্র আসিতেছে, যজ্ঞদত্তের স্থূল দেহ ছাড়া যজ্ঞদত্তের আত্মা নহে এই নিমিত্ত স্থূল যজ্ঞদত্তকে দেখাতেই যজ্ঞদত্তের আত্মাকেও সূক্ষ্মরূপে দেখা যাইতেছে, এই কারণে স্থূল যজ্ঞদত্ত ও তাহার আত্মা অবিশেষ।

তস্মাদাগমিকম্ ॥৮॥

যজ্ঞদত্তেতে যে আত্মা সূক্ষ্মরূপে তাহা কোথা হইতে ও কি প্রকারে আসিলেন? তস্মাৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে আগমন করিয়াছেন। আগমিকম্=অলৌকিক আপনাপনি হঠাৎ হইয়া থাকে অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে শূন্য, শূন্য হইতে বায়ু, এই বায়ু হঠাৎ আপনাপনি ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম বশাৎ জন্ম গ্রহণ করেন, ব্রহ্ম সর্ব্বত্রে তাঁহা হইতে কূটস্থ শূন্য তাঁহা হইতে বায়ু কর্তৃক মূর্ত্তি সকল আপনাপনি উপস্থিত হয়েন, (কূটস্থের মধ্যে তুমি এবং তোমার মধ্যে ঐ কূটস্থ এই নিমিত্ত সকলই ব্রহ্মময়) বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, জল হইতে মৃত্তিকা, মৃত্তিকা হইতে বীজ, বীজ হইতে বীর্য্য, বীর্য্য ও শোণিত মিলিত হইয়া শরীর, ইহার বিষয় বিশেষ করিয়া সাংখ্যে লেখা আছে। এই যজ্ঞদত্তের শরীর সূক্ষ্মরূপে বীজ স্বরূপে আছেন, যেমন অশ্বত্থ বৃক্ষের বীজের মধ্যে সূক্ষ্মরূপে ঐ বৃক্ষটী না থাকিলে কখনই বৃক্ষ হইত না, ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী যজ্ঞদত্ত ব্রহ্মের মধ্যে তন্নিমিত্ত যজ্ঞদত্ত আগমিক (বাহিরের) ক্রিয়ার পর অবস্থা এক ও হঠাৎ আইসে।

অহমিতি শব্দস্য ব্যতিরেকান্নাগমিকম্ ॥৯॥

আমি শব্দ ব্যতিরেকে আগমিক, অর্থাৎ আমি যখন নাই তখন আগমিক (বাহিরের) যতক্ষণ আমি ততক্ষণ কূটস্থ ইত্যাদি

দেখা যাইতেছে আর ক্রিয়ার পর অবস্থায় আমি না থাকায় আগমিক।

যদ্দৃষ্টমম্মমহং দেবদত্তোহহং যজ্ঞদত্ত ইতি
ভ্রষ্টৃত্বাৎ প্রত্যক্ষবৎ ॥১০॥

যজ্ঞদত্ত যখন কূটস্থে তখন মনে করিতেছেন যে আমি যজ্ঞদত্ত অমব্রহ্ম, আর ঐ অবস্থা হইতে যখন এদিকে তখন স্থূল-রূপে স্থূল শরীর দেখিয়া বলিতেছেন যে আমি যজ্ঞদত্ত। দর্শন-বিষয়ে উভয়ই প্রত্যক্ষ।

দেবদত্ত গচ্ছতি যজ্ঞদত্ত গচ্ছতীত্যুপচারোচ্ছরীর-
প্রত্যয়ঃ ॥১১॥

দেবদত্ত যাইতেছেন অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় কূটস্থ নানাপ্রকার দর্শন করিতেছেন, আর যজ্ঞদত্ত নাচ তামাসা দেখিতে যাইতেছেন। এই যে উপচার অর্থাৎ আমি কে না জানিয়া সংয়ের মতন বেড়ান, এইটী শরীরের প্রত্যয় অর্থাৎ শরীর না থাকিলে এই উপচার হইত না।

মমেতি প্রত্যয়স্য যথার্থ্যাৎ ॥১২॥

এই সকল প্রত্যয় যথার্থ আমারই অর্থাৎ আমি আছি বলিয়া, আমার আমি না থকিলে আমার বলে কে? এই নিমিত্ত আমি সত্য আমারও সত্য।

সন্দিগ্ধস্তূপচারঃ ॥ ১৩ ॥

এই উপচারই সন্দেহ, কারণ এ উপচার কাহার? আত্মার পরমাত্মার কি শরীরের, আমার উপচার হইয়াছিল। আমার শব্দে এখানে উপরোক্ত তিনের মধ্যে কাহার এই সন্দেহ।

অহমিতি প্রত্যগাত্মনি ভাবাৎ পরত্রা-
ভাবাদর্থান্তরং আত্মস্বরূপং প্রত্যক্ষং
যত্র প্রত্যয়ে স প্রত্যয়ার্থান্তর প্রত্যক্ষঃ ॥১৪॥

আমি প্রত্যক্ষ করিলাম, আত্মার এই ভাব হেতু আর পরত্রের অভাব হেতু যে রূপান্তর সেও আত্মারই, আর প্রত্যয়ের যে রূপান্তর সে প্রত্যক্ষ, আমার আত্মাতে ভাব হেতু (অর্থাৎ আমি নাচ দেখিতেছিলাম)। আর ক্রিয়ার পর অবস্থার অভাব হেতু যে রূপান্তর সকল অর্থাৎ কূটস্থে দেখা এ সকলই প্রত্যক্ষ সেই আত্মার স্বরূপের, আর যে ক্রিয়ার পর অবস্থা হইতে প্রত্যয় তিনিই রূপান্তর সকল প্রত্যক্ষ করিতেছেন, এইটী প্রত্যয় অর্থাৎ যথার্থ অর্থাৎ ব্রহ্মই এই সকল করিতেছেন ও দেখিতেছেন অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।

সন্দিগ্ধস্তূপচারঃ ॥১৫॥

এই তিন প্রকার উপচারের কোনটী সত্য এই সন্দেহ প্রথম উপচার নাচ দেখিতে যাওয়া, দ্বিতীয় কূটস্থের রূপ দেখা, তৃতীয় ক্রিয়ার পর অবস্থা।

নতু শরীরবিশেষাৎ যজ্ঞদত্ত বিষ্ণুমিত্র যোর্জ্ঞান-বিশেষঃ ॥১৬॥

ইনি যজ্ঞদত্ত, উনি বিষ্ণুমিত্র, ইত্যাদি শরীর বিশেষের জানা আর আমি দেখিতেছি, খাইতেছি, ইত্যাদি যে জ্ঞান সে জ্ঞান নহে, জ্ঞান যখন আমি নাই।

অহমিতিমুখ্য যোগ্যাভ্যাং শব্দবদ্ব্যতিরেকোব্য-ভিচারাদ্বিশেষ সিদ্ধেরাগমিকম্ ॥১৭॥

আমি প্রধান এবং যোগ্য অর্থাৎ আমি উপযুক্ত হইয়া কূটস্থ দেখিতেছি, শব্দের ন্যায় ব্যতিরেকে অর্থাৎ কোন কথা মনে মনে বলা যদিও সে শব্দ উচ্চারণ করিতেছে না, কিন্তু শব্দবৎ মনে করিতেছে, যেখানে এ প্রকার মনে কল্পনাযুক্ত মন নাই, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা সেই সিদ্ধি ও আগমিক, ইহা ব্যতীত আর সমস্তই ব্যভিচা[illegible]।

তেনাহামিতি ॥১৮॥

উপরোক্ত কারণে আমিই ব্রহ্ম অর্থাৎ যজ্ঞদত্ত আসিলেই যজ্ঞদত্তের সহিত অদৃশ্যরূপে যজ্ঞদত্তের আত্মা ও আত্মার চিহ্ন সকল আসিল, যজ্ঞদত্তকে ডাকিলে যজ্ঞদত্ত আমি বলিল, আবার সেই আমার মধ্যে ক্রিয়ার পর অবস্থা (ব্রহ্ম), এই নিমিত্ত অহং ব্রহ্ম ব্রহ্মোস্মি অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম।

সুখদুঃখজ্ঞান নিষ্পত্ত্যবিশেষাদৈকাত্ম্যম্ ॥ ১৯ ॥

সুখ দুঃখ জ্ঞান নিষ্পত্তি এক আত্মাই যখন করিতেছেন তখন অবিশেষ, কারণ যখন সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ তখন আমি বলিয়া পৃথক্ জ্ঞান নাই, সুখ দুঃখ যত কিছু সকলই এক হওয়ায় অবিশেষ।

যথাকাশকালদিশঃ ॥ ২০ ॥

আকাশ সর্ব্বত্রে কেবল আকার বিশেষে আকাশভেদ, যথা ঘটাকাশ ইত্যাদি। আর, কাল তোমার নিজের প্রয়োজন বশতঃ ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান। দিক, পূর্ব্ব দিকে যখন তুমি মুখ করিলে তখন তোমার পীঠের দিক পশ্চিম, আর পশ্চিম দিকে যখন মুখ করিলে তখন পীঠের দিক পূর্ব্বদিক। যখন যে দিকে মুখ করিতেছ তাহার বিপরীত দিক পশ্চাৎদিক তোমার আবশ্যক মতে। আকাশ, কাল, দিক, এ সকল সমান রহিয়াছে এই প্রকার আত্মা যদি সর্ব্বত্রে হইলেন তবে সুখ দুঃখ কাহার?

ব্যবস্থাতোনানা ॥ ২১ ॥

বিশেষরূপে অবস্থিতি হওয়ার নিমিত্ত নানাপ্রকার অর্থাৎ তোমাতে যে আত্মা পোকাটাতেও সেই আত্মা, কিন্তু সকল

পোকা এক প্রকার দ্রব্য ভাল বাসে না। সেইপ্রকার মনুষ্য নানা প্রকার মতের, এই বিশেষ রূপ অবস্থিতি হেতু আত্মা এক হইয়াও নানাপ্রকার।

তস্যাভাবাদব্যভিচারঃ ॥২২॥

তস্য=এই বিশেষরূপ অবস্থিতির যদি অভাব হইল, তবে অব্যভিচার অর্থাৎ আর ভেদ থাকিল না, তাহা হইলেই আত্মা এক, এই নিমিত্ত ব্যভিচার ও অব্যভিচার উভয়ই সেই ব্রহ্মের।

সঙ্খ্যাপরিমাণানি পৃথকত্বং সংযোগবিভাগৌ-
পরত্বাপরত্বে কর্ম্মচ রূপী দ্রব্য সমবায়াচ্চা-
ক্ষুষাণি ॥ ২৩ ॥

দশজন লোক তাহার মধ্যে কেহ বালক, এক হাত লম্বা, কেহ ২॥ হাত লম্বা কেহ ৩॥ হাত লম্বা। তুমি, আমি, হাত, পা, ইত্যাদি মিলিয়া এক, আর হাত একটা পৃথক, পা একটা এই বিভাগ। এ ব্যক্তি পর ও ব্যক্তি আপন ও এই নানাপ্রকার কর্ম্ম সকল, রূপবিশিষ্ট চক্ষুর হইতেছে, কিন্ত ব্রহ্ম সামান্যত (সমান-ভাবে) সকলেই রহিয়াছেন।

অরূপিষ্ব চক্ষুষাণি ॥ ২৪ ॥

অচক্ষু হইলে অরূপী, অর্থাৎ উপদেশ পাইয়া এই চক্ষু-

দ্বয়ের নিকট আর একটী চক্ষু পাইয়া তাহাতে দেখিতে লাগিলে, আর ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন চক্ষু নাই, এই অচক্ষু অবস্থায় কোন রূপ নাই।

চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়স্য দ্বিতীয়াহ্নিকম্।

তৎপুনঃ পৃথিব্যাদি কার্য্য দ্রব্যং ত্রিবিধং শরীরেন্দ্রিয় বিষয় সংজ্ঞকম্॥ ১ ॥

পুনঃ সেই ব্রহ্ম, পৃথিব্যাদি, কার্য্য, দ্রব্য, শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় ত্রিবিধ হইয়া সমস্ত নাম ধারণ করিলেন। পৃথিব্যাদি= ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোম। কার্য্য=গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ। ত্রিবিধ=সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। বিষয়=আকাঙ্ক্ষা, ব্রহ্ম এই সকল রূপে নাম ধারণ করিলেন।

প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষাণাং সংযোগস্যাপ্রত্যক্ষত্বাৎ পঞ্চাত্মকং ন বিদ্যতে॥ ২ ॥

প্রত্যক্ষ=শরীর, অপ্রত্যক্ষ=ব্রহ্ম, পঞ্চাত্মক=সূক্ষ্ম পঞ্চেন্দ্রিয়। প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষের সংযোগে সূক্ষ্ম পঞ্চাত্মক ও এই পঞ্চতত্ত্ব ইত্যাদি তিনি নহেন।

গুণান্তর প্রাদুর্ভাবাচ্চ নবাত্মকং ॥৩॥

গুণান্তর প্রাদুর্ভাবে নবাত্মক, পঞ্চতত্ত্ব, কূটস্থ, ত্রিমার পর

অবস্থা, ব্রহ্ম, চঞ্চল মন এক স্থানে থাকিতেছে না, আর যে স্থানে চন্দ্র সূর্য্য নাই অথচ রূপ সকল দেখা যায় (দিক) এই নয় গুণ।

অণুসংযোগস্ত্ব প্রতিষিদ্ধের্মিথঃ ॥ ৪ ॥

অপ্রতিষিদ্ধ=প্রতি=বিপরীত, সিদ্ধ=সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ, অ=না অর্থাৎ এক। মিথ=দুই এক হওয়া। ব্রহ্মের অণু সংযোগে সমস্তই অর্থাৎ যাহা এই চক্ষে এবং জ্ঞানচক্ষে দেখিতেছ আর এ উভয়েই এক।

তত্র শরীরং দ্বিবিধং যোনিজমযোনিজঞ্চ ॥৫॥

ঐ সমস্তের মধ্যে শরীর দুই প্রকারে যোনিজ এবং অযোনিজ। এই চক্ষে যাহা দেখা যাইতেছে তাহা যোনিজ, এই যোনিজ লোকে চারি প্রকারে খ্যাত যথা—জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জ।

জরায়ুজ=মনুষ্যাদি, স্বেদজ=ছারপোকাদি, অণ্ডজ=পক্ষী সর্পাদি, উদ্ভিজ্জ=তরু গুল্মাদি, কালেতে করিয়া নিঃশেষরূপে যত হইয়া অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষের সহবাস কালে চঞ্চল প্রাণ স্থির হইয়া যেদিকে ও যে দেশে যাহাদিগের উৎপত্তি স্থলিতে জন্ম গ্রহণ তাহারা যোনিজ, ইহা ভিন্ন অযোনিজ অর্থাৎ যাঁহারা আপনাপনি হঠাৎ কূটস্থে উপস্থিত হয়েন।

অনিয়তদিগ্দেশ পূর্ব্বকত্বাৎ ॥ ৬ ॥

অনিয়ত—অর্থাৎ নিঃশেষরূপে স্থির হইয়া কোন বিষয়

চিন্তা না করা। কোন চিন্তা করিলে না অথচ কোন নির্দ্দিষ্ট দিক কিম্বা দেশ হইতে আসে তন্নিমিত্ত অযোনিজ।

সমাখ্যাভাবাৎ ॥৭॥

সমান নামকরণ হওয়াতে দুই এক অর্থাৎ যোনিজ, ও অযোনিজ এই দুই শব্দেই যখন যোনি শব্দ রহিয়াছে, যাহারা উপরোক্ত চারি প্রকারে জন্মিয়াছে তাহারা যেমন যোনিজ, আর যাহারা যোনিতে না জন্মাইয়াছেন তাহারাও যোনিজ, কারণ যখন দেখা যায় তখন কোন না কোন যোনি হইতে অবশ্যই জন্মাইয়াছে, এই নিমিত্ত যোনিজ অযোনিজ দুই এক, কারণ সকলই ব্রহ্মযোনি হইতে হইয়াছে।

সংজ্ঞায়ানাদিত্বাৎ ॥ ৮ ॥

দুই নাম দেওয়া হেতু এক নহে, কার যাহারা অযোনিজ তাহাদের যোনির আদি নিশ্চয়রূপে দেখা যাইতেছে না, আর ব্রহ্মযোনিও অনাদি এই নিমিত্ত সংজ্ঞা ও অনাদি।

এতদনিত্যয়োর্ব্যাখ্যাতম্ ॥৯॥

সংজ্ঞা নিত্য হইল, কিন্তু যোনিজ অযোনিজ অনিত্য ব্যাখ্যা হইয়াছে, কারণ দৃশ্যমান বস্তুমাত্রেই নাশমান, যে সকল বস্তু এই এবং জ্ঞানচক্ষে দেখা যায়, তাহাদের নাশ দেখা যাইতেছে।

এতেন বিভাগোব্যাখ্যাতঃ ।।১০।।

ইহাতে বিশেষ প্রকারে যে ভাগ তাহা ব্যাখ্যা হইয়াছে, কারণ যখন এক বলা হইল তখন অনিত্য, কারণ বিভাগ করা হইল ; নিত্য হইলে বিভাগ হইত না (ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নিত্য নহে)। যেমন সমুদ্র তাহাতে নানা প্রকারের বুদ্বুদ্ ইত্যাদি অনিত্য বস্তু হওয়ায় তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ নাম দেওয়া হইয়াছে, সেই প্রকার নিত্য সমুদ্র স্বরূপ ব্রহ্মে ঢেউ ও বুদ্বুদ্ স্বরূপ অনিত্য জগৎ ভাসমান ও পৃথক্ পৃথক্ নামে খ্যাত।

সংযোগবিভাগয়োঃ সংযোগবিভাগাভাবোঽণুত্ব
মহত্ত্বাভ্যাং ব্যাখ্যাতঃ ॥১১॥

সংযোগ=সম্যক্ প্রকারে যোগ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা। বিভাগ=বিশেষ প্রকারে ভাগ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার ভিন্নান্যাবস্থা ক্রিয়ার পর অবস্থা এবং ক্রিয়ার পর অবস্থায় পরাবস্থার সংযোগ ও বিভাগের অভাব যখন তখন অণুত্ব অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা, আর মহত্ত্ব অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থা, এক অবস্থায় সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ আমি ও আমার নাই একাকার, আবার ব্রহ্মের অণুর সংযোগে দ্বেণু ত্রিশরেণু ইত্যাদি হইয়া কূটস্থ এবং তাহার অণুর মধ্যে তিন লোক এই মহত্ত্ব।

সত্ত্বসিদ্ধভাবাৎ কারণয়োঃ সংযোগবিভাগৌ
ন বিদ্যতে ॥১২॥

সত্ত্বগুণের সিদ্ধির অভাব হেতু অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অব-স্থায় না থাকাই যোনিজ ও অযোনিজ দেখায়, কারণ আর ঐ অবস্থায় সংযোগ ও বিভাগ এই উভয়ই নাই।

গুণত্বাৎ ॥১৩॥

ব্রহ্ম গুণাতীত আর সংযোগ ও বিভাগ গুণবিশিষ্ট এই নিমিত্ত গুণাতীত ব্রহ্মে গুণবিশিষ্ট সংযোগ ও বিভাগ নাই।

গুণোঽপি বিভাব্যতে গুণেনাপি ॥ ১৪ ॥

গুণের দ্বারায় গুণেতে গুণ বিশেষপ্রকারে আটকাইয়া থাকিয়া সংযোগ ও বিভাগ দেখিতেছে।

নিষ্ক্রিয়ত্বাচ্ছব্দস্য ॥ ১৫ ॥

শব্দের ক্রিয়া নাই, যোনিজ বলিবামাত্র যদি মুখ দিয়া একটী যোনিজ পদার্থ বাহির হইত, তবে শব্দের ক্রিয়ত্ব থাকিত, কিন্তু যখন তাহা হয় না, তখন নিষ্ক্রিয়ত্ব, আর গুণ যে সে গুণেতেই আছে, এই নিমিত্ত শব্দেতে কোন ক্রিয়া নাই, কিন্তু নিঃশব্দ যে ব্রহ্ম অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা তাঁহারই ক্ষমতায় এই সমস্ত হইতেছে। এই নিমিত্ত কথায় আশীর্ব্বাদ কিম্বা অভি-শম্পাৎ করিলে ফলে না।

অসতিনাস্তীতি চ প্রয়োগাৎ ॥ ১৬ ॥

অসতি নাস্তি এই প্রয়োগেতেই কিছুই নাই, কারণ সৎ= ব্রহ্ম। ন=নাই, ন-সৎ=অসৎ, ব্রহ্ম ব্যতীত কিছুই নাই, তবে নাই বিশিষ্ট বস্তু নাই, প্রয়োগ করা যেমন কোন কার্য্য-দায়ক নহে সেই প্রকার যোনিজ ও অযোনিজ।

শব্দার্থারসম্বন্ধৌ ॥ ১৭ ॥

শব্দ যখন কিছুই নহে তখন তাহার অর্থ আর্থৎ রূপ তাহাও কিছুই নহে এবং তাহার সম্বন্ধও কিছুই নহে, তখন যোনিজ ও অযোনিজ দুই মিথ্যা, যদি মিথ্যা না হইত তবে মুখে পুত্র হউক বলিলে পুত্র হইত।

সাময়িকঃ শব্দার্থ প্রত্যয়ঃ ॥ ১৮ ॥

শব্দ মিথ্যা নহে তবে শব্দে সাময়িক রূপের প্রত্যয় করাই-তেছে অর্থাৎ জরায়ু হইতে সন্তান বাহির হইবার সময়, কি হইতে সন্তান বাহির হইতেছে? জিজ্ঞাসা করিলে জরায়ু হইতে বলিয়া থাকে, এই প্রকার অণ্ড, স্বেদ ইত্যাদি, আর অযোনিজ কোন সময়ে হঠাৎ ক্রিয়াতে দেখা, এই অযোনিজের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে দিব্য অযোনিজ শব্দ বলায়, সেই সময়ের রূপের প্রত্যয় করাইয়া দিতেছে।

পরত্বা পরত্বয়োঃ পরত্বাপরত্বাভাবোঽণুত্ব
মহত্বাভ্যাং ব্যাখ্যাতেঃ ॥ ১৯ ॥

পরত্ব=মৃত্তিকাতে বীজ বপনের পর বৃক্ষ। ডিমে তা দেওয়ার পর পক্ষী। গর্ভ হওয়ার পর সন্তান ইত্যাদি।

অপরত্ব=হঠাৎ দেখা গেল কাহার পর তাহা আর বলিবার উপায় নাই।

এই পরত্ব ও অপরত্বের পরত্ব অপরত্বতে ভাব হওয়ায় অর্থাৎ আট্‌কাইয়া থাকায় অণুত্ব (পরত্ব) আর ব্রহ্মের অণুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ দেখা এই মহত্ব (অপরত্ব) ঐ অণুর সমষ্টিতে এই স্থূল যোনিজ, এখানে অণুত্ব ও মহত্ব উভয়ই ব্যাখ্যা হইল। শব্দ মিথ্যা নহে কারণ সকলই ব্রহ্ম হইতে হইয়াছে।

ইহেদমিতি যতঃ কার্য্য কারণয়োঃ সঃ সমবায়ঃ ॥ ২০ ॥

ইহ=এই, ইদং=এইই, অর্থাৎ ইহা হইতে এই কার্য্য আর এইই কার্য্য ইহা নিশ্চয় জ্ঞান করা, যোনিজের কারণ ও কার্য্য দেখা যাইতেছে আর ক্রিয়ার পর অবস্থার পর যে সকল কার্য্য দেখা যায় তাহার কারণ দেখা যায় না, কিন্তু বিনা কারণে কার্য্য হয় না, তন্নিমিত্তে দৃশ্য ও অদৃশ্য কারণদ্বয় ইতি, এ সেই ব্রহ্মের অণুদ্বারায় দুইই দৃশ্যমান হইতেছে যে

কারণ যথাৎ সে কারণ উভয়েতেই সমান, কেবল অণুত্ব ও মহত্ব ভেদে সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপে দুয়েতেই আছে, তন্নিমিত্ত সমবায় হইতেছে।

অয়মেষত্বয়াকৃতং ভোজয়ৈনমিতি বুদ্ধপেক্ষা॥২১॥

অয়ং=এই, এষ=ও, ত্বয়াকৃতং=তোমা কর্ত্তৃক করা হইয়াছে, পরত্ব এবং অপরত্ব এ উভয়ই তোমারই কৃত, কারণ এ দুই তুমিই দেখিতেছ এবং ভোজন করানও তোমার বুদ্ধির অপেক্ষা করিতেছে।

পরত্ব=গর্ভ, পরে সন্তান ইত্যাদি অর্থাৎ পর পর।

অপরত্ব=যাহা হঠাৎ আসে অথচ কোথা হইতে আসিল তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই, আর ভোজন করান অর্থাৎ কেহ কাহাকে কিছু খাওয়াইল সে আহার করিল দেখিল, কিন্তু কি প্রকারে রসাস্বাদন ও জীর্ণ করিল তাহা এ বুদ্ধি দ্বারায় স্থির করিতে পারিল না, যদি পরাবুদ্ধি অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা থাকিত তবে উভয় কারণই অনুভব করিতে পারিত।

দৃষ্টাদৃষ্টয়োরভাবাৎ॥২২॥

দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট এ উভয়েরই অভাব, গর্ভ হইতে ক্রমে মনুষ্য হইল তাহা দেখিল। আর ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থায় হঠাৎ একটী মূর্ত্তি দেখিল কিন্তু কোথা হইতে এবং কি প্রকারে আসিল তাহার কারণ (নির্দ্দেশ হইল না) দেখিতে পাইল না, এক্ষণে এই দেখা আর না দেখা এ উভয়েরই অভাব

হইতেছে। ভাব অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা ঐ অবস্থায় দেখা না দেখা এ উভয়েরই অভাব কারণ সেখানে আমি নাই।

অর্থ ইতিদ্রব্যগুণ কর্ম্মষু ॥২৩॥

দ্রব্য=যাহা কিছু দেখা যাইতেছে। গুণ=জল, জল অভাবে গুণ বোধ হইত না। শরীরে যে রস আছে তাহা দ্বারায় গুণানুভব হয়। কর্ম্ম=তেজ, শরীরের তেজ না থাকিলে কর্ম্ম হয় না। অর্থ=রূপ। যতরূপ দেখা যায় তাহা কেবল দ্রব্যগুণ, কর্ম্মের দ্বারায় কিন্তু ব্রহ্মে ইহার একটীও নাই এই নিমিত্ত ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ তখন কিছুই নাই অর্থাৎ সমস্তই এক।

চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিক সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়স্য প্রথমাহ্নিকম্ ।

ক্রিয়াগুণ ব্যপদেশাভাবাৎ প্রাগসৎ ॥১॥

ব্যপদেশ=যাহা দ্বারায় যাহা হয় ।

ক্রিয়া ও গুণের অপদেশ অভাবে পূর্ব্ব অসৎ (ব্রহ্ম)। যেমন একটী কোন পদার্থ দেখিলে পরে ঐ পদার্থের ক্রিয়া দ্বারায় অর্থাৎ চলা, কথা কহা, ইত্যাদি দ্বারায় ও গুণের দ্বারায়, অর্থাৎ উহাতে যে মনুষ্যত্ব আছে তাহা দ্বারায় ঐ পদার্থটী মনুষ্য বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু ঐ রূপ ও গুণ উহাতে কেন দেখা যাইতেছে, ইহার কারণের অভাব হেতু পূর্ব্ব অসতে যে সতের গুণ তাহা না থাকায় নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম অসৎ ।

অর্থান্তরঞ্চ ॥২॥

ব্রহ্ম নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় এবং অতিশয় সূক্ষ্ম হেতু দেখা যাইতেছে না বলিয়া অসৎ, এই অসৎ ও নির্গুণ হইতে কি প্রকারে এই গুণবিশিষ্ট পৃথিবী হইল ।

অযতস্য শুচি ভোজনাদভ্যুদয়ো ন বিদ্যতে যমাভাবাদর্থান্তর ত্বন্নিয়মস্য ॥৩॥

অভ্যুদয়=যাহা উদয় হওয়া উচিত তাহার অধিক ।

অযতের শুচি ভোজনে যমাভাবে অভ্যুদয় হয় না কারণ অর্থান্তর যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহা নিয়মের দ্বারায় হয়, অর্থাৎ যাহাদিগের সর্ব্বদা আত্মা ছাড়া হইয়া অন্যেতে থাকে, তাহারা হবিষ্য করিলে তাহাদিগের ক্রিয়ার পর অবস্থা যমের অভাবে হয় না ; কারণ নিঃশেষ প্রকারে যম না হইলে ক্রিয়ার পর অবস্থা হয় না।

যম=১। আনৃশংস্য, (দয়া), ২। ক্ষমা, ৩। সত্য, ৪। অহিংসা (কোন বিষয়ের ইচ্ছা না থাকিলে হিংসা হয় না নতুবা হয়, ৫। দান (ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া ক্রিয়া, দান), ৬। আর্জ্জব (সরলতা), ৭। প্রীতি (সকলকেই প্রিয় বলা), ৮। প্রসাদ (ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা), ৯। মাধুর্য্য (মধুরতা আছে যাহাতে), ১০। মার্দ্দব (কোমল হৃদয়)। নিয়ম=১। শৌচ (ব্রহ্মেতে থাকা), ২। বিদ্যা (ব্রহ্মেতে থাকিয়া যে সকল জানা যায়), ৩। তপস্যা (কূটস্থে থাকা), ৪। দান (ক্রিয়া দান), ৫। স্বাধ্যায় (বুদ্ধির সহিত পাঠ), ৬। ব্রত (নিয়মপূর্ব্বক থাকা), ৭। মৌন (কথা বলিতে ইচ্ছা করে না), ৮। উপবাস (ব্রহ্মেতে থাকিয়া স্বাদপূর্ব্বক আহার না করা), ৯। স্নান (জলে স্নান করিলে যে প্রকার তৃপ্তি বোধ হয়) ক্রিয়ার পর অবস্থায় ঐ প্রকার তৃপ্তি, তাহাকে স্নান কহে।

সুখাদ্রাগঃ ॥৪॥

সুখের নিমিত্ত ইচ্ছা হয় অর্থাৎ কোন বস্তুর ক্রিয়া ও গুণ

শুনিয়া খাইতে ইচ্ছা হওয়ায় তাহাকে খাইয়া সুখানুভব হওয়ায় পুনর্ব্বার খাইতে ইচ্ছা হয়।

তন্ময়ত্বাচ্চ মোহদ্বেষৌ ॥৫॥

তন্ময় হেতু মোহ এবং দ্বেষ, অর্থাৎ দ্রব্যের গুণে যে সুখ পাইয়াছ সেই সুখময় হেতু মোহ আর ঐ সুখাভাবে দ্বেষ।

অদৃষ্টাচ্চ ॥৬॥

কোন একটী দ্রব্যের গুণ শুনিয়া তাহাকে যত্নের সহিত আনিয়া খাইলে, কিন্তু তাহা সুখকর না হওয়ায় তাহাতে দ্বেষ হইল, অদৃষ্ট হেতু। যদি ঐ বস্তুর গুণ ও দোষ জানিতে, তবে খাইবার পূর্ব্বেই বিবেচনা করিয়া খাইতে, সেই প্রকার ক্রিয়ার পর যে অনির্ব্বচনীয় সুখ আছে তাহা অদৃষ্ট হেতু কেহই তাহাতে যাইতে চাহে না।

জাতিবিশেষাচ্চ ॥৭॥

যদিও অদৃষ্ট, কিন্তু জাতিবিশেষ দেখিয়া প্রতারিত হইতে হয়, যেমন মাকাল ফল। মাকাল ফলের সৌন্দর্য্য দেখিয়া খাইয়া যে প্রকার ঠকিতে হয়, সেই প্রকার ত্রিকচ্ছাধারী ব্রাহ্মণ ও লম্বা জটাধারী সন্ন্যাসী অথচ ভিতরে পাপে পরিপূর্ণ দেখিয়া শরণাগত হইয়া প্রতারিত হইতে হয়।

ইচ্ছাদ্বেষপূর্ব্বিকা ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবৃত্তিঃ ॥৮॥

ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রবৃত্তির পূর্ব্বেই ইচ্ছা ও দ্বেষ রহিয়াছে, যেমন সুখের নিমিত্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি হইল, প্রবৃত্তি হইবা-মাত্র অক্ষয় স্বর্গের কামনায় কিছু চাউল একটা কাঁচাকলা ইত্যাদি দান করিয়া, অক্ষয় সুখ দূরে থাকুক ক্ষণিক সুখ পর্য্যন্ত না পাওয়ায় দ্বেষ, আবার সুখের নিমিত্ত অধর্ম্ম অর্থাৎ বেশ্যা-লয়ে যাইয়া পরে উপদংশ রোগ হইয়া পরিতাপ এই দ্বেষ।

ধর্ম্ম=অযোনিজ দেখা।

অধর্ম্ম=যোনিজ দেখা।

এই উভয়েতে সুখের আশা না থাকিলে কেহই দেখিত না, এবং উহাতে দ্বেষ না হইলে ত্যাগও করিত না, কিন্তু ব্রহ্মেতে কিছুই নাই।

তৎসংযোগবিভাগারাত্মকর্ম্মযু
বন্ধমোক্ষৌব্যাখ্যাতৌ ॥৯॥

আত্মারই কর্ম্মেতে সংযোগ বিভাগ এবং বন্ধ ও মোক্ষ, যাহা বলিতেছি——

সংযোগ=সম্যক্ প্রকারে কোন বস্তুতে মন দেওয়া।

বিভাগ=বিশেষ প্রকারে ভাগ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা।

আত্মারই কর্ম্মেতে করিয়া এই বন্ধ এবং মোক্ষ, অর্থাৎ

ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্মে বন্ধ, আর ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত কর্ম্মে মোক্ষ।

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽমমভিজায়তে।

অন্নাৎ প্রাণোমনঃ সত্যং লোকাকর্ম্মসু চামৃতম্॥

কূটস্থেতে থাকিলেই অন্ন ব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপ নক্ষত্র, ঐ নক্ষত্রের মধ্যে প্রাণবায়ু যাইয়া (প্রাণবায়ুই মন হইল) সত্য ব্রহ্ম ক্রিয়ার পর অবস্থায় সমুদয় লোক যায়, এই প্রকার কর্ম্ম করিয়া অমৃত পদ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা।

তদভাবাদনুমনঃ ॥১০॥

ঐ সংযোগ বিভাগ অভাবই মন অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা এই অবস্থায় মন স্থির হইয়া মহৎ হয়েন।

মনসশ্চ সমাধানাৎ পশ্যত্যাত্মা তিরস্কৃতম্।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিলে আত্মাকে তিরস্কৃত হইতে হয় না, মন তখন চঞ্চলত্ব স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় সমান থাকিয়া, আত্মা যাহা কি লোকে দেখিতে পায় না, ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিলে আত্মাতে থাকা হয়, আত্মাতে থাকিলে আত্মার আর তিরস্কৃত হইতে হয় না, আর ঐ অবস্থায় না থাকিলেই পাপ, পাপ হইলেই মনেতে আপনাপনি তিরস্কারের উদয় হয়।

গুণৈর্দিগ্ব্যাখ্যাতা ॥১১॥

গুণের দ্বারায় দিক্ বলা হইল অর্থাৎ হঠাৎ একটী জন্তু

দেখিলে আর তাহার গুণের দ্বারায় উহা যোনিজ কি অযোনিজ তাহা নিশ্চয় করিলে কিন্তু ঐ জন্তুটীকে দেখিলে, তখন কোন না কোন দিকে ছিল, কারণ তাকাইতে হইলেই কোন দিক ভিন্ন তাকাইবার উপায় নাই, আর ক্রিয়ার পর অবস্থার পর অযোনিজ যে সকল দর্শন হয়, তাহাও কোন না কোন দিকে দেখা যায়, কিন্তু ঐ দিকের নির্ণয় করিবার উপায় নাই, এই নিমিত্ত দিকই ব্রহ্ম।

পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়স্য দ্বিতীয়োহ্নিকম্।

রূপরসগন্ধস্পর্শ ব্যতিরেকয়োর্থান্তরমেকত্বম্ ॥১॥

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ব্যতিরেকে অর্থান্তর, আর অর্থান্তর হইলেই একত্ব, অর্থাৎ যখন ব্রহ্মেতে তখন রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না, ব্রহ্মে থাকিয়া রসাস্বাদন করিলে, স্বাদ না পাওয়ায় খাওয়া না খাওয়া উভয়ই সমান। এই প্রকার গন্ধ ও স্পর্শের, এই সকল হইতে দূরে থাকিলেই অর্থাৎ যখন আমি নাই তখন কিছুই নাই, এই অবস্থায় রূপ, রস ইত্যাদির অর্থান্তর। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন আমি নাই তখন সকলই এক।

তথাপৃথকত্বম্ ॥২॥

আর একত্ব ব্যতিরেকে পৃথকত্ব অর্থাৎ যখন আমি নাই, তখন পৃথিবীস্থ সমস্ত আমার পক্ষে থাকিয়াও নাই, আর আমি নাই ব্যতিরেকে আমি আছি, যখন আমি ইত্যাকার বুদ্ধি হইল, তখন সম্মুখে সমস্তই পৃথক্ পৃথক্ কিন্তু এই সমস্ত পৃথকেতে এক যে ব্রহ্ম তিনি থাকাতে সমস্তই এক।

বৃক্ষাভিসর্পণামিত্যদৃষ্টকারিতমপাং সংঘাতো
বিলয়নঞ্চ তেজঃ সংযোগাৎ ॥৩॥

কখন ক্রিয়ার পর অবস্থা কখন ক্রিয়ার পর অবস্থার পরা-বস্থা এই যোগ ও বিয়োগের যে কারণ তাহা অদৃষ্ট কিন্তু ইহা রসের দ্বারায় হইতেছে ; যেমন রক্তের দ্বারায় শরীর, আর জল সিঞ্চনের দ্বারায় বৃক্ষ বর্দ্ধিত হইতেছে (এই বর্দ্ধন হওয়ার কারণ যোগী ভিন্ন অন্য কেহ দেখিতেছেন না) আর ঐ সকল দ্রব্যের সংযোগে বিশেষ প্রকারে লয় জলেতে যে তেজ আছে তাহার সংযোগ দ্বারায় হইতেছে।

তত্র বিস্ফূর্জথুর্লিঙ্গম্ ॥৪॥

জলেতে যে তেজ আছে তাহার চিহ্ন বিদ্যুৎ, আর শরীরে রক্তের তেজের চিহ্ন কূটস্থের জ্যোতি।

বৈদিকঞ্চ ॥৫॥

কিন্তু যাঁহারা জানেন তাঁহারা দেখিতেছেন, অর্থাৎ ক্রিয়া-বানেরা জানা দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারায় জানিতেছেন। প্রমাণ বেদ—আপস্তাগর্ভমাদধিরন্। অপ্ অর্থাৎ জল তাহার গর্ভ যে অগ্নি তাহাকে ধারণ করিয়াছেন। যা অগ্নিগর্ভং দধীরে সুবর্ণ ইত্যাদি, যে জল আপন গর্ভধারণ যে অগ্নি তাহা ধারণ করিয়াছেন, আর ঐ অগ্নি ধারণ করায় সুন্দর বর্ণ ইত্যাদি।

অপাং সংযোগাদ্বিভাগাচ্চাদ্রিস্তনয়িত্বোঃ ॥৬॥

জলের সংযোগ ও বিভাগ দ্বারায় অদ্রি পর্ব্বত হইতে মেঘ সকল জন্মিতেছে।

অগ্নেরূদ্ধজ্বলনং বায়োস্তির্য্যক্ পতনমণূনাং
মনসশ্চদ্যাং কর্ম্মাদৃষ্টকারিত্বম্ ॥৭॥

অগ্নির ঊর্দ্ধগতি অর্থাৎ ঊর্দ্ধদিকে শিখা উঠে, বায়ুর তির্য্যক্ গতি, অণু সকলের ও মনের আদ্য কর্ম্ম অদৃষ্ট, অর্থাৎ হঠাৎ ফুলের গন্ধ অনুভব হইল কিন্তু ঐ গন্ধ কখন বায়ুতে ব্যাপিয়া ছিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। সেই প্রকার মন কখন চুরি করিয়া অন্য দিকে যায়, তাহাও বলিতে পারা যায় না, কেবল কার্য্যের দ্বারায় শেষে বোধ হয় বাহিরের। অগ্নি শরীরের তেজ, এই তেজ রক্তেতে আছে, এই তেজ বায়ু দ্বারা হইতেছে, অর্থাৎ প্রাণ ও অপানের টানাটানির ঘর্ষণে অগ্নি অর্থাৎ তেজের উৎপত্তি হইতেছে, হৃদয়ে দ্বাদশ দিক্ হইতে বায়ু আসিয়া আঘাত দেওয়ায় বায়ুর তির্য্যক্ ও অগ্নির ঊর্দ্ধ-গতি হয়, এই দ্বাদশ বায়ুকে দ্বাদশ পদ্মের ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়, শ্বাস ফেলিবার সময় দ্বাদশ দিক্ ফাঁকা হইয়া যায়, আর টানিবার সময় ঐ দ্বাদশ দল পরস্পরকে ঠাসিয়া ধরে, এই ধরাতে বায়ুর তির্য্যক্ গতি অর্থাৎ ঐ দ্বাদশ দলের চারি দল পূর্ব্বে, চারি দল পশ্চিমে, আর দুই দল উত্তরে, দুই দল দক্ষিণে। ইহারা পরস্পরে সঙ্কুচিত হওয়ায় ঐ সকল দলের

ফাঁক দিয়া শ্বাস বেগে চতুর্দ্দিকে তির্য্যক্‌ভাবে যাইতেছে। এই নাভিস্থ সমান বায়ুর কিয়দংশ হৃদয়ে প্রাণরূপে স্থিত, আর শ্বাসের চতুর্দ্দিকে গতি হওয়ার পরও অবশিষ্ট কিছু থাকে, ইনি ব্যান নামে খ্যাত হইয়া ধীরে ধীরে সমস্ত শরীরে গমন করিতেছেন। আর ঐ ঘর্ষণে তেজের উৎপত্তি হইয়া চতুর্দ্দিকের শিরাতে যাইতে না পারায় উর্দ্ধে কণ্ঠে যেখানে বায়ুর ষোড়শ দিকে গতি হইতেছে (যাহাকে ষোড়শ দল পদ্ম কহে) এই ষোড়শ দিকের চাপনে তেজ অন্য দিকে যাইতে পারিয়া মস্তকে গমন করিতেছে, এই নিমিত্ত মস্তকেই সমস্ত কার্য্য হইতেছে মস্তক ব্যতীত সমস্ত অঙ্গে এক স্পর্শ আছে।

হস্ত কর্ম্মণাগনসঃ কর্ম্মব্যাখ্যাতম্ ॥ ৮ ॥

হস্তের কর্ম্মের দ্বারায় মনের কর্ম্ম বলা হইল, প্রথমে মনে কার্য্য করিবার ইচ্ছা না হইলে হস্তের দ্বারা সে কার্য্য হইতে পারে না, আর কখন যে সূক্ষ্মরূপে মনেতে ঐ কার্য্য করিবার ইচ্ছার আরম্ভ হইয়াছিল তাহা যেমন জানা যায় না সেই প্রকার হস্তের দ্বারা কখন যে কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিল তাহার আদিও দেখা যায় না, কারণ হস্ত দ্বারা কার্য্য করিবার ইচ্ছা যেমন সূক্ষ্মরূপে মনেতে উদয় হইল তেমনি সূক্ষ্মরূপে হস্ত দ্বারা কার্য্য আরম্ভ হইল (ইহা যোগী ভিন্ন অন্য কাহারও বুঝিবার ক্ষমতা নাই)।

আত্মেন্দ্রিয় মনোঽর্থ সন্নিকর্ষাৎ সুখদুঃখে ॥ ৯ ॥

আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মন, কোন রূপের নিকটস্থ হইলেই সুখ এবং দুঃখ, মন আত্মার সহিত অণুস্বরূপে রহিয়াছেন (বাহিরের)। আত্মা ও মন ইন্দ্রিয়ের সহিত ব্রহ্মেতে ক্রিয়ার পর অবস্থায় লয় হওয়ায় সুখ আর ঐ অবস্থায় না থাকায় দুঃখ।

তদভাব আত্মস্থে মনসি ॥ ১০ ॥

উপরোক্ত প্রকারের অভাব হইলেই আত্মা মন হইলেন, অর্থাৎ চঞ্চল স্থির হইলেন, স্থির হইলেই ব্রহ্ম অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা।

কার্য্যকারণ সমুদায় এব পচ্যতে পরমাণ্বেব স্বতন্ত্রাঃ ॥ ১১ ॥

কার্য্য=কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এই কার্য্যই সমুদয়ের কারণ, যেমন গ্রীষ্মে পাখার বাতাসের আবশ্যক এই আবশ্যকই পাখা দোলাইবার কারণ, কিন্তু পরমাণু যে ব্রহ্ম তিনি স্বতন্ত্র অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় কার্য্য ও কারণ উভয়ই নাই।

মহত্যনেক দ্রব্যবত্তাদ্রূপাচ্চোপলব্ধিঃ ॥ ১২ ॥

দ্রব্য=ব্রহ্ম। ব্রহ্মের অণুর সমষ্টিতে মহৎ আর এই মহৎ হওয়াতে রূপের উপলব্ধি হইতেছে।

সত্যপি দ্রব্যবত্ত্বে মহত্ত্বেরূপ সংস্কারাভাবাদ্বায়োরণূপলব্ধিঃ ॥১৩॥

সত্য=ব্রহ্মের অণুতে থাকা। সত্যে থাকিয়া মহৎ হওয়ায় সত্ত্বেও অণুর রূপ ও সংস্কার অভাব হেতু বায়ুর উপলব্ধি হয় না, অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া আত্মাকে সম্যক্ প্রকারে না করায় ও অণুর মধ্যে প্রবেশ ও রূপ না দেখায় বায়ুর উপলব্ধি হইতেছে না।

অনেক দ্রব্য সমবায়াদ্রূপবিশেষাচ্চ রূপোপলব্ধিঃ ॥১৪॥

অনেক ব্রহ্মের অণু এক বিষয়ে সমানরূপে থাকায় বিশেষ বিশেষ রূপের উপলব্ধি হইতেছে, যেমন মনুষ্য, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি।

এতেন রসগন্ধস্পর্শেষু জ্ঞানং ব্যাখ্যাতম্ ॥১৫॥

উপরের সূত্রে অনেক অণু কহায় জানা যাইতেছে যে, অধিক অণুর সমষ্টিতে রস, গন্ধ ও স্পর্শ অনুভব হইতেছে অর্থাৎ অল্প হেতু এক ফোটা জলে পিপাসা নিবারণ হয় না, অল্প গন্ধ জানা যায় না, খানিকটা আগুন নাড়িতে নাড়িতে হাতে করিয়া লইয়া যাওয়া যায়; আর ঐ অণু অধিক পরিমাণে হইলে অধিক জল, গন্ধ ও স্পর্শ হয়।

নোদনাদাদ্যমিষোঃ কর্ম্ম তৎকর্ম্মকারিতাচ্চ সংস্কারাদুত্তরং তথোত্তরমুত্তরঞ্চ সংস্কারাভাবে গুরুত্বাৎ পতনম্ ॥ ১৬ ॥

একটী তীর ধনুক হইতে ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে যে বল অর্থাৎ যে বলে দ্বারায় তীরকে দূরে নিক্ষেপ করা যায়, সেই বল কর্ম্ম করার নাম সংস্কার। আর এই সংস্কার হেতু ঐ তীর ধনুক হইতে বাহির হইয়া উত্তরোত্তর দূরে চলিতেছে, কিন্তু সংস্কারের অভাব হইলে গুরুত্ব হেতু পতিত হয়। এই মহাভূতের অতি অল্প মাত্র সমষ্টিতে সাধারণ মনুষ্যের এত ক্ষমতা আর যে মহাপুরুষেরা সেই মহাভূতের মধ্যে সর্ব্বদা থাকিতেছেন তাঁহাদের কি না সম্ভবে।

পঞ্চম অধ্যায় দ্বিতীয় আহ্নিক সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়স্য প্রথমাহ্নিকম্।

নোদনাদভিঘাতাৎ সংযুক্ত সংযোগাচ্চ
পৃথিব্যাং কর্ম্ম ॥১॥

বেগের অভিঘাতেতে সংযুক্ত ও সংযোগ হেতু পৃথিবীর কর্ম্ম হইতেছে, যেমন এক তাল কাদাকে কোন মৃত্তিকার দেওয়ালেতে বেগের সহিত ফেলিলে ঐ কাদা প্রথমে দেওয়ালের গায়ে সংযুক্ত ও পরে শুষ্ক হইলে ঐ কাদা খানি দেওয়াল মধ্যে পরিগণিত হইল, সেইরূপ প্রাণ হইতে অর্থাৎ কূটস্থ হইতে বায়ু, বায়ু দ্বারা রক্ত আর ঐ রক্ত অণু প্রমাণে জমা হইয়া মাংস হাড় ইত্যাদিতে পরিণত হইল, সংযোগ শব্দে এক হইয়া যাওয়া। এই প্রকার ব্রহ্মেতে সংযোগ হইলে এক হইয়া যাইয়া ব্রহ্ম হইয়া যায়।

তদ্বিশেষণাদৃষ্টকারিতম্ ॥২॥

ঐ বেগ যে গুণের দ্বারায় হয় তাহা অদৃষ্ট। অর্থাৎ কূটস্থের সামান্য বেগে যখন কোন কোন দ্রব্য অনায়াসে দূরে নিক্ষেপ করিতে পারা যায়, তখন যাঁহারা কূটস্থের মধ্যে সর্ব্বদা

থাকিয়া কূটস্থবৎ হইয়াছেন? তাঁহারা কি না করিতে পারেন, আর এই যে বেগ তাহার গুণ অদৃষ্ট।

অপাং সংযোগাভাবে গুরুত্বাৎ পতনম্ ॥৩॥

জল সংযোগাভাবে গুরুত্ব হেতু পতন হয়, অর্থাৎ রক্তের অণু সকল জমিয়া হাড় মাংসাদি হইতেছে; কিন্তু ঐ রক্তের যে জলীয় ভাগ যাহা রক্তের অণুর সহিত সংযুক্ত আছে তাহা সম্পূর্ণরূপে রক্তের সহিত সংযুক্ত না থাকায় প্রস্রাবরূপে তাহার পতন হইতেছে।

দ্রবত্বাৎ স্যন্দম্।।৪॥

দ্রব=গলিয়া যাওয়া, জল তরল হওয়া প্রযুক্ত গড়াইয়া যায়।

নাড্যাবায়ুসংযোগাদারোহণম্ ।।৫।।

জল বায়ু সংযোগে শরীরের নাড়ী বহিয়া উপরে উঠিতেছে, অর্থাৎ শরীরের রক্ত সকল প্রশ্বাস দ্বারায় উপরে উঠিতেছে (দৃষ্টান্ত পিচকারী)।

নোদন পীড়নাৎ সংযুক্ত সংযোগাচ্চ ।।৬।।

শ্বাস প্রশ্বাসের বেগের অপীড়নেও অর্থাৎ বলপূর্ব্বক

আসা যাওয়া না করিয়া মনে করিলেও সংযুক্ত ও সংযোগ হয়। যেমন একটু শুষ্ক মৃত্তিকাতে বারম্বার জল সিঞ্চন করিলে ঐ মৃত্তিকাকে আর্দ্র করিয়া যেমন জলবৎ করিয়া ফেলে, সেই প্রকার শ্বাস প্রশ্বাসের দ্বারায় রক্ত সর্ব্বাঙ্গে যাইয়া অবশেষে হাড়ে লাগিয়া লাগিয়া হাড়কে ভিজাইয়া স্নিগ্ধ করিয়া বৃদ্ধি করিতেছে। এই দেহ মৃত্তিকার, আর এই দেহে বায়ুর ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়ার পর অবস্থায় আপনিই যাইতেছে। এই প্রকার পিড্যমান না হইয়া যাইতে যাইতে সেখানে অর্থাৎ ব্রহ্মেতে সংযুক্ত ও সংযোগ হইয়া সর্ব্বদা থাকাতে একটী এমন অবস্থা হয় যে, যাহা দ্বারা জড় না হইয়া উভয় দিক রক্ষা করে।

মন্ত্রেণাদৃষ্টকারিতম্ ॥৭॥

মন্ত্র=মনকে ত্রাণ করে যে, অর্থাৎ ক্রিয়ার দ্বারায় চঞ্চল মনকে ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থির করিতে পারিলেই মন ত্রাণ পাইলেন, নতুবা মনের আর ত্রাণ পাইবার উপায় নাই। এই ক্রিয়ার পর অবস্থা কেমন করিয়া হইল তাহা দেখা যায় না।

তদ্দুষ্টে ভোজনে ন বিদ্যতে ॥৮॥

দুষ্ট ভোজনেতে সেই স্থিতি পদ যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহা থাকে না, অর্থাৎ অপকৃষ্ট ভোজনে ইন্দ্রিয় প্রবল বা অসুখ হওয়াতে ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে স্থিতি তাহা নাই

অর্থাৎ হয় না, ভোজ শব্দে তৃপ্তি কুকর্ম্মের দ্বারায় মনকে তৃপ্ত করিবার যে চেষ্টা করিতেছে তাহারও ক্রিয়ার পর অবস্থা হয় না।

দুষ্টং হিংসায়াম্ ॥৯॥

হিংসা করার নাম দুষ্ট ভোজন, অর্থাৎ পশুবধ করিয়া ভোজন করিলে শক্তি হইবে, শক্তি হইলেই অন্যেকে উৎপীড়ন করিতে পারিবে, বাহিরের। অপরের ভাল ক্রিয়া হইতেছে আমার হইতেছে না, এই হিংসাতে মন দূরে থাকায় ক্রিয়ার পর অবস্থা নাই।

তস্য সমভিব্যাহারতো দোষঃ ॥১০॥

দুষ্ট ভোজন করার সঙ্গে থাকাতেও দোষ, যেমন মাতালের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে শেষে মাতাল হইয়া যায়, আর যে অন্যের ভালতে দুঃখ করে তাহার সঙ্গে থাকিতে থাকিতে তাহারই স্বভাবকে পাইয়া অন্যের দুঃখে দুঃখী হয়, এই দুঃখ করাই দোষ।

তদ্দুষ্টে ন বিদ্যতে ॥১১॥

দুষ্ট লোকের সমভিব্যাহারে ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে স্থিতি-পদ তাহা থাকে না।

পুনর্বিশিষ্ট প্রবৃত্তিঃ ॥১২॥

দুষ্ট হইতে দূরে থাকিলেই পুনর্ব্বার বিশেষরূপে সেই শান্তি যে স্থিতিপদ তাহাতে প্রবৃত্তি জন্মে।

সমেহীনে বা অপ্রবৃত্তিঃ ॥১৩॥

দুষ্টভোজীর সঙ্গ করিয়া ক্রিয়া করিলে সমান না হওয়ায়, অর্থাৎ দুষ্ট দিকে মন থাকায় ক্রিয়ার পর অবস্থায় অপ্রবৃত্তি হয়, আর সমান যে ক্রিয়া তাহা ভাল হয় না, আর সমানের হীন হইলে অর্থাৎ মন যখন একেবারে অন্যদিকে যায় তখন ক্রিয়াতে অপ্রবৃত্তি জন্মে।

তথা বিরুদ্ধানাং ত্যাগঃ ॥১৪॥

সমানের বিশেষরূপে রোধ হইলে অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে মন অন্যদিকে, মন স্থিতিপদ যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহার ত্যাগ।

হীনে পরত্যাগঃ ॥১৫॥

দুষ্ট কর্ম্মে তৃপ্ত হওয়ায় হীনের সঙ্গে মন হীন হইলে সকলের পর যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহার ত্যাগ হয়।

সম আত্মত্যাগঃ ॥১৬॥

যখন সমাবস্থা অর্থাৎ কতক নেশায় ও কতক এদিকে এমন অবস্থা তখন আত্মত্যাগ হয়, অর্থাৎ চঞ্চল যে আত্মা তাহা থাকে না, অর্থাৎ স্থির হইয়া যায় ।

বিশিষ্ট আত্মত্যাগঃ ॥১৭॥

বিশিষ্ট অর্থাৎ উত্তমরূপে ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন বিশিষ্টরূপে শিষ্ট তখন আত্মত্যাগ হয় অর্থাৎ চঞ্চলত্ব থাকে না ।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত ।

ষষ্ঠোঽধ্যায়স্য দ্বিতীয়াহ্নিকম্।

দৃষ্টাদৃষ্ট প্রয়োজনানাং দৃষ্টাভাবে
প্রয়োজনমভ্যুদয়ায় ॥১॥

ক্রিয়া করিয়া দেখা ও ক্রিয়ার পর অবস্থায় না দেখা, এই উভয়েরই প্রয়োজন (দেখার প্রয়োজন বিভূতি না দেখার প্রয়োজন মুক্তি)।

অভিষেচনোপবাস ব্রহ্মচর্য্য গুরুকুলবাস
বানপ্রস্থ যজ্ঞ দান প্রোক্ষণ দিঙ নক্ষত্র
কাল নিয়মাশ্চাদৃষ্টায় ॥২॥

ভালরূপে ক্রিয়া করা, ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা, ব্রহ্মেতে থাকা, কূটস্থে থাকা, বনাদি দেখা, সমুদয় কর্ম্মেতে ব্রহ্ম দেখা, ক্রিয়া দান, নির্ম্মল অর্থাৎ ব্রহ্মেতে থাকিয়া নির্ম্মল হওয়া, ব্রহ্মেতে থাকা, ব্রহ্মের অণুতে থাকা, কাল স্বরূপ ব্রহ্মেতে থাকা, সংযম অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধিতে থাকিয়া ব্রহ্মেতে থাকা, ইহা সমস্ত দেখা যায় না।

চতুরাশ্রম্যমুপধানুপধাশ্চ ॥৩॥

অনুপধা=ক্রিয়ার পর অবস্থা (ভাব)। উপধা=ইহার বিপরীত (অভাব)। চারি আশ্রমের আশ্রম্য উপধা অনুপধা দেখা যায় না। চারিবর্ণ=ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ, গৃহস্থ, ভিক্ষুক।

ভাবদোষোপধাঽদোষোনুপধা ॥৪॥

ভাবে দোষ হইলেই উপধা অর্থাৎ অন্য দিকে মন দেওয়ায় আর ভাবে দোষ না হইলেই অনুপধা অর্থাৎ অন্যদিকে মন না দিলে।

ভাবেচ্ছারাগাপ্রমাদশ্রদ্ধাঃ ॥৫॥

ভাব এক প্রকার ইচ্ছা করিয়া ক্রিয়া করায় রাগ, আর ক্রিয়ার পর অবস্থায় অরাগ, অপ্রমাদ ও শ্রদ্ধা হইলেই ভাব হয়, অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত, প্রমাদ কোন বস্তুতে প্রকৃষ্ট প্রকারে লাগিয়া থাকা, অরাগ=ইচ্ছা রহিতের ইচ্ছা অর্থাৎ অনিচ্ছার ইচ্ছা।

ষষ্ঠ অধ্যায় দ্বিতীয় আহ্নিক সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়স্য প্রথমাহ্নিকম্।

উক্তা গুণাঃ ॥১॥

গুণের, ব্রহ্মের এবং ব্রহ্ম হইতে যে গুণ সকল বাহির হইয়াছে তাহার বিষয় বলা হইয়াছে, এক্ষণে সত্ত্ব, রজঃ ও তমো এই তিন গুণেতে জীব বদ্ধ হইয়া রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শের অনুভব ও ব্রহ্মের অণুর গুণের দ্বারায় ব্রহ্ম হইতে এই স্থূল শরীর এবং পৃথিব্যাদি হইয়াছে তাহা বলিতেছেন।

পৃথিব্যাদিষু রূপ রস গন্ধ স্পর্শাদ্র-
ব্যানিত্যত্বাদনিত্যাঃ ॥২॥

পৃথিব্যাদি অর্থাৎ গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, এই দ্রব্য অনিত্য হেতু অনিত্য। যত দ্রব্য সকলই ব্রহ্ম তবে দৃশ্যমান বস্তু চলায়মান হেতু অনিত্য। কারণ ব্রহ্ম স্থির আর ঐ স্থির হইতে ক্রমে স্থূলরূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় সমস্ত চলায়মান অর্থাৎ যখন হইতে অণু সকলের গতি হইল তখন হইতেই অনিত্য, কারণ যাহা গতি আছে তাহাই অনিত্য ও নাশমান, বস্তুমাত্রেই অনিত্য

কারণ সূক্ষ্ম হইতে বাহির হইয়া পুনরায় সূক্ষ্মেতেই মিলিতেছে। যদিও ব্রহ্মের অণু প্রবেশেতে এই স্থূল অর্থাৎ ব্রহ্মের দশটী অণুতে আকাশের একটী অণু, আকাশের দশটীতে বায়ুর একটী অণু ইত্যাদিতে এই স্থূল কিন্তু আবার এই স্থূল শূন্যেতেই মিলিতেছে, যতক্ষণ তুমি চলায়মান ততক্ষণ এই চলায়মান বস্তু দেখিতেছ, আর যখন তুমি স্থির তখন চলায়মান বস্তু নাই (ক্রিয়ার পর অবস্থায়)।

এতেন নিত্যেষু নিত্যাউক্তাঃ ॥৩॥

উপর্য্যুক্ত পৃথিব্যাদি একবার ব্রহ্মে যাইতেছে ও আসিতেছে, যখন ব্রহ্মেতে লীন হইতেছে অর্থাৎ নিত্যেতে তখন নিত্য এই উক্ত। পৃথিবীর অণু ক্রমে ক্রমে যখন শূন্যেতে মিলিল তখন এক হইল। এক হইলেই এক শূন্যেতেই, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ অনুভব হইতে লাগিল; আর আসা যাওয়া বুদ্‌বুদের ন্যায় থাকিল না, অর্থাৎ জলই বুদ্‌বুদাকার ধারণ করিয়া অবশেষে জলই হইয়া যায়, সেই প্রকার ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মই স্থূল হইয়া পুনরায় ব্রহ্মেতেই মিলিতেছে।

কারণগুণপূর্ব্বকাঃ পৃথিব্যাদৌ পাকজাঃ ॥৪॥

কারণ=ব্রহ্ম। গুণ=উপরের দশ দশ গুণ অণুপ্রবেশ।

এই গুণ পূর্ব্ব হইতে ক্রমে স্থূলে আসিয়া পৃথিব্যাদি হইতেছে, আর ইহারা সমস্তই পাকজা অর্থাৎ ব্রহ্মের অণুর অণুপ্রবেশে যেমন যেমন স্থূল হইতে লাগিল সেমনি তেমনি জমাট হইয়া যাইতে লাগিল। যেমন অন্ন পাক করিতে করিতে অবশেষে গলিয়া পিণ্ড হইয়া যায়, সেই প্রকার অণুপ্রবেশে পরস্পরের গতাগতিতে গরম হইয়া গলিয়া তাল বান্ধিয়া সমস্ত দৃশ্যমান পদার্থ হইতেছে।

অনেক দ্রব্যত্বাৎ ॥৫॥

অনেক=ন এক। অর্থাৎ এক নহে, ব্রহ্মের অণু, যতক্ষণ এক নয় ততক্ষণ দ্রব্য, আর যখন এক তখন দ্রব্য নহে, অর্থাৎ যখন তুমি ব্রহ্মেরএকটী অণুর মধ্যে তখন কোন দ্রব্য নাই,অর্থাৎ যত দৃশ্যমান বস্তু দেখা যাইতেছে এই সকলের মধ্যে ব্রহ্মের অণু দেখিতেছ, তাঁহার নিকট দ্রব্য থাকিয়াও দ্রব্য নাই কারণ তিনি সমস্ততেই এক বস্তু দেখিতেছেন।

অণোর্মহতশ্চোপলব্ধ্যনুপলব্ধি নিত্যে ব্যাখ্যাতে ॥৬॥

অণু=ব্রহ্মাণু দেখা। মহৎ=সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ। অণু এবং মহতের উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি ইহা নিত্য বলা হইল যখন অণু দেখিতেছে, তখন উপলব্ধি আর ক্রিয়ার পর অবস্থায় অনুপলব্ধি।

মহতো বিপরীতমণু ॥৭॥

মহতের বিপরীত অণু, মহৎ যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহার বিপরীত, অর্থাৎ ঐ অবস্থা রহিত হইলে অণু দেখা যায়।

অণুমহদিতি তস্মিন্ বিশেষ ভাবা-
দ্বিশেষাভাবাচ্চ ॥৮॥

অণু ও মহতে বিশেষ ভাব হওয়ায় অভাব অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় কিছুই নাই। বিশেষ=বিগত শেষ।

দৃষ্টান্তাচ্চ ॥৯॥

দৃষ্টের অন্ত হইল বলিয়া অভাব, অর্থাৎ ব্রহ্মের অণু দেখিতে দেখিতে যখন দেখার অন্ত হইল তখন ক্রিয়ার পর অবস্থা।

অণুত্ব মহত্ত্বয়োরণুত্বাভাবঃ কর্ম্মগুণৈর্ব্যাখ্যাতঃ ॥১০॥

অণুত্ব মহত্ত্বের অণুত্ব ভাবাভাব, কর্ম্ম ও গুণের দ্বারায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কর্ম্ম তেজের দ্বারায়ও গুণ জলের দ্বারায় ঐ তেজ ও জল এই শরীরেই রহিয়াছে ; আত্মা গুণবিশিষ্ট হইয়া ক্রিয়ারূপ কর্ম্ম, আর গুণ এই কর্ম্মের দ্বারায় হইতেছে অর্থাৎ ক্রিয়া করিতে করিতে ক্রিয়ার পর অবস্থা অর্থাৎ নির্গুণের গুণ।

অণুত্ব মহত্ত্বাভ্যাং কর্ম্মগুণাশ্চ ব্যাখ্যাতাঃ ॥১১॥

অণুত্ব=কর্ম্ম। মহত্ত্ব=গুণ।

ব্রহ্মের অণুর সমষ্টিতে এই দেহ, এই দেহ থাকাতে সেই অকর্ম্ম হইতেছে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় তুমি যখন মহৎ তখন তোমাতে যে এক গুণ ব্রহ্মাণু ছিল, তাহা ব্রহ্মেতে লীন হইয়া দ্বিগুণ হইল, এই দ্বিগুণ শক্তিদ্বারায় তোমার পূর্ব্বের এক গুণের অতিরিক্ত যে অলৌকিকতা তাহা তুমি দেখিতে লাগিলে, যেমন দর্পণ, তুমি যদি দর্পণ হইয়া যাও তখন তোমার সম্মুখে যত বস্তু আসিতেছে সকলই তোমার অনিচ্ছাতেও তোমার সম্মুখে, কারণ দর্পণ দেখিবে বলিয়া কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব দর্পণে পড়ে না, যাহা সম্মুখে আইসে তাহারই প্রতিবিম্ব দর্পণ করিয়া থাকে, সেই প্রকার যে ব্রহ্মেতে সমুদয় তাহাই যদি তুমি হইয়া গেলে, তখন তোমার ইচ্ছা ও অনিচ্ছার কোন আবশ্যক নাই।

এতেন দীর্ঘত্ব হ্রস্বত্বে ব্যাখ্যাতে ॥১২॥

উপরের সূত্র বলায় দীর্ঘত্ব ও হ্রস্বত্ব বলা হইয়াছে, ক্রিয়ার পর অবস্থায় দীর্ঘত্ব আর যখন অণুতে তখন হ্রস্বত্ব, আর দীর্ঘত্ব যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহাতে অনেকক্ষণ থাকিতে থাকিতে হ্রস্বত্ব হইতেছে আবার হ্রস্বত্ব বৃদ্ধি করিতে করিতে আবার দীর্ঘত্ব অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা অনেকক্ষণ।

অনিত্যেঽনিত্যম্ নিত্যে নিত্যম্ ॥১৩॥

দৃশ্যমান মাত্রেই নাশমান, যখন নেশা অনুভব ইত্যাদিতে

লক্ষ্য হইতেছে তখন অনিত্য, কারণ দেখা ও অনুভব ইত্যাদি সমানভাবে থাকে না, যে থাকে না তাহাতে মন রাখিলেই অনিত্যেতে মন রাখা হইল, অনিত্যেতে থাকিলেই অনিত্য; কারণ যেমন যেমন দেখিতেছ তেমনি তেমনি চলিয়া যাইতেছে, আর নিত্য যে ব্রহ্ম তাহাতে লীন হইয়া যদি নিত্য হইলে তখন চলে ও দেখেই বা কে? যখন দৃশ্যমান দেখা চলা নাই তখন কাযে কাযেই নিত্য।

নিত্যং পরিমণ্ডলম্ ॥১৪॥

নিত্য হইলেই পরিমণ্ডল হয়, পরি অর্থাৎ পরিবাহ। বায়ু-মণ্ডল=গোলাকার। ক্রিয়া করিতে করিতে পরিবাহ বায়ুমণ্ডলাকার হইয়া মস্তকে গমন করিলেই ক্রিয়ার পর অবস্থা হয়, অর্থাৎ নিত্য ব্রহ্মে লীন হয়।

বিভবান্মহাকাশস্তথাচাত্মা ॥১৫॥

বিভব=বিশেষ প্রকারে জন্মান।

বিশেষ প্রকারে ত্রিগুণ রহিত হইলেই আত্মা মহাকাশ হইলেন, অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইল।

বিশেষভাবাৎ ॥১৬॥

বিশেষ=বিগত শেষ। ভাব=আট্‌কাইয়া থাকা। বিশেষ-রূপে আট্‌কাইয়া থাকিলেই উপরোক্ত ভাব হয়।

বিশেষাভাবাচ্চ ॥১৭॥

বিশেষরূপে আটকাইয়া থাকিতে থাকিতে অভাব হয়, অর্থাৎ এক হইয়া যায়, যখন বিশেষরূপ ভাব তখন দুই এক জন ভাষা বলিতেছে, আর যখন অভাব অর্থাৎ কোনই ভাব নাই তখন ব্রহ্ম।

এককালত্বাৎ ॥১৮॥

এককাল হেতু অর্থাৎ বিশেষরূপে ভাব ও অভাব এ উভয়ই এক সঙ্গে ও এককালে, কারণ গুরু যখন কূটস্থ দেখাইয়াছেন, সেই সময়েই আত্মা ব্রহ্মে গিয়াছেন; কিন্তু তখন স্পর্শমাত্র হইল আর ক্রিয়ার পর অবস্থায় আত্মা ব্রহ্মেতে বিশেষরূপে গিয়াছেন তখন অভাব কারণ কিছুই নাই, এই নিমিত্ত ভাব ও অভাব উভয়ই এক এবং এককালে ক্রিয়াতে ভাব করিতে করিতে ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন এক হইল তখন আর কে কাহার সহিত ভাব করে, দুই থাকিলেতো ভাব, ভাব রহিত হইলেই অভাব।

সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়স্য দ্বিতীয়াহ্নিকম্।

পৃথ ্গ্যাদি ত্যনর্থান্তরম্ ॥১॥

পৃথক্=ক্রিয়ার পর অবস্থায় না থাকা, এই না থাকা ক্রিয়ার পর অবস্থার অন্য, এই অন্যাবস্থার ও ক্রিয়ার পর অবস্থার কোন রূপান্তর নাই; কারণ ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে ব্রহ্মের অণুতে ছিলে, অন্যাবস্থায়ও সেই ব্রহ্মের অণুতে, কারণ ব্রহ্ম সর্ব্বত্রে এই নিমিত্ত কোন রূপান্তর নাই। তবে ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্বাধীন আর পৃথগাবস্থায় পরাধীন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অধীন এই মাত্র বিশেষ।

পৃথকত্বৈকত্বয়োরেকত্ব পৃথকত্বাভাবোঽণুত্ব মহত্ত্বাভ্যাং ব্যাখ্যাতঃ ॥২॥

পৃথকত্ব=অন্যাবস্থা। একত্ব=ক্রিয়ার পর অবস্থা। একত্ব ও পৃথকত্বের এবং অণুত্ব মহত্ত্ব বলা হইয়াছে। একত্ব পৃথকত্বাভাব অর্থাৎ যখন ক্রিয়ার পর অবস্থা তখন আমি নাই, ভাব করে কে? এই নিমিত্ত পৃথকত্বতে ভাব নাই; আর পৃথকত্ব

যখন অন্য দিকে মন তখন মন ইন্দ্রিয়ের অধীন হইয়া এক বিষয়ে আট্‌কাইয়া থাকে না, ইন্দ্রিয় সকল মনকে যে দিকে যখন লইয়া যাইতেছে, মন সেই দিকেই যাইতেছে, কোন এক বিষয়ে ভাব থাকিতেছে না। এই নিমিত্ত একত্ব ও পৃথকত্বের অভাব এ বিষয় পূর্ব্বে অণুত্ব মহত্বের সূত্রেতে বলা হইয়াছে।

নিঃসঙ্খ্যাত্বাৎ কর্ম্মগুণানাং সর্ব্বৈকত্ব ন বিদ্যতে ॥ ৩ ॥

কর্ম্ম তেজ হইতে আর গুণ রস হইতে, শরীরের তেজ না থাকিলে কোন কর্ম্ম করা যায় না, তেজের দ্বারায় রসরূপ রক্ত সর্ব্বাঙ্গে চলিতেছে। এই শরীরে শক্তিরূপ যে তেজ তাহা দ্বারা বলপূর্ব্বক ক্রিয়া করিয়া বিশেষ বিশেষ গুণ (অর্থাৎ দূর-দর্শন দূর-শ্রবণ ইত্যাদি) সকল হয়; যত তেজের সহিত ক্রিয়া করিবে ততই অলৌকিক গুণ সকল হইবে, আর রসরূপ রক্ত যদি না থাকিত তবে গুণ সকল থাকিত না। সচরাচর লোকে বলিয়া থাকে যে শুষ্ক নিম্বকাষ্ঠ তিক্ত, এই তিক্ত ষড় রসের মধ্যে একটী আর রসমাত্রেই জলীয়, এই নিমিত্ত যেখানে রস সেইখানেই জল; দুইটী দ্রব্য মিশাইয়া একটী গুণ হয় আবার উহাতে আর একটী দ্রব্য মিশাইলেই আর একটী গুণ হইবে, এই প্রকারে অনন্ত। কর্ম্ম ও গুণের সঙ্খ্যা না থাকাতে একত্ব দেখা যায় না, যখন অনন্ত তখন কি

প্রকারে এক হইতে পারে, এই নিমিত্ত অনন্ত যে কর্ম্ম ও গুণ তাহা দ্বারা এক ব্রহ্মে যাওয়া অসম্ভব।

ভ্রান্তং তৎ ॥৪॥

উপরোক্ত সমস্তই ভ্রান্তিমাত্র।

একত্বাভাবাদ্বিভক্তিস্তু ন বিদ্যতে ॥৫॥

যদি একত্বের অভাব হইল তবে বিভক্ত নহে, যেমন (১) এক সঙ্খ্যা হইতে অযুত ইত্যাদি, এই এক যদি নাই তবে অঙ্কই নাই। সেই প্রকার ঈশ্বর এক, আর তাঁহা হইতে যত চলায়মান বস্তু হইয়াছে, এই চলায়মান বস্তুতে যদি ঈশ্বর না থাকিতেন, তবে তাঁহার অংশ যে পৃথিবী তাহা কথনই থাকিত না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে একত্ব তাহা হইতে ভিন্নাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, এই একত্বাবস্থা যদি না থাকিত তবে অন্য অবস্থা থাকিত না অতএব একত্ব।

কার্য্য কারণয়োরেকত্বে পৃথকত্বাভাবা-

দেকত্ব পৃথকত্বে ন বিদ্যতে ॥৬॥

কার্য্য = ক্রিয়া। কারণ = ক্রিয়ার পর অবস্থা। একত্ব আর এই অবস্থায় না থাকার নাম পৃথকত্ব, অর্থাৎ কারণ যে ব্রহ্ম তাহাতে যাইবার নিমিত্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম ক্রিয়া। এই কার্য্য ও

কারণের একত্বে পৃথকত্বের অভাব আর পৃথকত্বে একত্ব দেখা যায় না, যে একত্ব পৃথকত্বে নাই অর্থাৎ পৃথকত্বে যাহার অভাব তাহা কি প্রকারে নিত্য হইবে, কারণ ব্রহ্ম নিত্য ও সর্ব্বত্রে ও সকল স্থানে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, এই নিমিত্ত যাহার নাশ আছে তাহা কখনই নিত্য হইতে পারে না।

একদিক্কালাভ্যাং সন্নিকৃষ্ট বিপ্রকৃষ্টাভ্যাং পরমপরঞ্চ ॥৭॥

দিক্ কাল এক হইলে সন্নিকৃষ্ট, বিপ্রকৃষ্ট ও অপর হয়। ক্রিয়ার পর অবস্থায় দিক্ ও কালের নির্ণয় করা যায় না। দিক্=সন্নিকৃষ্ট অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে আট্‌কাইয়া থাকা, অথচ অনিচ্ছা সত্তেও সমস্ত কার্য্য করিতেছে তখন কোন দিকে দৃষ্টি নাই, কারণ মনেতে মন প্রবেশ করিয়াছে, এই নিমিত্ত দিক্ এক হইল। পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ এই সাধারণ অবস্থায় থাকিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় যাওয়া, ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন সময়ের নির্দ্দেশ না থাকায় কালের একত্ব কাল অর্থাৎ যাহার গতি আছে গতি থাকিলেই নাশ, যখন কালের কাল যে স্থিতি তাহা পাইলে তখন আর চলিল না, না চলিলেই এক, আর ইহারই নাম বিপ্রকৃষ্ট। বি=বিশেষ ও প্রকৃষ্টরূপে আট্‌কাইয়া থাকা অর্থাৎ যাহাকে বিদেহ ও অপর কহে।

দ্রব্যত্ব গুণত্ব প্রতিষেধোভাবেন ব্যাখ্যাতেঃ ॥৮॥

দ্রব্যত্ব=ব্রহ্মত্ব (দিকত্ব)। গুণত্ব=কালত্ব অর্থাৎ গুণ

প্রকাশ করিতে হইলেই সময়ের আবশ্যক। যখন দিক্ কাল এক ও অধীনস্থ হইল, তখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবার ক্ষমতা হইল। এই ক্ষমতা হইতে পারে যদি সন্নিকৃষ্ট ও বিপ্রকৃষ্ট একবার হইতেছে আবার যাইতেছে, এই অভাব দ্বারায় বাধা না পায়।

তত্ত্বভাবেন ব্যাখ্যাতম্ ॥৯॥

তত্ত্বে ভাব হইলেই হইতে পারে অর্থাৎ ব্রহ্মের অণুতে থাকিতে থাকিতে তদ্রূপ হইলেই ভাব হইল এবং সর্ব্বদা ভাব হইলেই ক্ষমতা হইতে পারে বলা হইল।

সপ্তম অধ্যায় দ্বিতীয় আহ্নিক সমাপ্ত।

অষ্টমোহধ্যায়স্য প্রথমাহ্নিকম্ ।

দ্রব্যেষু জ্ঞানং ব্যাখ্যাতম্ ॥১॥

দ্রব্য—ব্রহ্ম অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা। দ্রব্যেতে জ্ঞান অর্থাৎ দ্রব্যেতে থাকিলেই জ্ঞান হয় বলিলাম।

জ্ঞাননির্দ্দেশে জ্ঞাননিষ্পত্তি বিধিরুক্তঃ ॥২॥

ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকার নাম জ্ঞাননির্দ্দেশ, ইহা হইলেই জ্ঞানের নিষ্পত্তি এই নিয়ম উক্ত হইল।

আত্মাত্মকরণৈর্য্যোগাৎ জ্ঞানম্ তস্য প্রবর্ত্ততে।

করণানাম্ বৈমূল্যাদযোগাৎ বা নিবর্ত্ততে ॥

ক্রিয়ার পর অবস্থায় আত্মা আত্মাদ্বারায় ক্রিয়া করিয়া ব্রহ্মের অণুতে মিলাইয়া যাইতেছেন যোগের দ্বারায়, এবং উহাতে প্রকৃষ্টরূপে থাকার নাম আত্মাত্মকরণ। আত্মা, চিত্ত, মন ও বুদ্ধির পর পরাবুদ্ধি, ক্রিয়ার দ্বারায় ক্রমশঃ এই সমস্ত স্থির করিয়া পরাবুদ্ধি যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহতে থাকার নাম করণ, যখন ঐ সমস্ত হইতেছে তখন বিমল নহে, কারণ মন অন্য দিকে যাইতেছে, এই অযোগহেতু অর্থাৎ চঞ্চল

থাকাতে ব্রহ্মেতে নিবৃত্তি হইতেছে, যে প্রকার ময়লাযুক্ত দর্পণেও জলে রূপ দেখা যায় না, সেই প্রকার মন পাপেতে মলিন হইয়া উপহত হইতেছে অর্থাৎ অন্য দিকে থাকাতে ব্রহ্মে যাইতেছে না।

সামান্য বিশেষেষু সামান্যবিশেষাভাবাত্তত এব জ্ঞানম্ ॥৩॥

সামান্য=ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থা অর্থাৎ যে সময়ে নেশাতে এবং অন্যান্য সমস্ত কার্য্যেতে মন সমান ভাবে রহিয়াছে।

বিশেষ=ক্রিয়ার পর অবস্থা।

সামান্যেতে যখন তখন বিশেষ নাই, আর সামান্য ও ক্রমান্বয়ে থাকিতেছে না, আর যখন বিশেষ তখন সামান্য নাই, আর বিশেষ যে আটকাইয়া থাকা, তাহাও ধারাবাহিরূপে নাই, এই নিমিত্ত সামান্য ও বিশেষে সামান্যবিশেষের অভাব। আর এই জানার নাম জ্ঞান।

সামান্যবিশেষাপেক্ষং দ্রব্যগুণ কর্ম্মসু ॥৪॥

সামান্য=ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থা।

বিশেষ=ক্রিয়ার পর অবস্থা।

সামান্য, বিশেষ, ব্রহ্ম, প্রাণ ও কর্ম্মের অপেক্ষা করিতেছে, অর্থাৎ ভালরূপে ক্রিয়া করিয়া ব্রহ্মেতে না থাকিলে সামান্য ও বিশেষ হয় না।

দ্রব্যে গুণ কর্ম্মার্থকং ॥৫॥

ব্রহ্মে গুণ ও কর্ম্মের রূপ আছে। গুণ জলের কর্ম্ম, আর বায়ু স্থির হইয়া তত্ত্বে তত্ত্বে চলিলেই কর্ম্ম। এই উভয়েরই রূপ ব্রহ্মেতে আছে। ব্রহ্ম হইতে অর্থাৎ কারণবারি হইতে সূক্ষ্মরূপে তত্ত্বে আসিতেছে, এই গুণের দ্বারায় তত্ত্বে তত্ত্বে ও সুষুম্নাতে যে আসিতেছে ও যাইতেছে এই কর্ম্ম, এই কর্ম্ম আছে বলিয়া সমস্ত অর্থাৎ বাহ্য ও আভ্যন্তরিক কর্ম্ম। মন কোন একটী বস্তুতে গমন করিবা মাত্র বুদ্ধি তাহাতে স্থির হয়, বুদ্ধি স্থির হইলেই কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল কার্য্য করিতে থাকে, এই নিমিত্ত মনকে নিগ্রহ করিবার একমাত্র উপায় যে ক্রিয়া তাহা করা কর্ত্তব্য, বিচার করিয়া দেখিল যে প্রথমে মন সন্দেশে গিয়াছিল বলিয়া বুদ্ধি যাইয়া তাহাকে অতি সুখাদ্য সন্দেশ স্থির করিল। বুদ্ধি স্থির হইবামাত্রই লোভের বশবর্ত্তী হইয়া আহার করিতে আরম্ভ করিল, বিচার করিয়া এই দেখিয়া স্থির হইল যে এ বুদ্ধি ভাল নহে, ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে পরাবুদ্ধি তাহাতে থাকা কর্ত্তব্য প্রথমে মন ইন্দ্রিয়ের দ্বারায় গৃহীত হইয়া উর্দ্ধে গমন করিয়া বুদ্ধি দ্বারায় বিষয় গ্রহণ করিতেছে, বলা ও করা ইত্যাদি।

গুণকর্ম্মসু গুণকর্ম্মাভাবাদ্গুণ-
কর্ম্মাপেক্ষং ন বিদ্যতে ॥৬॥

গুণ=ব্রহ্মসূত্র। কর্ম্ম=সূক্ষ্মরূপে তত্ত্বে তত্ত্বে আসা ও যাওয়া এই গুণ ও কর্ম্মে যখন ভাব নাই, অর্থাৎ লক্ষ্য নাই, কেবলই ক্রিয়া করিতেছে, তখন গুণ কর্ম্মের আর অপেক্ষা দেখা যায় না, অর্থাৎ ক্রিয়া করিতে করিতে আপনাপনি ক্রিয়ার পর অবস্থা উপস্থিত হয় কাহারও অপেক্ষা করে না।

সমবায়িনঃ শ্বৈত্যাচ্ছ্বৈত্য বৃদ্ধেশ্চ ॥৭॥

সমবায়িন=ক্রিয়ার পর অবস্থায়, এই অবস্থায় শ্বেতের শ্বৈত্যতা বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন সমান তখন নির্ম্মল হেতু নির্ম্মল শ্বেত দর্শন হয়, এই নির্ম্মল শ্বেতের শ্বৈত্যতা অর্থাৎ নির্ম্মলতা বৃদ্ধি করিতেছে, অর্থাৎ যত অধিক ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকে তত অধিক নির্ম্মল হয়।

দ্রব্যেচেষ্টা ইতরেতর কারণাঃ ॥৮॥

ব্রহ্মে চেষ্টা ইতরেতর কারণে অর্থাৎ যখন ব্রহ্মে তখন আমি নাই, আর যখন চেষ্টা হইল তখন ভিতরে ভিতরে অবশ্য কোন ঐ চেষ্টার কারণ ছিল, কারণ না থাকিলে কোন চেষ্টা হয় না, তাহা হইলেই মন অন্য দিকে যাইল।

কারণযৌগপদ্যাৎ কারণক্রমাচ্চ ॥৯॥

কারণ দুই প্রকার যুগপৎ ও ক্রমে, অর্থাৎ যেমন বলিল জল হউক অমনি তৎক্ষণাৎ জল, আর কেহ কোন উৎপাত করিলে প্রথমে তুচ্ছ হয়, পরে ক্রমে ক্রমে উৎপাত বৃদ্ধি হইলে হঠাৎ যেমন কিছু মনে হইল অমনি তৎক্ষণাৎ তাহা হইল।

অষ্টম অধ্যায় প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়স্য দ্বিতীয়াহ্নিকম্।

দ্রব্যেষু পঞ্চাত্মকত্বম্ ॥১॥

দ্রব্যেতে পঞ্চাত্মা আছে, দ্রব্যেতে অর্থাৎ ব্রহ্মেতে সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপে পঞ্চ আত্মা আছে।

স্থূলে—

মূলাধারে,	সাধিষ্ঠানে,	মণিপূরে,	অনাহতে,	বিশুদ্ধাখ্যে
প্রাণ,	অপান,	উদান,	ব্যান,	সমান

প্রাণবায়ু মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত চলিতেছে, এই প্রাণবায়ু পঞ্চতত্ত্বে আসিতেছে ও যাইতেছে বলিয়া বাঁচিয়া আছে। অপান, অপানের ক্রিয়া নিঃসরণ করা এই প্রাণ অপানের সহিত ঊর্দ্ধগতি হইতেছে, এই নিমিত্ত শরীরের সমস্ত দ্বার দিয়া ক্লেদ নির্গত হইতেছে, স্থান সাধিষ্ঠানের নিম্নে। উদান বায়ুর ক্রিয়াই ঊর্দ্ধে গমন করা অর্থাৎ ঢেকার হিক্কা ইত্যাদি, এই উদান প্রাণের সহিত ঊর্দ্ধে গমন করিতেছে স্থান মণিপূরে। ব্যান, ব্যান-বায়ুর ক্রিয়া সর্ব্বাঙ্গে, এই ব্যানও প্রাণের সহিত ঊর্দ্ধে গমন করিতেছেন, স্থান হৃদয়ে। সমান শূন্যেতে স্থির হইয়া নাভিতে সমানরূপে থাকেন, এই প্রকার অবস্থায় সর্ব্বদা থাকিলে কোন পীড়া হয় না। প্রাণ ক্রিয়ার

পর অবস্থায় হৃদয়ে আট্‌কাইয়া থাকে; সূক্ষ্ম ব্রহ্মেতে এই সকল বায়ু সূক্ষ্মরূপে আছে বলিয়া স্থূলেতে দেখা যাইতেছে।

ভূয়স্ত্বাৎ গন্ধবত্ত্বাচ্চ পৃথিবীগন্ধজ্ঞানে প্রকৃতিঃ ॥২॥

পুনঃ গন্ধবত্ত্বাৎ পৃথিবী গন্ধ জ্ঞান করিতেছে প্রকৃতি থাকায়। এই শরীর পৃথিবী অর্থাৎ মৃত্তিকার এই নিমিত্ত নাসিকাও মৃত্তিকার, কিন্তু নাসিকায় ভূয়ঃ ভূয়ঃ অর্থাৎ অধিক পরিমাণে মৃত্তিকা থাকায় গন্ধ জ্ঞান হইতেছে। এই নাসিকাতে বায়ু আসিতেছে ও যাইতেছে বলিয়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়াপেক্ষা নাসিকার বল অধিক, পৃথিবীর প্রকৃতি থাকায় এই গন্ধ জ্ঞান হইতেছে। প্রকৃতি=পঞ্চতত্ত্ব, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পুরুষ যদি প্রকৃতিতে না থাকিতেন তবে কিছুরই অনুভব হইত না।

তথাপোজ্যোতির্বায়ুশ্চ রসরূপস্পর্শবিশেষা-
দ্রসনচক্ষুস্ত্বগিন্দ্রিয়ানাম্ ॥৩॥

উপরোক্ত প্রকারে ইন্দ্রিয় সকলে ভূয় ভূয় মৃত্তিকা থাকাতে ইন্দ্রিয়ের পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য হইতেছে, যথা—অপ=জল, রসনা। জ্যোতি=রূপ, চক্ষু। বায়ু=স্পর্শ, সমস্ত শরীরে বিশেষ হাতের ও পায়ের অঙ্গুলিতে অধিক এই প্রকার পুরুষের সমুদয় প্রকৃতিতে অনুভব হইতেছে।

অষ্টম অধ্যায় দ্বিতীয় আহ্নিক সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়স্য প্রথমাহ্নিকম্।

ক্রিয়াগুণব্যপদেশাভাবাৎ প্রাগসৎ ॥১॥

ক্রিয়া=আত্মার কর্ম্ম। গুণ=ক্রিয়াসমূহ দ্বারা যাহা হয়। ক্রিয়া করিয়া গুণের দ্বারায় ব্যপদেশ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা, ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার গুণে দ্বারায় ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে অসৎ।

সদসৎ ॥২॥

সতই অসৎ, অর্থাৎ সৎ যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহা অসৎ, কারণ সৎ দেখা যায় আর অসৎ দেখা যায় না, ক্রিয়ার পর অবস্থায় কিছুই দেখা যায় না, এই নিমিত্ত অসৎ।

সতঃ ক্রিয়াগুণ ব্যপদেশাভাবাৎ অর্থান্তর-ভাবাৎ ॥৩॥

ক্রিয়াগুণ আর ব্যপদেশের অভাব হেতু ও অর্থান্তরে ভাব হওয়ায়, অর্থান্তর ক্রিয়ার পর অবস্থা এবং ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থা এই উভয়ের অভাব যেখানে সেই অবস্থার নাম অর্থান্তর। যখন এই অবস্থা তখন সৎ। ক্রিয়ার পর অবস্থায়

আট্‌কাইয়া থাকে, আর ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থায় শিথিল হইয়া থাকে, এই দুয়ের মধ্যে যে সমান অবস্থা অর্থাৎ যখন সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।

সচ্চাসৎ ॥৪॥

সৎ যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহা ক্রমে ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থায় পঞ্চতত্ত্বে আইসেন বলিয়া অসৎ।

যচ্চান্যদসদতস্তদসৎ ॥৫॥

অন্যৎ=ক্রিয়ার পর অবস্থার অন্য অর্থাৎ তত্ত্বে থাকার নাম অসৎ, কারণ এই অবস্থাতে আসিয়া বোধ হয় যে আমি কোন একটী অবস্থাতে ছিলাম, যখন ছিলাম তখন সৎ না হইয়াও সৎ আর ঐ অবস্থা যখন নাই তখন অসৎ।

অসদিতি ভূত প্রত্যক্ষাভাবাদ্ভূত
স্মৃতের্বিরোধী প্রত্যক্ষবৎ ॥৬॥

অসৎ=ক্রিয়ার পর অবস্থা অর্থাৎ যখন ঐ অবস্থাতে তখন কিছু ছিল না, আর ঐ অবস্থার এখন কিছুই স্মরণ করিবার উপায় নাই।

ঐ ক্রিয়ার পর অবস্থা হইয়াছিল নিজের বোধ হইতেছে, কিন্তু তাহার প্রত্যক্ষের অভাব কারণ সে অবস্থা কোন বস্তু নহে ও তাহার উপমার স্থানও নাই, আর ঐ অবস্থায় যখন আমি নাই, তখন প্রত্যক্ষ করে কে? কিন্তু মনে হইতেছে যে,

একটী অবস্থা হইয়াছিল ইহা স্মৃতির বিরোধী, বি=বিশেষ প্রকারে, রোধ=বদ্ধ থাকা, ঐ অবস্থাকে স্মরণ কবিবার কোনই উপায় নাই, অথচ প্রত্যক্ষের ন্যায়, এক্ষণে মনে হইতেছে, অথচ প্রত্যক্ষও বলিতে পারা যাইতেছে না, অথচ মনে হইলেই প্রত্যক্ষ বলিয়া বোধ হয়।

তথাঽভাবেভাব প্রত্যক্ষাত্বাচ্চ ॥৭॥

যখন ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রত্যক্ষের অভাব হইয়াও প্রত্যক্ষবৎ, তখন অভাবে ভাব করিলেই প্রত্যক্ষ। যেমন একটী জলাশয় খনন করিবামাত্রই জল হয় নাই, এক্ষণে যখন জলাশয় তখন অবশ্যই উহাতে জল আছে।

এতেনাঘটোঽগৌর ধর্ম্মশ্চ পরস্যাতঃ ॥৮॥

এক্ষণে ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, অঘট বলিলেই ঘট, অগো বলিলেই গো, অধর্ম্ম বলিলেই ধর্ম্ম, এক্ষণে এই স্থির হইল যে এই বলিলেই ইহা বুঝাইবে।

কথমন্যশ্চাস্তন্তশ্চ ॥৯॥

স্তম্ভ নাই বলিলে অন্যবস্তু কি প্রকারে বুঝিব।

অভূতং নাস্তীত্যনর্থান্তরম্ ॥১০॥

যাহা হয় নাই ও যাহা বর্ত্তমান নাই এ উভয়ের একই অর্থ, অভূত অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় কিছুই হয় নাই, কারণ

যখন আমি তখন করা হওয়া ইত্যাদি, আর যখন আমি নাই হওয়া ও করা জানে ও দেখে কে? আর এক্ষণে ক্রিয়ার পর অবস্থা বর্ত্তমান নাই, যাহা এক্ষণে নাই, তবে হইয়াছিল, তাহাও বলা যায় না, কারণ তখন আমি নাই এই নিমিত্ত কিছুই নাই। দুই কিছু নয়ের এক অর্থ, যেমন একটী বৃক্ষ হইতে থাম্বা প্রস্তত হইয়াছে, ঐ থাম্বা এক্ষণে নাই তাহা হইলে বৃক্ষও নাই। সেই প্রকার ক্রিয়ার পর অবস্থা নাই, আর ক্রিয়ার পর নেশা-বস্থায় বোধ হইতেছে যে একটী অবস্থা ছিল, এই দুই নাতে এক হইল, কারণ এই দুই অবস্থা ভিন্ন এক্ষণে আর একটী অবস্থা।

নাস্তিঘটোগেহ ইতিসতোঘটস্য
গেহ সংসর্গপ্রতিষেধঃ ॥১১॥

গেহেতে ঘট নাই একথা বলায় জানা যাইতেছে, যে ঘটের সংসর্গ গেহেতে সতঃ প্রতিষেধ করিতেছে, অর্থাৎ গৃহে ঘট নাই একথায় ঘট যে একেবারে নাই, এমত হইতে পারে না, সেই প্রকার ক্রিয়ার পর অবস্থা নাই বলিলে ক্রিয়ার পর অবস্থা (ব্রহ্ম) একেবারে নাই কি প্রকারে বুঝায়।

আত্মন্যাত্মমনসোঃ সংযোগ বিশেষাদাত্ম-
প্রত্যক্ষম্ ॥১২॥

আত্মার দ্বারায় আত্মাতে মন দেওয়ার সম্যক্ প্রকারে আট-

কাইয়া যায়, আর (বি=বিগত) বিশেষ হওয়াতে অর্থাৎ সর্ব্বদা ঐ অবস্থাতে থাকায় আত্মা প্রত্যক্ষ হয়েন।

তথাদ্রব্যান্তরেষু সমাহিতান্তঃকরণানাম্ ॥১৩॥

ব্রহ্মেতে যাহাদিগের অন্তঃকরণ অসমাহিত তাহাদিগের দ্রব্যান্তরেতে দ্রব্যান্তর অর্থাৎ ব্রহ্মেতে থাকিয়া যাহাদিগের এক হয় নাই, তাহাদিগের নিকট প্রত্যেক দ্রব্যই পৃথক্।

তৎসমবায়াৎ কর্ম্মগুণেষু ॥১৪॥

ঐ পৃথকত্ব এক হইলে কর্ম্ম ও গুণের বিষয় জানা যায়।

আত্মসমবায়াদাত্মগুণেষু ॥১৫॥

আত্মার সমবায়েতে আত্মার গুণ সকল প্রত্যক্ষ হয়, অর্থাৎ আত্মার অনন্ত ক্ষমতা জানা যায়।

ক্রিয়ার পর অবস্থা সমাধি, এই সমাধি যাঁহাদিগের হইয়াছে তাঁহাদিগকে আপ্ত কহে এবং তাঁহারা যে সকল উপদেশ দান করেন তাহাই প্রমাণ।

নবম অধ্যায় প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়স্য দ্বিতীয়াহ্নিকম্।

অস্যেদং কার্য্যং কারণং সংযোগীচ সমবায়ীচেতি লৌকিকম্॥১॥

ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থায় থাকাবস্থায় বৃষ্টি হইতেছে দেখিয়া মনে হইল প্রাচীরটীতো পড়িয়া যায় নাই। অস্য=প্রাচীর পড়া কার্য্য, ইদং=বৃষ্টি কারণ। ক্রিয়া=কার্য্য, কারণ=ব্রহ্ম, এই কার্য্যের দ্বারা ব্রহ্মে সংযোগ হওয়ায় সমানাবস্থা হয়, ইহার ফল লৌকিকে, কারণ ক্রিয়ার পর অবস্থার পর যাহা অনুভব হইল, তাহা লৌকিকে দেখা গেল অর্থাৎ প্রাচীরের নিকটে যাইয়া দেখিল যে প্রকৃতই প্রাচীরটী পড়িয়া গিয়াছে।

অস্যেদং কার্য্যকারণং সম্বন্ধশ্চাবয়বাদ্ভবতি ॥২॥

এই কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধে অবয়ব হয়, এক না হইলে অবয়ব হয় না, অর্থাৎ ব্রহ্মেতে না থাকিলে প্রাচীরের অবয়ব ব্রহ্মের অণুব সমষ্টি দেখা যাইত না।

এতেন শাব্দং ব্যাখ্যাতম্ ॥৩॥

উপরের সূত্রের দ্বারায় শব্দও বলা হইল, অর্থাৎ ব্রহ্মেতে

থাকিয়া যেমন অবয়ব দেখা, সেই প্রকার ব্রহ্মেতে থাকিয়া হঠাৎ অশব্দের শব্দ শুনা যায়। এ শব্দ শব্দ নহে।

হেতুরপদেশোলিঙ্গমনুমানং করণ-
মিত্যনর্থান্তরম্ ॥৪॥

হেতু=সুষুম্না, ব্রহ্মে যাইবার হেতু।

অপদেশ=কূটস্থ ব্রহ্ম।

লিঙ্গ=রূপ দেখা, নেশা, ওঁকার ধ্বনি ইত্যাদি সমস্ত ব্রহ্ম।

অনুমান=ক্রিয়ার পর অবস্থায় একটী কোন স্থানে ছিলাম এই অনুমান হয় (ব্রহ্ম)।

করণ=ক্রিয়ার পর (ব্রহ্ম)।

এই সমস্তই ব্রহ্ম কোন অর্থান্তর নাই।

অস্যেদমিতি বুদ্ধ্যপেক্ষিতত্বাৎ ॥৫॥

অস্য=এই। ইদং=ইহা। ইহা এই বস্তু স্থির করিতে হইলে বুদ্ধির অপেক্ষা করে, অর্থাৎ বুদ্ধি স্থির না করিলে স্থির করা যায় না, সেই প্রকার অস্য=অর্থাৎ ক্রিয়া করিতে করিতে বুদ্ধি স্থির হইলে, পরাবুদ্ধিতে থাকিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থির হয় (ইদং এই ব্রহ্মে)।

আত্মমনসোঃ সংযোগবিশেষাৎ সংস্কারাচ্চ
স্মৃতিঃ ॥৬॥

সংস্কার=সম্যক্ প্রকারে করা অর্থাৎ যাহা ছিল না তাহাকে

সম্যক্ প্রকারে করা হইল; পূর্ব্বে ক্রিয়ার পর অবস্থা ছিল না, এক্ষণে ক্রিয়া করিয়া আত্মাকে করা হইল, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা হইল। আত্মাতে মন দেওয়ায় অর্থাৎ দৃষ্টি রাখায় সংযোগ হয়, অর্থাৎ তখন দৃষ্টি না থাকিয়া ব্রহ্মেতে মিলিয়া যায়। বিশেষাৎ=বি=বিগত, শেষ। এইরূপে বিশেষ প্রকারে আট্‌কাইয়া থাকিলে সংস্কার; পূর্ব্বে ব্রহ্মে ছিলাম, এক্ষণে নাই, আবার ক্রিয়ার পর অবস্থা ব্রহ্মে এই স্মৃতি হয় (আত্মা যিনি আমি আমি করিতেছেন)। স্মৃতি ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থায় ক্রিয়ার পর অবস্থা স্মরণ হওয়া, আর ক্রিয়ার অবস্থায় সর্ব্বদা থাকাতে মন নির্ম্মল হওয়ায় যত কিছু অদৃশ্য বস্তু দেখা যায় (ভিতরের)।

তথাস্বপ্নঃ ॥৭॥

আমি আমি বলিতেছেন যে আত্মা তিনি ব্রহ্ম। সংসারে সম্যক্ প্রকারে যোগ দেওয়ায় আত্মবিস্মৃতি (অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম) হইয়াছেন, এই ভুলবশতঃ সংসারে বিশেষরূপে মন দেওয়ায় সংস্কার অর্থাৎ আমি কর্ত্তা হইয়া সমস্ত কার্য্য করিতেছে, আর কখন কি করিতে হইবেক তাহা স্মরণ করিতেছে, এ সকল যে মিথ্যা স্বপ্নবৎ ইহা তাঁহার জ্ঞান নাই। যেমন স্বপ্নেতে স্বপ্নকে স্বপ্ন বলিয়া মনে হয় না, সেই প্রকার আত্মা আত্মবিস্মৃতি হইয়া এই মিথ্যা জগতে বিশেষ প্রকারে আত্ম যোগ করায় ইহাকে মিথ্যা বলিয়া বোধ হইতেছে না।

স্বপ্নান্তিকম্ ।৮।।

উপরের যে স্বপ্ন তাহার অন্ত আছে।

ধর্ম্মাচ্চ ॥৯।।

ধর্ম্মের অর্থাৎ ক্রিয়ার অন্ত আছে, ক্রিয়ার পর অবস্থায় ক্রিয়া থাকে না।

ইন্দ্রিয়দোষাৎ সংস্কার দোষাচ্চাবিদ্যা ।।১০।।

ইন্দ্রিয়দোষহেতু সংস্কার দুষ্ট হওয়ায় অবিদ্যা।

দোষ=এমত কার্য্য যাহাতে ক্লেশ হয়।

সংস্কার=আমি যে বলিতেছে তাহাতে থাকা।

ইন্দ্রিয় দোষ=চক্ষের দেখা, কর্ণের শুনা, জিহ্বার স্বাদ, নাসিকার ঘ্রাণ ইত্যাদি এই সকল কার্য্যের দ্বারায় সংস্কার দুষ্ট হওয়ায় আমি কে না জানার নাম অবিদ্যা।

তদ্দুষ্টং জ্ঞানম্ ।।১১।।

জ্ঞান=আপনাকে আপনি জানার নাম।

উপরোক্ত ইন্দ্রিয় ও সংস্কার দুষ্ট হওয়ায় জ্ঞানও দোষিত হইয়াছে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া আপনাকে আপনি না জানিয়া অসুখকে সুখ বিবেচনায় ক্লেশ ভোগ করিতেছে।

অদুষ্টং বিদ্যা ॥১২॥

উপরের বিপরীত যে আপনাকে আপনি জানা অদুষ্ট ও বিদ্যা। বিদ্যা চক্ষের দ্বারায় অন্তর্দৃষ্টি, কর্ণে ওঁকার ধ্বনি, দূর শব্দ শুনা ইত্যাদি, নাসিকার দূর ঘ্রাণ, ত্বচায়=জিহ্বার দ্বারায় অমৃত আস্বাদন, অনিচ্ছা পূর্ব্বক সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ দেখা, এই সমুদয় বিশেষ জানার নাম বিদ্যা।

আর্যেসিদ্ধদর্শনঞ্চ ধর্ম্মেভ্যঃ ॥১৩॥

ঋ=ব্রহ্ম। ষ=মূর্দ্ধি। ই=শক্তি। শক্তি পূর্ব্বক মূর্দ্ধিতে (ব্রহ্মেতে) যিনি থাকেন তিনি ঋষি।

আর্ষ—মূর্দ্ধিতে (ব্রহ্মে) বিনা প্রয়াসে আপনাপনি যিনি আটকাইয়া থাকেন।

সিদ্ধি=সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ, এই অবস্থা যাঁহাদিগের হইয়াছে, তাঁহারা সিদ্ধ ও তাহাদিগের সিদ্ধি হইয়াছে।

যাঁহারা যোনিমুদ্রায় সিদ্ধ পুরুষ সকলকে দেখিতেছেন তাঁহাদের আর করা ধরা কিছুই নাই। গীতা বিশ্বরূপদর্শন আর্যদিগের যে সিদ্ধদর্শন তাহাই সকল ধর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

নবম অধ্যায় দ্বিতীয় আহ্নিক সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়স্য প্রথমাহ্নিকম্।

ইষ্টানিষ্টকারণবিশেষাদ্বিরোধাচ্চ সুখ-,
দুঃখয়োরর্থান্তরভাবঃ ॥১॥

ইষ্ট=অভিলাষ। অনিষ্ট=ইষ্টের বিপরীত। ইষ্ট=সুখ। অনিষ্ট=দুঃখ। ইষ্টানিষ্টের বিশেষ কারণ হেতু পরস্পর বিরোধ, আর ইহাদিগের সুখদুঃখের রূপান্তর ভাব আছে।

ইষ্ট=ব্রহ্ম, কারণ কোন রূপে ব্রহ্মেতে যাইলেই স্থির, আর অনিষ্ট=অস্থির ঘুরে ঘুরে বেড়ান, যেমন শীতকালে স্নান করিতে জলে নামিয়া শীঘ্র উপরে উঠিয়া রৌদ্র পোহাইলেই আরাম, আর মৎস্যের লোভে ২।৩ ঘণ্টা জলে থাকিয়া শীতে কাতর হইয়া তীরে উঠিয়া (যেখানে কাপড় রাখিয়া জলে নামিয়াছিল সেখানে আসিয়া) সুস্থ ও শীত নিবারণ, সেই প্রকার ক্রিয়া করিয়া এই দেহেতেই ব্রহ্মেতে যাইয়া স্থির হও য়াই ইষ্ট আর মৎস্য ধরার ন্যায় ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হইয়া সুখের আশায় পুণ্যাদি সকাম কর্ম্ম করিয়া পুনঃ পুনঃ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করা ও কোন রূপে সুস্থ (স্থির) হইতে না পারিয়া হায় হায় করিতে করিতে ব্রহ্মেতে গমন করা, এ উভয়েরই কারণ অনন্ত অর্থাৎ যাঁহারা ব্রহ্মের অণুতে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা,

পরম সুখে অনন্ত অণুপ্রবেশ করিতেছেন, আর যাহারা পৃথিবীর সুখে তাহারা একটীতে সুখ না পাইয়া আর একটীতে, এই প্রকার সুখের নিমিত্ত অনন্ত দ্রব্যেতে ভ্রমণ করিতেছে, আর এই উভয়ের বিশেষরূপে রোধ হইতেছে, অর্থাৎ যাঁহারা যোগী তাঁহারা অনুপদিষ্ট ব্যক্তিকে দেখিয়া বলিতেছেন যে কি ভ্রমে পতিত হইয়া সকলে রহিয়াছে, আর যাহারা পৃথিবীর সুখে রহিয়াছে তাহারা যোগীদিগকে দেখিয়া হাঁসিয়া কহিতেছে যে কি আশ্চর্য্য এমন যে উপাদেয় বস্তু সকল ইহাদিগের ভোগে নাই। যোগীদিগের ভাব অলৌকিক আর অক্রিয়াবানদিগের লৌকিক এই রূপান্তর।

সংশয় নির্ণয়ান্যতরাভাবশ্চ জ্ঞানান্তরত্বেহেতুঃ ॥২॥

সংশয়=ঈশ্বর আছেন কি না ? এই বিশ্বেশ্বর কেমন করিয়া বিশ্বের ঈশ্বর ? যাহা করিতেছি তাহা যথার্থ কি না ? ইত্যাদি।

নির্ণয়=যিনি এক ব্রহ্ম স্থির করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মের একটী অণুর মধ্যে স্থির হইয়া রহিয়াছেন।

অন্যতর=এই উভয়ের অন্যতর ক্রিয়ার পর অবস্থা।

সংশয় নির্ণয়ের অন্যতর যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহাতে অভাব অর্থাৎ লক্ষ্য নাই, এই সংশয় ও নির্ণয়ের যে অন্তর সেই অন্তরই ক্রিয়ার পর অবস্থা হইবার হেতু।

তয়োর্নিষ্পত্তিঃ প্রত্যক্ষলৌকিকাভ্যাম্ ॥৩॥

প্রত্যক্ষ ও লৌকিকের নিষ্পত্তি ক্রিয়ার পর অবস্থা হইতেছে, কারণ সেখানে এই উভয়েরই অভাব।

প্রত্যক্ষ=ব্রহ্মের অণুর মধ্যে যাহা দেখা যায়।
লৌকিক-প্রত্যক্ষ=এই চক্ষে দেখা।

অভূদিত্যপি সতিচ কার্য্যদর্শনাৎ ॥৪॥

ক্রিয়ার পর অবস্থা হইয়াছিল এবং এক্ষণে রহিয়াছে, তাহা কার্য্যের দ্বারায় জানা যাইতেছে, অর্থাৎ একটী অনির্ব্বচনীয়াবস্থা ভোগ করিয়াছিলাম, আর সেই অবস্থার শেষ কার্য্য যে নেশা ও অনুভব তাহা এখন পর্য্যন্ত রহিয়াছে।

একার্থসমবায়িকারণন্তরেষু দৃষ্টত্বাৎ ॥৫॥

ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে প্রকার অনির্ব্বচনীয় অবস্থা ছিল, এক্ষণে তাহাও রহিয়াছে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় যেমন কোন বিষয়ের ইচ্ছা থাকে না, এক্ষণেও তাহাই রহিয়াছে; অর্থাৎ এক্ষণেও কাহারও কথা কহিতে কিম্বা কোন স্থানে যাইতে ইচ্ছা করিতেছে না। এই সমবায়ী কারণের অন্তরেতে এই রূপ দেখা যাইতেছে।

একদেশ ইত্যেকস্মিন্ শিরঃ পৃষ্ঠমুদরং মর্ম্মানি তদ্বিশেষস্তদ্‌বিশেষভ্যঃ ॥৬॥

যেমন হাত, পা, শির, পৃষ্ঠ, উদর ও মর্ম্ম সকল বিশেষ, আর এই বিশেষের মধ্যে বিশেষ এক মনুষ্য অর্থাৎ এক মনুষ্য

কারণ সমবায়াৎ সংযোগঃ ॥৫॥

কারণ যে ব্রহ্ম তিনি সমান হইলেই সংযোগ হয়, অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।

কারণ সমবায়াচ্চ তুলকপিণ্ডাবয়বয়ী বর্ত্তমানঃ প্রচযক্ষ্যম্ তুলকপিণ্ডামহত্বমারভতে ॥৬॥

সমানরূপে যখন ব্রহ্ম তখন তুলা রাশির দলার ন্যায় ব্রহ্ম অবয়ব ধারণ করেন, আর তুলাপিণ্ডের ন্যায় মহত্ব আরম্ভ হয় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা।

সংযুক্ত সমবায়াৎ অগ্নেবৈশেষিকম্ ॥৭॥

তবে ক্রিয়ার পর অবস্থা সর্ব্বদা থাকুক? অন্য বস্তুতে সংযুক্ত হওয়ায় থাকে না, যেমন অগ্নি রক্তবর্ণ কিন্তু অগ্নিতে গন্ধক দেওয়ায় বিশেষ আকার ধারণ করে।

দৃষ্টানাং দৃষ্টপ্রতিপাদনায় প্রপঞ্চোয়ম্ দ্রষ্টব্য ॥৮

দৃষ্ট প্রতিপাদনার্থ প্রপঞ্চ দেখা যাইতেছে অর্থাৎ কোন বস্তুতে মন সংযুক্ত হইলেই তাহার রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া মন ব্রহ্মে না থাকিয়া সেই দিকে আটকাইয়া থাকে, এইরূপ আসক্তি-পূর্ব্বক দৃশ্য বস্তুতে থাকিয়া তদ্রূপ হইয়া যাওয়ার নাম প্রপঞ্চ (পাঁচতত্ত্ব)।

দৃষ্টাভাবে তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যমিতি ॥৯॥

যিনি দৃষ্টাভাবে অর্থাৎ যিনি সর্ব্বদাই ব্রহ্মেতে রহিয়াছেন তিনি ছয় চক্রের বিষয় যাহা বলেন তাঁহাই প্রমাণ।

দশম অধ্যায়ে দ্বিতীয় আহ্নিক সমাপ্ত।

সমাপ্ত।